উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১ পৌষ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 17 December 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 208 JAL

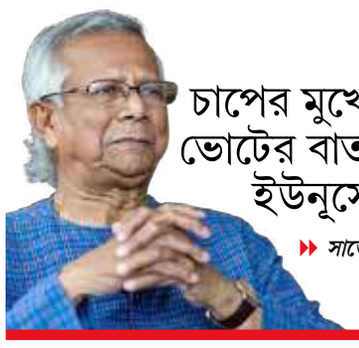

চাপের মুখে ভোটের বার্তা ইউনূসের

সাতের পাতায়

ম্যাচ বাঁচাতে বৃষ্টিই ভরসা ভারতের

এগারোর পাতায়

মমতার হয়ে ব্যাটিং

সোমবার সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইন্ডিয়া জোটের মুখ করার পক্ষে জোর সওয়াল করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, মমতাই জোটে সবচেয়ে অভিজ্ঞ নেত্রী।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

ফিরহাদের কথায় রুষ্ট

রাজ্যের সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুদের নিয়ে পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম সম্প্রতি যে মন্তব্য করেছেন, তাকে সমর্থন করে না তৃণমূল। সোমবার 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' টুইটারে পোস্ট করে। বলা হয়, এই ধরনের মন্তব্য করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মৃত শিক্ষক দম্পতির পরিজনেরা। সোমবার কালজানি কাউয়ারডেরায়। ছবি : বিধান সিংহ রায়

কথায় কথায়

রাজনীতি ডিবেটিং ক্লাব নয়, ভোট চাই

আশিস ঘোষ

রাহুলের পর প্রিয়াংকা। ভাইবোন এবার পাশাপাশি লোকসভায়।

দুজনেই ভালো বক্তৃতা করছেন, বিজেপি শিবিরের প্রতিক্রিয়াতেও ধরা পড়ছে তা। কাগজপত্রে তা নিয়ে লেখা বেরোচ্ছে। সেই সুবাদে দেশের নজর টানছেন তাঁরা। প্রিয়াংকার মধ্যে ইতিমধ্যেই ঠাকুমা ইন্দিরার ছায়াও দেখতে পাচ্ছেন অনুগামীরা। তবে রাজনীতিটা তো ডিবেটিং সোসাইটি নয়, বিতর্কে হাততালি কুড়োলেও আসল পরীক্ষা ভোটের ময়দানে।

কোনও সন্দেহ নেই, সময়টা বেশ খারাপই যাচ্ছে দেশের সবথেকে পুরোনো দলটার। ভোটের বাজারে তাদের দর হুহু করে কমছে। আর তার জেরে তাদের সংসার ভাঙার মুখে। ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গীসাথিরা দু'কথা শুনিয়ে যাচ্ছে যখন-তখন। তাদের পরোয়া না করেই যে যার মতো ক্যান্ডিডেট দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে যত্রতত্র। কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে ভোটে বাজিমাত করা যে যাবে না, তা খোলাখুলি বলছে তারা। এই অবস্থায় রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে শতাব্দীপ্রাচীন এই দল। একটা নয়, একজোড়া। প্রথমত, ইন্ডিয়া জোটে রাহুলের নেতৃত্ব, দ্বিতীয়ত, সেই জায়গায় মমতাকে বসানোর ক্রমেই বাড়তে থাকা দাবি। এরই পাশাপাশি সংসদে তাদের একঘরে হওয়ার জোগাড়। কেবলমাত্র আদানিকে নিয়ে দিনের পর দিন সংসদ অচল করার লাইনে নেই বেশিরভাগ শরিক। তারা চায় তাদের রাজ্যের সমস্যার কথা তুলতে। এই ইস্যুতে কংগ্রেসের ডাকা মিটিংয়ে গরহাজির থেকেছে তৃণমূল। পরে তাদের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে অন্যরা। কংগ্রেস এখন সংসদের বাইরে একাই আদানি নিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে।

অথচ কয়েক মাস আগেও এ অবস্থা ছিল না তাদের। লোকসভার ভোটে গদি নাগালে না এলেও আগের বারের তুলনায় তাদের সিট বেড়েছিল দ্বিগুণ। লোকসভার বিরোধী নেতাও হয়েছিলেন সোনিয়া-তনয়। সবার সম্মতিতে। বিজেপিকেও নামিয়ে আনা গিয়েছিল একক গরিষ্ঠতার নীচে। তবে তার আগে থেকেই সুরে বাজছিল না ইন্ডিয়া শরিকরা। আগেই সঙ্গত্যাগ করে গেরুয়া খাতায় নাম তুলেছিলেন নীতীশ কুমার। এই রাজ্যে তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে মোটেই বনিবনা হয়নি। আসনরফাও হয়নি। তীব্র মমতা বিরোধী অধীর হাত মিলিয়েছিলেন বামেদের সঙ্গে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে আসনরফা হলেও ভোট মিটতেই যার যার তার তার।

লোকসভা ভোটের পর থেকে একের পর এক ধাক্কায় টলে গিয়েছে কংগ্রেসের লিডারের চেয়ারটা। যে লিডারের ভোট জেতার মুরোদ নেই তাকে কে আর পাত্তা দেয়।

এরপর দশের পাতায়

অস্তমিত জাদু

নিস্তব্ধ ছন্দের সেই দুই হাত

সান ফ্রান্সিসকো, ১৬ ডিসেম্বর : জাকির হুসেন আর নেই।

সর্বকালের অন্যতম সেরা তবলচির শেষনিঃশ্বাস পড়ে ভারতীয় সময় সোমবার ভোরে। দু'সপ্তাহ চিকিৎসার পর সান ফ্রান্সিসকোর হাসপাতালে জীবনাবসান ঘটে কিংবদন্তি এই তবলাশিল্পীর। তাঁর মৃত্যুসংবাদ অবশ্য প্রচারিত হয়ে যায় রবিবার রাতেই। ভারতের কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রকের এক্স হ্যান্ডেলেও খবরটি দেওয়া হয়েছিল। সংবাদমাধ্যমের একাংশে সেই খবর প্রকাশিতও হয়। কিন্তু শিল্পীর পরিবারের তখন সমর্থন মেলেনি মৃত্যুসংবাদের।

শেষপর্যন্ত বিভ্রান্তি কাটিয়ে সোমবার আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে জাকিরের পরিবারই মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে। তিনি রেখে গিয়েছেন স্ত্রী আন্তোনিয়া মিনেকোলা এবং দুই কন্যা আনিসা ও ইসাবেলাকে। ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস-এর জটিলতায় ভুগছিলেন শিল্পী। মৃত্যুর খবর দিয়ে শোকাহত পরিবার জানায়, 'জাকিরের শিল্পীসত্তা ও কীর্তি বিশ্বজুড়ে সংগীতপ্রেমীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তাঁর প্রভাব প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সংগীতজগতে ধ্বনিত হবে।'

গত দু'সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। ভারতে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ও পদ্মবিভূষণ সম্মান পেয়েছেন তিনি। মাত্র তিন বছর বয়সে তাঁর তবলায় হাতেখড়ি। সাত বছর বয়স থেকে মঞ্চে একক অনুষ্ঠান। ২০২৪ সালে জাকিরের হাত ধরে ভারতে আসে গ্র্যামি পুরস্কার। 'বেস্ট গ্লোবাল মিউজিক অ্যালবাম' হিসাবে পুরস্কৃত হয় ভারতীয় ব্যান্ড 'শক্তি'র গানের অ্যালবাম 'দিস মোমেন্ট'।

জাকির নানা সময়ে তবলায় সংগত করেছেন পণ্ডিত রবিশংকর, পণ্ডিত শিবকুমার শর্মা, ওস্তাদ আমজাদ আলি খান, মিকি হার্ট, জর্জ হ্যারিসনের মতো দিকপালদের সঙ্গে। বিশিষ্ট সরোদবাদক আমজাদ আলি খান লিখেছেন, 'আমি বাকরুদ্ধ। জাকির ছিলেন এক বিস্ময়।' ব্রিটিশ গিটারবাদক জন ম্যাকলাফলিন বলেছেন, 'তবলা জগতে জাকিরই বাদশা। তিনি জাদুযন্ত্রে পরিণত করেছিলেন তবলাকে।'

জাকিরের প্রাপ্তি

২০০৯ ও ২০২৪ সালে
গ্র্যামি

২০২৩ সালে
পদ্মবিভূষণ

২০০২ সালে
পদ্মভূষণ

১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে
পদ্মশ্রী

১৯৯০ সালে
সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার

সংগীতলেখক শৈলজা খান্নার ভাষায়, 'গত কয়েক বছর সেলেব শিল্পীদের বদলে জাকিরকে দেখা গিয়েছে তরুণ শিল্পীদের সঙ্গে। এটা খুব শিক্ষণীয় ও বিরল ব্যাপার। তরুণ শিল্পীদের তুলে ধরতে জাকিরের অবদান অবিশ্বাস্য।'

এরপর দশের পাতায়

ছিলেন হৃদয়ের কাছাকাছি

আমজাদ আলি খান

এই সময় আমি কোনওরকম শব্দ উচ্চারণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। জাকির ভাইয়ের প্রয়াণের কথা শুনে আমি ভীষণ ব্যথিত, বিধ্বস্ত। ওস্তাদ জাকির হুসেন ছিলেন এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। প্রকৃতপক্ষে, তিনি আপামর বিশ্বের সবচেয়ে প্রিয় সংগীতশিল্পীদের একজন।

১৯৭৪ সালের পর জাকির ভাইয়ের সঙ্গে আমার বেশকিছু যুগলবন্দি আসর দেশ-বিদেশের নানা শহরে বসেছিল। তখনও তাঁর বাবা ওস্তাদ আল্লারাখা জীবিত ছিলেন। জাকির ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিভাধর তবলাবাদকদের একজন। তিনি শুধু তবলাই নয়, গোটা বিশ্বে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রচারে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা সত্যিই অনন্য, অসাধারণ। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় শিল্পীদের একজন। আমরা মনে হয়, তিনিই একমাত্র তবলাবাদক যিনি গোটা পৃথিবী গ্রহটি পরিভ্রমণ করেছেন এবং তবলা সহ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতকে সবচেয়ে উজ্জ্বল করেছেন। তাঁর সংগীত প্রতিভা সহ ব্যক্তিগত ক্যারিশমাও অতুলনীয়, ঈর্ষণীয়ও বটে।

সংগীতের উৎকর্ষের পাশাপাশি, জাকির ভাইয়ের চরিত্রের সবচেয়ে লক্ষণীয় দিকটি হল, তিনি সহসঙ্গী শিল্পী ও বন্ধুদের জন্য অত্যন্ত হৃদয়ের কাছাকাছি মানুষ ছিলেন। যার কাছে অকপটে মনের কপাট আলগা করা যেত। মন খুলে কথা বলতে ভালো লাগত।

তিনি শুধু একজন বাদকই নন, ছিলেন অসাধারণ শ্রোতাও। তিনি নিজে যেমন সমস্ত শিল্পীকে শ্রদ্ধা করতেন, তেমনই তাঁর সিনিয়ার সংগীতজ্ঞদের প্রতি ছিল অতুলনীয় অসীম শ্রদ্ধা।

এরপর দশের পাতায়

কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে দুর্ঘটনায় মৃত ছয়জন

জাতীয় সড়কে মৃত্যু দুই তরুণের

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : কাজ শেষে একটি বাইকে করে তিনজনে মিলে বাড়ি ফিরছিলেন। শীতের রাত। স্বাভাবিকভাবেই বাড়ি ফেরার একটা তাড়া ছিলই। কিন্তু সেই তাড়া যে এতটা মর্মান্তিক হবে কে-ই বা জানত! সোমবার রাত ৮টা নাগাদ ৩১ডি জাতীয় সড়কের ভুটকিরহাট ও রাধাবাড়ি বিএসএফ ক্যাম্পের মাঝামাঝি সাহু নদীর সেতুর কাছে দুর্ঘটনায় ওই বাইকে সওয়ার দুই তরুণের মৃত্যু হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় একজন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে যুজছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের নাম মৃন্ময় বর্মন (২৪) ও ঋষিকেশ বর্মন (২৫)। লক্ষ্মণ বর্মন গুরুতর জখম হয়েছেন। সকলেই ফাটাপুকুরের আশ্রমপাড়া এলাকার বাসিন্দা। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নামে। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য মানস পালের কথায়, 'যতদূর জানতে পেরেছি কোনও একটি বড় গাড়ির সঙ্গে বাইকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছিল। সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই। আমরা সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির পাশে রয়েছি।'

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই তিন তরুণ অনলাইন একটি সংস্থার ফুলবাড়ির শাখায় ডেলিভারি বয় হিসেবে কাজ করতেন। কাজ সেরে এদিন সবাই মিলে একটি বাইকে সওয়ার হয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। রাত ৮টা নাগাদ ভুটকিরহাট ও রাধাবাড়ি বিএসএফ ক্যাম্পের মাঝামাঝি সাহু নদীর সেতুর কাছে ফোর লেনে বিকট আওয়াজ হয়। ঠিক কী হয়েছে তা কেউ প্রথমে বুঝতে পারেননি। আশপাশের বাসিন্দারা তড়িঘড়ি সেখানে গিয়ে দেখতে পান ঘটনাস্থলে একটি বাইক

রাজগঞ্জ

দোমড়ানো-মোচড়ানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রক্তাক্ত অবস্থায় তিন তরুণ রাস্তায় পড়ে। ঘটনাস্থলে চাপ চাপ রক্ত। ঘটনার বীভৎসতায় অনেকেই আঁতকে ওঠেন। নিউ জলপাইগুড়ি থানার এক আধিকারিক বলেন, 'রাধাবাড়ি এলাকায় দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সেখানে গিয়ে তিন তরুণকে গুরুতর জখম অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।' পুলিশ ওই তরুণদের উদ্ধার করে প্রথমে ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়।

মৃন্ময়দের প্রতিবেশী ভরতচন্দ্র বর্মন বললেন, 'উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর মৃন্ময় ও ঋষিকেশকে মৃত বলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ঘোষণা করেন। লক্ষ্মণের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁর চিকিৎসা চলছে।' এদিনের ঘটনায় আশ্রমপাড়ায় শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রতিবেশীরা বিভিন্ন গাড়ি নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হন। মৃন্ময় আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা ঘনশ্যাম বর্মনের ছেলে। ওই তরুণ মাত্র তিন-চারদিন আগে ওই চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। সেই চাকরি করতে গিয়ে ওই তরুণের মৃত্যুতে এলাকার বাসিন্দারা শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন।

বড় কোনও গাড়ির সঙ্গে বাইকটির সংঘর্ষে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করা হলেও ঠিক কী হয়েছে সে বিষয়ে পুলিশ এখনও নিশ্চিত নয়। দুর্ঘটনার পর এলাকায় গিয়ে সন্দেহজনক বড় কোনও গাড়ির দেখা মেলেনি। পুলিশ সূত্রে খবর, আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, ফোর লেনে কীভাবে মুখোমুখি দুর্ঘটনা ঘটল তাও তদন্তকারীদের ভাবাচ্ছে। সন্দেহজনক গাড়িটি বা বাইকে সওয়ার ওই তরুণ নিয়ম ভেঙেছিলেন কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গোটা পরিবারের সলিলসমাধি

বিধান সিংহ রায়

পুণ্ডিবাড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : দুই সন্তানকে নিয়ে নিকটাত্মীয়ের বিয়েতে গিয়েছিলেন শিক্ষক দম্পতি। বিয়ের অনুষ্ঠান সেরে গাড়ি করে বাড়ি ফেরার পথে পুকুরে পড়ে মৃত্যু হল একই পরিবারের চার সদস্যের। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার-২ ব্লকের খাপাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের কালজানি কুড়ারপাড় এলাকায়। গাড়িতে দুই শিশু ও স্বামী-স্ত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনার কারণে ঘটনাস্থলেই সকলের মৃত্যু হয়। পুলিশ জানায়, মৃতদের নাম সঞ্জিত রায় (৪২), বিপাশা রায় সরকার (৪১), ইশশ্রী রায় (৫) ও ইভান রায় (২)। ওই দম্পতির দুজনেই শিক্ষকতা করতেন। মৃতদের বাড়ি কোচবিহার-২ ব্লকের বাণেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালজানি কাউয়ারডেরা এলাকায়। সঞ্জিত তুফানগঞ্জের নাটাবাড়ি এলাকার বসপাড়া কুঠিবাড়ি আপার প্রাইমারি স্কুলের টিআইসি পদে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী বিপাশা পার্শ্ববর্তী দ্বারিকামারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তাঁরা ওইদিন নিজেদের গাড়িতেই বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সঞ্জিত নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। আচমকা গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের পুকুরে পড়ে যায়। ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সকলে মিলে তাঁদের বাঁচানোর চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি। দুই শিশু সহ চারজনেরই মৃত্যু হয়। জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। পুকুরের গভীরতা অনেক বেশি ছিল। গাড়িটি অনেক নীচে পড়েছিল। সম্ভবত দ্রুতগতিতে চলার কারণে এরকমটা হতে পারে বলে আমাদের অনুমান। ঘটনার তদন্ত হচ্ছে।'

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাত্র তিন মাস আগে গাড়িটি কিনেছিলেন সঞ্জিত। রবিবার রাতে নিজেই গাড়ি চালিয়ে পরিবারের সঙ্গে ফিরছিলেন। কিন্তু বাড়ি ফেরা আর হল না! খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। গাড়িটিও উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত সঞ্জিতের ভাই শুভম রায় বলেন, 'রবিবার সন্ধ্যায় দাদা-বৌদি তুফানগঞ্জের একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। তারপর রাতে ফোনে দুর্ঘটনার খবর পাই। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে যাই আমরা। ততক্ষণে সব শেষ হয়ে যায়।'

রবিবার রাত তখন সাড়ে ১১টা। কালজানি কুড়ারপাড় এলাকার বাসিন্দা দীপক সরকার সবেমাত্র খাওয়াদাওয়া সেরে শুতে যাবেন। এমন সময় তাঁর খুড়তুতো বোন রিয়ার চিৎকারে ছুটে যান তাঁদের বাড়িতে। গিয়ে জানতে পারেন রিয়া তাদের পুকুরে কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেয়েছে। পুকুরপাড়ে গিয়ে দেখেন একটি গাড়ি জলে পড়েছে। এরপর তিনি আর কিছু না ভেবে সোজা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ওই সময় রাস্তা দিয়ে বাইকে করে কালজানি বাজার এলাকায় বাড়ির উদ্দেশে ফিরছিলেন অপর দুই তরুণ আবু সোয়েল ও আলতাফ হোসেন। পুকুরের মাঝে গাড়ির আলো জ্বলতে দেখে বুঝতে

এরপর দশের পাতায়

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলা লাগোয়া সীমান্তে ভারত ও বাংলাদেশ সেনাকর্তাদের সৌজন্য বিনিময়। সোমবার।

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

পাসপোর্ট কাণ্ডে রিপোর্ট সিবিআই-কে

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৬ ডিসেম্বর : বিপদ আরও বাড়ল। এবারে ভিনদেশিদের পাসপোর্ট দুর্নীতিতে মাল পুরসভার নাম জড়াল।

সম্প্রতি দিল্লি বিমানবন্দরে আফগান বাসিন্দাদের ছ'টি পাসপোর্টের খোঁজ মেলে। এগুলির বিশেষত্ব বলতে, সেগুলি পশ্চিমবঙ্গে তৈরি। জন্ম এবং মৃত্যুর শংসাপত্র সহ বেশ কয়েকজনের জাল নথি ব্যবহার করে সেগুলি তৈরি করা হয়েছে বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন। মাল পুরসভা জানিয়েছে, ওই শংসাপত্রগুলির মধ্যে তারা ১১টি ইস্যু করে। নিয়ম মেনে সেগুলি ইস্যু করা হয়েছে কি না তা সিবিআই খতিয়ে দেখছে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় বলতে, এই শংসাপত্রগুলি ২০১২ সাল থেকে শুরু করে চলতি বছর পর্যন্ত ইস্যু করা হয়েছে। এই সময়কালের একটা বড় অংশ স্বপন সাহা চেয়ারম্যান হিসেবে পুরসভার দায়িত্ব সামলেছেন। বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড থাকলেও স্বপন খাতায়-কলমে চেয়ারম্যান হিসেবেই পুরসভার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। দলীয় নির্দেশে ভাইস চেয়ারম্যান এখন পুরসভার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা অবশ্য গোটা বিষয়ে স্বপনের ভূমিকাও খতিয়ে দেখছে। সূত্রের খবর, এক্ষেত্রে কোনওরকম অসংগতি মিললে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা সবমিলিয়ে কড়া পদক্ষেপ করতে পারে। মাল পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'সিবিআই আমাদের কাছে এবিষয়ে রিপোর্ট চেয়েছে। শীঘ্রই তা তাদের পাঠানো হবে।' সিবিআইকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা হবে বলে স্বপন জানিয়েছেন।

সূত্রের খবর, সিবিআই গত ১৮ নভেম্বর এবিষয়ে মাল পুরসভাকে প্রথম নোটিশটি পাঠায়। তবে তার প্রাপ্তি নিয়ে একটি সমস্যা দেখা দেওয়ায় ৫ ডিসেম্বর তারা ই-মেলে পুরসভাকে ফের নোটিশ পাঠায়। নোটিশে ১৫ জনের একটি তালিকা দেওয়া ছিল। সেই তালিকা থেকে ঠিক কতজনকে জন্ম এবং মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে সিবিআই জানতে চায়। পুরসভার জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ বিভাগের কর্মী প্রসেনজিৎ দত্তকে সোমবারের মধ্যে এ বিষয়ে যাবতীয় তথ্য জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পুরসভা সূত্রে খবর, এদিন পর্যন্ত সেই সমস্ত নথি জমা করা হয়নি। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মী জানিয়েছেন। পুরসভা সূত্রে খবর, এই ঘটনার সঙ্গে যে আফগান

নাগরিকদের নাম জড়িয়েছে, তাঁদের বিষয়ে পুরসভার কাছে পর্যাপ্ত নথি নেই। ঠিক কীভাবে ওই নথিগুলি তৈরি করা হল তা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা খতিয়ে দেখছেন। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, এক্ষেত্রে মালবাজার পুরসভার পাশাপাশি একাধিক সরকারি অথবা বেসরকারি হাসপাতাল যুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, ডুয়ার্সের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতও সিবিআইয়ের নজরে আছে।

আবাস দুর্নীতি বা হোক চাকরি দেওয়া নিয়ে অভিযোগ, ইদানীংকালে মাল পুরসভাকে কম ভোগান্তি ভুগতে হয়নি। এনিয়ে সমস্যা ক্রমেই বাড়তে থাকায় দল একটা সময় স্বপনের পাশ থেকে সরে দাঁড়ায়। এবারে ভিনদেশিদের পাসপোর্ট দুর্নীতির বিষয়টি সামনে আসায় মাল পুরসভার চাপ যে

এরপর দশের পাতায়

ডিজে বাজানোয় বাধা, নিগৃহীত পুলিশ

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : গভীর রাতে বিয়েবাড়িতে ডিজে বাজাতে গিয়েই ঘটল বিপত্তি। তার থেকে ঘটল তুলকালাম কাণ্ড। ধূপগুড়ি পুরসভার রায়পাড়ায় ঘটনার সূত্রপাত রবিবার গভীর রাতে। জলপাইগুড়ির ছেলের সঙ্গে রায়পাড়ায় মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে বিয়ের অনুষ্ঠানের সঙ্গে জোরকদমে নাচ, সঙ্গে (ডিজে) গানেরও আয়োজন ছিল। কিন্তু গভীর রাত পর্যন্ত ডিজে এবং উচ্চগ্রামে গান বাজানোয় বেজায় চটেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাধ্য হয়ে তাঁরা রাতেই ধূপগুড়ি থানায় মৌখিকভাবে অভিযোগ জানান। তড়িঘড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ডিজে বাজানোর মেশিন বাজেয়াপ্ত করে। মেশিন নিজেদের হেপাজতে নিতেই ঘটনা নতুন মোড় নেয়। পুলিশ যাতে ঘটনাস্থল থেকে ফিরতে না পারে সেজন্যে পুলিশি অভিযানের ফাঁকে অনুষ্ঠানে থাকা কেউ বা কারা পুলিশের গাড়ির চাবি চুরি করে বসে। ডিজে বাজেয়াপ্ত করলেও চাবির জন্য গাড়ি স্টার্ট করতে না পেরে থানায় ফিরতে পারছিল না পুলিশ।

শেষে শুরু হয় পুলিশভ্যানের চাবি তল্লাশির কাজ। কিন্তু তা কে বা কারা চুরি করেছিল তার হদিস মেলে না। ততক্ষণে অবশ্য পুলিশ আধিকারিকের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে অভিযান রুখতেই চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। এরপরই কড়া হাতে পুলিশ পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা শুরু করে। অনেক চেষ্টার পরে চাবি পাওয়া যায়। বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে গেলেও নাছোড় পুলিশ ডিজে মেশিন বাজেয়াপ্ত করেই থানায় ফেরে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, জলপাইগুড়ির ছেলে ও ধূপগুড়ির মেয়ের বিয়ে অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে খাওয়াদাওয়ার পর অনেকেই ডিজের সঙ্গে নাচতে শুরু করেন। কিন্তু রাত হতেই উচ্চগ্রামের আওয়াজ নিয়ে অভিযোগ উঠতে শুরু করে। অনেক রাত পর্যন্ত সেই নাচের অনুষ্ঠান চলতে থাকলেও কারও হুঁশ ছিল না। এদিকে, প্রতিবেশীরা বেজায় খেপে ওঠেন। অনেক বলার পরেও ডিজে বাজানো বন্ধ না হওয়ায় তাঁরা সরাসরি ধূপগুড়ি থানায় অভিযোগ করেন। অভিযোগ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে চলে আসে। পুলিশ পৌঁছাতেই একদল তরুণ ডিজের মঞ্চ ছেড়ে পালিয়ে যায়। বাকি কয়েকজন মদ্যপ অবস্থায় পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে আসে বলে অভিযোগ।

এতেই এক-দু'কথায় পুলিশ ও বিয়েবাড়ির লোকেদের মধ্যে বচসা বেধে যায়। এই ফাঁকেই কেউ পুলিশের গাড়ির চাবি নিয়ে চম্পট দেয়। স্থানীয়দের কয়েকজন অবশ্য বিষয়টি প্রকাশ্যেই বলছেন। যদিও পুলিশ ঘটনায় মুখে কুলুপ এঁটেছে। তবে এক আধিকারিক ডিজে মেশিন বাজেয়াপ্ত করার ঘটনা স্বীকার করেছে। একইসঙ্গে চাবি নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ যে গোটা ঘটনা শক্ত হাতে দমিয়েছে তাও জানিয়েছে। তবে পুলিশ প্রকাশ্যে কিছুই বলতে নারাজ।

এদিকে, ডিজে মেশিনের মালিক বলেন, যখন পুলিশ এসেছিল, ঠিক তার আগেই খেতে গিয়েছিলাম।

এরপর দশের পাতায়

দিল্লির কুচকাওয়াজে উত্তরের পাপিয়া

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে যে শুধু আর্থিক অভাবই নয়, পারিপার্শ্বিক সবকিছুকেই হার মানানো যায় সেটাই প্রমাণ করলেন তুফানগঞ্জের পাপিয়া বর্মন। ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতে অর্থাৎ আগামী ২৬ জানুয়ারি দিল্লির রাজপথে লালকেল্লার সামনে কুচকাওয়াজে অংশ নেবেন তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বিলসি গ্রামের টোটোচালক বিজয় বর্মনের মেয়ে। গোটা উত্তরবঙ্গ থেকে একমাত্র তাঁকেই দেখা যাবে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সামনে প্যারেডে পা মেলাতে। স্বভাবতই তাঁর এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত গোটা পরিবার সহ কলেজ কর্তৃপক্ষ।

দরিদ্র পরিবারে জন্ম পাপিয়ার। বাড়িতে বাবা-মা সহ রয়েছে আরেক বোনও। স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে বর্তমানে তুফানগঞ্জ কলেজের ইতিহাস বিভাগে পঞ্চম সিমেস্টারে পড়াশোনা করছেন। কলেজের পড়াশোনার পাশাপাশি চলে ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম বা এনএসএসের নানা প্রশিক্ষণ। ছোট থেকে প্রবল ইচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার। তখন থেকে শুরু হয় অসম লড়াই। কলেজে প্রথম বর্ষে পড়ার সময় থেকেই যোগ দেন এনএসএসে। প্যারেড, ক্যাম্প এসবের মধ্যেই দিন কাটে গ্রামের এই মেয়ের।

পাপিয়া বর্মন।

বর্তমানে দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসে কুচকাওয়াজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। পাপিয়ার কথায়, ‘ছোট থেকেই আমার লক্ষ্য, সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার। স্বপ্নপূরণের আগেই এতবড় একটা সুযোগ পেয়ে দারুণ ভালো লাগছে। গোটা দেশবাসীর সামনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে দিল্লির রাজপথে হাঁটব, এটা ভাবতেই শিহরিত হচ্ছি।’ এজন্য বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর ডঃ প্রবীরকুমার হালদার ও প্রশিক্ষক সৌরভ সাহা।’

প্রাক প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড শিবিরে অংশ নেওয়ার পর রাজ্য থেকে মোট আটজন পড়ুয়ার দিল্লি যাওয়ার ছাড়পত্র মিলেছে। এঁদের মধ্যে কোচবিহারের পাপিয়া অন্যতম। আগামী ৩১ ডিসেম্বর তাঁরা রাজধানীর পথে রওনা দেবেন বলে খবর।

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB/BLOCK/EO/15/MATIALI/2024-25.
Last date of online bid submission : 27-12-2024 upto 18:00 hours.
For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Matiali Panchayat Samity

Office of the Block Development Officer
Tufanganj-I Dev Block
Tufanganj, Cooch Behar
NOTICE INVITING TENDER
E-tender are invited vide this office Memo No. 4194, Dated- 16-12-2024 NIT NO-11(BDO)/2024-25. Last date of Bid Submission are 30-12-2024 intending tenderers may contact this Office for details.
Sd/-
Block Development Officer
Tufanganj-I Dev Block

আজ টিভিতে

সাহিত্যের সেরা সময় পর্বে **অনুপমার প্রেম** সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দেবদাস, দুপুর ১.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধে ৭.৩০ ছোট বউ, রাত ১০.৩০ নবাব
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ জীবন যুদ্ধ, ২.০০ চৌধুরি পরিবার, বিকেল ৫.০০ সৎ মা, রাত ৯.৩০ লোফার
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ মন মানে না, বিকেল ৪.১০ গোত্র, সন্ধে ৭.০০ জামাই ৪২০, রাত ৯.৫০ রংবাজ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ব্যবধান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গোলাপী এখন বিলেতে
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আমার ভুবন
জি সিনেমা : দুপুর ১২.১২ কুগল কুট্টাপ্পা, ২.৩৮ গুমনাম, বিকেল ৫.০৯ কার্তিকেয়-টু, সন্ধে ৭.৫৫ স্কান্ডা, রাত ১১.১৭ তিস মার খান
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.১৮ এতরাজ, বিকেল ৪.১৬ আই, সন্ধে ৭.৩০ দ্য রিয়াল টেভর, রাত ১০.১৯ শিবম
সোনি পিক্স এইচডি : দুপুর ১২.২৮ অ্যাঞ্জেল হ্যাজ ফলেন, ২.৩৫ ক্ল্যাশ অফ দ্য টাইটানস, বিকেল ৪.২৫ জন উইক-চ্যাপ্টার টু, সন্ধে ৬.২০ দ্য ডার্ক নাইট, রাত ৯.০০ ২০১২, ১১.৪১ আনচার্টেড
মুভিজ নাউ : দুপুর ১.২৫ স্পিড, বিকেল ৩.১৫ স্পাইডারম্যান-থ্রি, ৫.৩০ দ্য ওয়েডিং গেস্ট, সন্ধে ৭.০০ সাংহাই নুন, রাত ৮.৪৫ আইস এজ-দ্য কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট, ১১.১০ গডস অফ ইজিপ্ট।

নবাব রাত ১০.৩০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

আই বিকেল ৪.১৬ **অ্যান্ড পিকচার্স**

গডস অফ ইজিপ্ট, রাত ১১.১০ **মুভিজ নাউ**

চিতা, আ হান্টার টার্নড প্রে দুপুর ১.৪১ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

ধসের ইঙ্গিত পেলে বিকল্প পথের খোঁজের সুযোগ

সতর্কতায় লাভ পর্যটনে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : সাফল্য মিলেছিল ‘ল্যান্ড স্লিপ’-এ। ওই সাফল্যের পথ ধরেই ইতালির দ্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর জিও হাইড্রোলজিক্যাল প্রোটেকশন অফ দ্য ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের (সিএনআর-আইআরপিআই) সঙ্গে মউ স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের খনিজমন্ত্রকের অধীনে থাকা জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জিএসআই)। এর ফলে হাতেনাতে যে ফল পাওয়া যাবে না, তা স্পষ্ট করে দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা শুরু করে দিয়েছে পর্যটন মহল। ধসপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করা, আগাম সতর্কতা এবং ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম কার্যকর হয়ে উঠবে ও অনেকাংশেই ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

পর্যটন ব্যবসায়ী রাজ বসুর মতে, ‘আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম কার্যকর হলে কোন রাস্তা বন্ধ রয়েছে বা খোলা রয়েছে, তা সহজেই জানা যাবে, যা সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পর্যটকদেরও চলাচলের ক্ষেত্রে সুবিধা এনে দেবে।’

কেন বারবার ধস নামছে এবং প্রতিরোধে কী করা যেতে পারে, অনুসন্ধানে পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার হাতে নিয়েছিল ‘ল্যান্ড স্লিপ’। বেছে নেওয়া হয়েছিল নীলগিরির পাশাপাশি পূর্ব সিকিম এবং দার্জিলিং। অনেক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে এই ক্ষেত্রে সাহায্য নেওয়া হয়েছিল লন্ডনের কিংস কলেজের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ব্রুস ডি মালামুদ এবং ব্রিটিশ জিওলজিক্যাল সার্ভের আধিকারিক এম্মা বি’র। তাঁরা জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকে (জিএসআই) যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে দার্জিলিংয়ের ৭৫ শতাংশই ধসপ্রবণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ব সিকিমের ৯৫৫ কিলোমিটার একই অবস্থায় রয়েছে। বহুস্তরীয় ভঙ্গুর শিলার জন্যই এলাকাগুলি ধসপ্রবণ বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি, ওই রিপোর্টে ক্ষতি এড়াতে আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেমের সুপারিশ করা হয়েছে, যার প্রেক্ষিতেই ইতালীয় সংস্থার সঙ্গে জিএসআইয়ের চুক্তি।

দীর্ঘমেয়াদির ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে যদি ওই সংস্থা কাজ করে এবং আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম কার্যকর হয়, তবে ভবিষ্যতে অনেকাংশেই ক্ষতি এড়ানো সম্ভব বলে মনে করছেন ধস বিশেষজ্ঞ প্রফুল্ল রাও। তাঁর বক্তব্য, ‘বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির সাহায্য যত পাওয়া যাবে, ততই সাফল্য মিলবে। তবে আজ আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম কার্যকর হল আর কাল থেকে রেজাল্ট পাওয়া যাবে, এমনটা কিন্তু নয়। সাফল্যের জন্য অপেক্ষা করতে হবে কয়েক বছর।’

তবে কেন্দ্রের এমন সিদ্ধান্তে আশার আলো দেখছে উত্তরের পর্যটন মহল। কেননা, ধসের জেরে দিনের পর দিন রাস্তা বন্ধ হয়ে থাকা এবং মৃত্যুর খবরে পর্যটনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ক্ষতির মুখে পড়তে হয় পর্যটনশিল্পকে। যেমন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় এবং মাসের পর মাস টয়ট্রেন না চলায় পুজো বা উৎসবের সময় ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ে পাহাড়ি পর্যটন। এই প্রসঙ্গ টেনেই সিকিমের পর্যটন ব্যবসায়ী কল্পক দে বলছেন, ‘আগাম তথ্য পাওয়া গেলে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া গেলে বেড়াতে এসে পর্যটকদের আটকে পড়ার ঘটনাও ভবিষ্যতে কমবে।’ কালিম্পংয়ের একটি হোমস্টের মালিক প্রবীণা ছেত্রীও একমত। তাঁর কথায়, ‘ধস আমাদের জন্য চিন্তার একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগাম সংকেত পেলে নানা দিক থেকে সুবিধা হবে।’

কুর্শাহাটের মিলন ইংল্যান্ডের গবেষক

নাদিরা আহমেদ

দিনহাটা, ১৬ ডিসেম্বর : কুর্শাহাটের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়। স্বপ্ন হলেও সত্যি। এ কাজটি করে দেখিয়েছেন মিলন মিয়াঁ। ছিল বহু ওঠাপড়া ও কঠোর পরিশ্রম। এই লড়াইয়ে মিশে আছে দীর্ঘ অধ্যবসায়। মিলন এখন ইংল্যান্ডে ফারাডে বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসাবে গবেষণারত। বিষয় ব্যাটারি রিসাইক্লিং। তিনি বলেন, ‘এখন বহু গাড়ি ব্যাটারিতে চলে। ব্যাটারিগুলি ৮-৯ বছর পর নষ্ট হয়ে যায়। এগুলি পুনর্ব্যবহারের বিষয়ে আমার গবেষণা।’

২০২১-এ তিনি মেরি কুরি পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা অনুদান হিসাবে পেয়েছিলেন দু’কোটি টাকা। তাঁর পড়াশোনা শুরু কুর্শাহাট হাইস্কুলে। এরপর ক্লাস নাইনে তিনি ভর্তি হন দিনহাটা গোপালনগর এমএসএস হাইস্কুলে। সেখান থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর পান ইনস্পায়ার স্কলারশিপ। মিলন বলেন, ‘গোপালনগর আর দিনহাটা হাইস্কুল আমার টার্নিং পয়েন্ট। কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হওয়ার পর ভর্তি হই খড়্গপুর আইআইটিতে। সর্বভারতীয় নেট-এ পেয়েছিলাম ৪২তম স্থান।’ স্কলারশিপের টাকায়

মিলন মিয়াঁ।

চলত তাঁর পড়াশোনার খরচ। তিনি প্রথম গবেষণা শুরু করেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স-এ। বিষয় উচ্চমাত্রার শক্তি সঞ্চয়ী ক্যাপাসিটার। ২০১৯-এ নিউটন ভাবা পিএইচডি ফেলো হিসেবে ইংল্যান্ডে চার মাসের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে অংশ নেন। তারপর মেলে মেরি কুরি স্কলারশিপ।

শীতের সকালে। শিলিগুড়ির মহাবীরস্থানে। ছবি : অরিন্দম চন্দ

ইংরেজিমাধ্যমের ছাড়পত্র শিক্ষা দপ্তরের

শিক্ষাকর্মীদের বেতন দিয়ে স্কুল চালান শিক্ষকরা

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি শহরের চার নম্বর গুমটির মেহেরুন্নেসা উচ্চবিদ্যালয় অনন্য নজির সৃষ্টি করল। ছাত্র ভর্তি থেকে শুরু করে পরীক্ষায় অসাধারণ ফল করার সুবাদে চলতি শিক্ষাবর্ষে শহরের একমাত্র এই বিদ্যালয় পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজিমাধ্যমে পড়াশোনার ছাড়পত্র পেল। প্রথম পর্যায়ে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণিতে ইংরেজিমাধ্যম চালু হচ্ছে। পরে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ ছাত্ররা সপ্তম শ্রেণিতে ইংরেজিতে পড়ার সুযোগ পাবে। এই ধারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে চলবে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘শিক্ষাকর্মী এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মী না থাকায় বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করতে অসুবিধা হচ্ছে। প্রায় আট বছর ধরে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়োগ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষকরা নিজেরা বিদ্যালয়ের দরজা, জানলা খোলার জন্য চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের সাম্মানিক ভাতা দেন। একইভাবে শিক্ষাকর্মীদের সাম্মানিক ভাতাও শিক্ষকরা নিজেদের বেতন থেকে দেন। শিক্ষকদের এই মহান প্রয়াসে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর মুগ্ধ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ইংরেজিমাধ্যম চালু করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।’ শিক্ষাবর্ষের সূচনাতে ইংরেজিমাধ্যমের ছাড়পত্র পাওয়ায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অভিভাবকরা খুশি। অভিভাবক শচী লালা জানান, ইংরেজিমাধ্যমে পঠনপাঠন চালুর সিদ্ধান্তের কথা জেনে তাঁরা অভিভূত।

মেহেরুন্নেসা উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা তলানিতে এসে ঠেকেছিল। এখন সেখানে ২৫০ জন শিক্ষার্থী আছে। এটা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন, শিক্ষক পিনাকী শিকদার, তপন কর্মকার, বিবেক রায়, সাহানারা খাতুন, পল্লবি বসুনিয়া ও জয়তী বন্দ্যোপাধ্যায়দের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে সম্ভব হয়েছে। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাহাড়পুর, কোরক হোম, মহামায়াপাড়া ও পানপাড়া এলাকার ছাত্ররা এই বিদ্যালয়ে পড়তে আসে। গড়ে প্রায় চার কিলোমিটার পথ হেঁটে পড়ুয়াদের স্কুলে আসতে হয়। বিষয়টি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নজরে আসার পর শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসার জন্য খরচ দেওয়া হয়। এই অর্থ পুরোপুরি শিক্ষকরা তাঁদের বেতন থেকে দিয়ে চলেছেন। মেহেরুন্নেসা উচ্চবিদ্যালয়ে ১১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। এর মধ্যে তিনজন নন টিচিং স্টাফের পদ শূন্য। চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর দুটি পদও ফাঁকা। জলপাইগুড়ি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বালিকা গোলে ইংরেজিমাধ্যম চালু হওয়ার খবরে খুশি হয়েছেন। বালিকার কথায়, ‘মেহেরুন্নেসা উচ্চবিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও নিষ্ঠা লক্ষ করেছিলাম। বিষয়টি দেখে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক কর্তৃপক্ষ মেহেরুন্নেসা উচ্চবিদ্যালয়ে ইংরেজিমাধ্যম চালু করার সুপারিশ করেছিলেন। সাফল্য পাওয়ায় আমরা সকলে খুশি।’

জলপাইগুড়ি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের অধীন এই বিদ্যালয়টি ১৯৫০ সালে স্থাপিত হয়। এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ‘আমরা সরকারি সিদ্ধান্তে দারুণ খুশি। শিক্ষার প্রতি রাজ্য সরকারের আন্তরিকতা এর মাধ্যমে প্রমাণিত হল।’

পড়াশোনার জন্য কাজের খোঁজ

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : ভারতবর্ষের সংবিধান মতে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। তবে বাস্তবে খালি পেট কোনও নিয়মকানুন মানে না। ১৩ বছরের শুচিতা খড়িয়া যেন এর জ্বলন্ত উদাহরণ। সম্প্রতি স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণির পরীক্ষা দিয়েছে সে। তবে নতুন ক্লাসের বইয়ে মলাট দেওয়ার আনন্দের বদলে শুচিতার জীবনে বিষাদের ছায়া। পরীক্ষার শেষে খেলা ছেড়ে যে কোনও একটা কাজ খোঁজাই এখন লক্ষ্য এই কিশোরীর। রোজগার হলে তবেই আগামীদিনে পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে শুচিতা। তার মা নেই। তাই বাইরের

শুচিতা খড়িয়া।

কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে সংসারও সামলাতে হয় তাকে। এভাবেই ছোট্ট বয়স থেকে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে কামাখ্যাগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের এই ছাত্রী। পড়াশোনা চালিয়ে যেতে অবসর সময়ে এলাকায় কাজের সন্ধানে ঘুরছে শুচিতা। তবে মাত্র ১৩ বছর হওয়ায় অনেকেই তাকে কাজে নিতে চান না। আবার কেউ কেউ একপ্রকার তার পড়াশোনার কথা বিবেচনা করেই তাকে কাজে নিতে রাজি হন। এখন স্কুলের পরীক্ষা শেষ। তাই আলু চাষের এই মরশুমে শুচিতা এখন জমিতে আলু লাগানোর কাজ করছে। শুচিতার বাবা চুনদা খড়িয়া দিনমজুরের কাজ করেন। সংসারে অভাব তাদের নিত্যসঙ্গী। সংসার ও পড়াশোনার খরচ চালাতে যা কাজ পায় তাই করে। শুচিতা বলে, ‘আমাদের এই অভাবের সংসারে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার খরচ আমার বাবার পক্ষে দেওয়া সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই পড়ার ফাঁকে কাজ করি। তবে এভাবে কতদিন পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব জানি না। আমার বয়সি ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করে আর আমাকে সেইসময় কাজ খুঁজতে হয়।’

এছাড়া বাড়ির কাজেও হাত লাগায় শুচিতা। তার বাবা বলেন, ‘সংসার চালাতেই হিমসিম খেতে হয়। তাই মেয়ের পড়াশোনা চালানো আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। আমার মেয়ে যতটা সম্ভব নিজেই চেষ্টা করে পড়াশোনা করছে।’ সমাজসেবী হরিশংকর দেবনাথ বলেন, ‘শুচিতার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আগামীদিনে ওর যা প্রয়োজন তা দিয়ে সহযোগিতা করব। শুচিতার মতো মেয়েরা আমাদের সমাজে আলোর দিশা দেখাতে সক্ষম হবে।’

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিশেষ কোনও কাজে দূরে যেতে হতে পারে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমস্যায়। **বৃষ :** পুরোনো বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **মিথুন :** ব্যবসায় জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। ক্রীড়া ও সংগীত জগতের মানুষরা ভালো সুযোগ পাবেন। **কর্কট :** সাফল্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। নতুন অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। **সিংহ :** বিদেশে যাওয়ায় বাধা কাটবে। সন্তানের পরীক্ষার ফলে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। **কন্যা :** পরিবারের সঙ্গে আজ বেশ আনন্দে কাটবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। **তুলা :** সামান্য কারণে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য। পেটের অসুখে ভোগান্তি। **বৃশ্চিক :** ব্যবসায় মন্দাভাব চলবে। কোনও সম্পর্ক নিয়ে বেশ জটিলতা থাকবে। **ধনু :** অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সবার সমর্থন পাবেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **মকর :** শিক্ষার অগ্রগতি হবে। নতুন চাকরিতে যাওয়ার সুযোগ এলেই হাতছাড়া করবেন না। **কুম্ভ :** জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ পাবেন। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। **মীন :** অন্যের পারিবারিক বিষয়ে নাক গলাতে যাবে না। একাধিক উপায়ে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪, ১ পুহ, সংবৎ ২ পৌষ বদি, ১৪ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৬, অঃ ৪।৫১। মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া দিবা ১২।২৭ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ৩।৫। ব্রহ্মযোগ রাত্রি ১১।৫৩। গরকরণ দিবা ১২।২৭ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১২।১৫ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৯।৪ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৩।৫ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-চতুষ্পাদদোষ, দিবা ১২।২৭ গতে ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৩।৫ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১২।২৭ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৭।৩৬ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।১২ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩২ গতে ৮।১২ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং তৃতীয়ার সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ১১।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৪ গতে ৮।৩৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১২।১০ মধ্যে ও ১।৫৭ গতে ৩।৪৫ মধ্যে ও ৫।৩০ গতে ৬।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৪৪ মধ্যে।

e-TENDER
E-Tender is hereby invited from the eligible contractors as specified in the details N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/04/2024-25, Dt. 11/12/2024 (SI No: 01 & 02). For more information please visit : **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-I Development Block

PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given that my client Sri Ashok Agarwal, S/O. Sri Jagdish Prasad Agarwal, resident of Siliguri is interested to purchase three plots (part) of land measuring about 117.7 Decimals or about 70 (seventy) Kathas, comprised in R.S. Khatian Nos. 167/20 and 171, appertaining to R.S. Plot Nos. 474 (35 decimals), 476 (65 Decimals) and 477 (17.7 Decimals), Sheet No. 03 (three), situated at Gate Bazar, P/S. Bhorer Alo, Mouza- Mantadari, District- Jalpaiguri. Any person having any right, title, interest, claim or demand of any nature, is hereby required to make the same known in writing along with the documentary proof thereof, to the undersigned at Tarachand Sadan, 2nd Mile, Sevoke Road, District- Jalpaiguri within 14 (fourteen) days from the date of publication hereof, failing which the negotiations shall be completed, without any further reference to such claims and the claims if any, shall be deemed to have been given up or waived.
(CHANDER BHAN)
Advocate, Siliguri,(M)7908618050

UPCOMING
TECHNO INDIA GROUP PUBLIC SCHOOL
GANGARAMPUR
REQUIRES THE FOLLOWING

PRINCIPAL
As per CBSE norms 10-15 years as Principal / Vice-Principal in reputed schools (CBSE perferably)

Office Assistant cum Admission Counselor
Graduate in any discipline preferably in English. Proficiency in MS Office. Should have good communication skill.

TGT/PRT/PPRT TEACHERS
Qualification & Experience :
All Subjects, PG / Graduation, B.Ed. / D.El.ED/ Montessori trained with 3-4 years of experience. Outstanding subject teachers will be rewarded with dignifiled position & attractive emoluments and perks

Send Your CV
Rabindrapally, (Behind Susparsha Hospital), Gangarampur, Dakshin Dinajpur, Pin-733124 (W.B.)
tigps.gangarampur@gmail.com
9144400108 www.tigps.in

বিক্রয়
শিলিগুড়ি মিলনপল্লিতে ৩ রুমের নতুন ফ্ল্যাট গ্যারাজ সহ বিক্রয় হবে। 9531563023/ 9800862425. (C/114208)

কর্মখালি
নিজ এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম স্বাস্থ্যের কাজে আগ্রহী উদ্যমী পুরুষ ও মহিলাদের কাজের সুযোগ। M : 8240311982. (K)
•
সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont. M : 9647610774. (C/113948)
•
শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যার দোকানের জন্য শিক্ষিত কর্মঠ স্থানীয় যুবক চাই। M : 9641618231. (C/113949)
•
শিলিগুড়িতে ২ জনের সংসারের কাজের জন্য মহিলা ও কার ড্রাইভার চাই। থাকতে হবে। (M) 9434019915. (C/113950)
•
মার্কেটিং ও মাল ডেলিভারি করার জন্য ছেলে চাই, শিলিগুড়ির খালপাড়া। বেতন- 10000/- মাসে। (M) 81167 43501. (C/113950)

Tender Notice
Inviting the Tender of Bonafied contractor from Gourhand Gram Panchayat NIT No 04/GGP/2024-25, Date- 16/12/2024 Ref Memo No- 143/ GGP/2024-25 Date- 13/12/2024. for farthar Details please contact office of the undersigned.
Sd/-
Pradhan, Gourhand GP
Chanchal-II, Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৯০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

প্রয়াগরাজ জংশন স্টেশনে কুম্ভ মেলা স্পেশাল ট্রেনের সংশোধিত সময়সূচী

পরিচালনগত কারণে, প্রয়াগরাজ জংশন স্টেশনে নিম্নলিখিত কুম্ভ মেলা স্পেশাল ট্রেনগুলির থামার সময়ে সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত সময়সূচী নিম্নরূপ :—

ট্রেন নং ও নাম	সংশোধিত সময়সূচী পৌঃ	সংশোধিত সময়সূচী ছাঃ
০৩০২১ হাওড়া-টুণ্ডলা জংশন স্পেশাল	১০.১০ ঘ.	১০.১৫ ঘ.
০৩০২২ টুণ্ডলা জংশন-হাওড়া স্পেশাল	১৯.০০ ঘ.	১৯.০৫ ঘ.
০৩০২৩ হাওড়া-টুণ্ডলা জংশন স্পেশাল	১৮.৩০ ঘ.	১৮.৩৫ ঘ.
০৩০২৪ টুণ্ডলা জংশন-হাওড়া স্পেশাল	১৯.০০ ঘ.	১৯.০৫ ঘ.
০৩০২৫ হাওড়া-টুণ্ডলা জংশন স্পেশাল	২৩.১০ ঘ.	২৩.১৫ ঘ.
০৩০২৬ টুণ্ডলা জংশন-হাওড়া স্পেশাল	১৯.০০ ঘ.	১৯.০৫ ঘ.
০৩০২৯ হাওড়া-টুণ্ডলা জংশন স্পেশাল	১১.১০ ঘ.	১১.১৫ ঘ.
০৩০৩০ টুণ্ডলা জংশন-হাওড়া স্পেশাল	১০.১০ ঘ.	১০.১৫ ঘ.
০৩০৩১ হাওড়া-ভিন্ড স্পেশাল	১৮.৩০ ঘ.	১৮.৩৫ ঘ.
০৩০৩২ ভিন্ড-হাওড়া স্পেশাল	১০.১০ ঘ.	১০.১৫ ঘ.
০৩০৩৩ হাওড়া-ভিন্ড স্পেশাল	১৮.৩০ ঘ.	১৮.৩৫ ঘ.
০৩০৩৪ ভিন্ড-হাওড়া স্পেশাল	১০.৩০ ঘ.	১০.৩৫ ঘ.

অন্যান্য সকল নির্দেশ অপরিবর্তিত থাকবে।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রির অভিযোগ

চর্চায় ধূপগুড়ির জামে মসজিদ ● রেকর্ড না পেয়ে সরব ক্রেতারা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : ধূপগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে আট দশকের বেশি পুরোনো ধূপগুড়ি জামে মসজিদ। এই মসজিদের নামে থাকা ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রির অভিযোগ উঠল মসজিদের কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেই। ঘটনায় ধূপগুড়ি সহ আশপাশের এলাকার মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে যেমন ক্ষোভ ছড়িয়েছে, তেমনই কেনা জমির রেকর্ড না পেয়ে রীতিমতো বেকায়দায় পড়ছেন ক্রেতারা। ঘটনায় অভিযুক্ত জামে মসজিদের জমিদাতার পরিবারের লোকেরাই।

ধূপগুড়ি জামে মসজিদের মতো ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের জমি কীভাবে বিক্রি করে দেওয়া হল তা নিয়ে তদন্তের দাবিও উঠতে শুরু করেছে। জমি কিনে বেকায়দায় পড়া ১১ জন ক্রেতার মধ্যে ধূপগুড়ি ব্লকের ভেমটিয়ার বাসিন্দা মতিয়ার রহমান বলেন, 'দুই বছর ধরে বিএলএলআরও অফিস থেকে শুরু করে জেলা পর্যন্ত ঘুরেই চলেছি। আধিকারিকরা বলছেন এই জমি ওয়াকফের তাই রেকর্ড হবে না। যদি সেটাই হয় তাহলে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা হয়েছে। হয় আমাদের নামে জমির মালিকানা রেকর্ড করা হোক, না হয় আমাদের টাকা ফেরত দেওয়া হোক।'

২০২২-'২৩ সালের মাঝে কয়েক দফায় ১১ জন ক্রেতার কাছে রেজিস্ট্রি মারফত সাড়ে ছয় বিঘা জমি বিক্রি করেন ধূপগুড়ি জামে মসজিদের মতুয়ালি বা সভাপতি ফজলে করিম এবং সম্পাদক আতাউর রহমান। বিক্রি বাবদ পঞ্চাশ লক্ষের বেশি টাকা পায় কমিটি। সেই টাকা পুরোনো মসজিদ ভেঙে নতুন ছাদওয়ালা মসজিদ ভবন তৈরির কাজে লাগে বলে দাবি বিক্রেতা তথা কমিটির পদাধিকারীদের।

১৯৪৩ সালের ২৬ নভেম্বর রেজিস্ট্রি করে ধূপগুড়ি জামে মসজিদকে পাঁচশো একরের বেশি জমি দান করেন মৌলবি মেছুয়া মহম্মদ নামে এক ধনী জোতদার। ধূপগুড়ি ব্লকের পূর্ব আলতাগ্রাম, মধ্য বোরাগাড়ি, উত্তর বোরাগাড়ি এবং ফালাকাটা ব্লকের ঘাটপাড় সরুগাঁও- এই চার মৌজায় ছড়িয়ে থাকা বিপুল পরিমাণ জমি থেকে যা আয় আসবে তা ধূপগুড়ি জামে মসজিদের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং জনসেবায় কাজে লাগানোর কথাও দলিলে উল্লেখ করেন জমিদাতা। যদিও পরবর্তীতে সেই জমির বেশিরভাগই হাতছাড়া হয় মসজিদ কমিটির। যে দুজনের বিরুদ্ধে এই ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রির গুরুতর অভিযোগ তাঁদের মধ্যে মতুয়ালি বা সভাপতি ফজলে করিম সম্পর্কে জমিদাতা মেছুয়া মহম্মদের নাতি। গুরুতর এই অভিযোগ সম্পর্কে তাঁর সাফাই, 'টাকা না পেলে নতুন মসজিদ ভবন কীভাবে গড়ে উঠত? তাছাড়া জমিগুলো আমারই পূর্বপুরুষের দেওয়া। এখানে এক টাকাও নয়ছয় হয়নি।'

ধূপগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত জামে মসজিদ।

> দুই বছর ধরে বিএলএলআরও অফিস থেকে শুরু করে জেলা পর্যন্ত ঘুরেই চলেছি। আধিকারিকরা বলছেন, এই জমি ওয়াকফের তাই রেকর্ড হবে না। যদি সেটাই হয়, তাহলে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা হয়েছে। হয় আমাদের নামে জমির মালিকানা রেকর্ড করা হোক, না হয় আমাদের টাকা ফেরত দেওয়া হোক।
>
> **মতিয়ার রহমান**
> *ভেমটিয়ার বাসিন্দা*

প্রথমে এই জমি বিক্রিকে সঠিক বলে দাবি করলেও ঠাকুদার দান করা জমি তথা ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রি করা যায় না বলে তিনিও স্বীকার করেছেন। বিধিসম্মত প্রক্রিয়াতে মেয়াদি লিজের সুযোগ থাকলেও বিক্রির সুযোগ নেই। প্রায় পাঁচশো একরের জমির বেশিরভাগ হাতছাড়া হয়ে শেষপর্যন্ত পূর্ব আলতাগ্রামে ৩০ বিঘা এবং ফালাকাটা ব্লকে ৩০ বিঘা মিলে ৬০ বিঘার মতো সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল মসজিদের। তাতেও ছিল আধিয়ার বা বর্গাদারদের দখল। শেষপর্যন্ত পূর্ব আলতাগ্রামের ১৩ বিঘা জমি চিহ্নিত করে তার অর্ধেক আধিয়ারদের ছেড়ে দিয়ে বাকি অর্ধেক রেজিস্ট্রির মাধ্যমে বিক্রি করা হয়।

এই জমি বিক্রি নিয়ে নিজেদের ক্ষোভের কথা জানিয়ে ধূপগুড়ি আঞ্জুমান কমিটির সম্পাদক আমজাদ খান বলেন, 'নতুন করে মসজিদ গড়তে আমরা দান সংগ্রহ করতে রসিদ করার পক্ষে ছিলাম যা এরা দুজন করতে দেয়নি। তা সত্ত্বেও আমরা ২০ লক্ষের বেশি টাকা সংগ্রহ করে দিয়েছি। দরকারে আরও মানুষ দানে সম্মত ছিলেন। তবে মতুয়ালি এবং সম্পাদক আমাদের সবার কথা না শুনে গায়ের জোরে জমি বিক্রি করে দিল। এর পেছনে বড় অঙ্কের আর্থিক দুর্নীতি আছে বলেই আমাদের সন্দেহ।'

ধূপগুড়ির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান ঘিরে দুর্নীতি এবং সম্পত্তি বিক্রির গুরুতর অভিযোগ নিয়ে জল অনেক দূর গড়াবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট সকলে। প্রায় ১৬০০ বিঘা জমির মধ্যে অবশিষ্ট ৬০ বিঘা জমি রক্ষার বদলে কেন বিক্রি করতে হল সেই প্রশ্নের জবাব ক্রমেই জোরালো হচ্ছে।

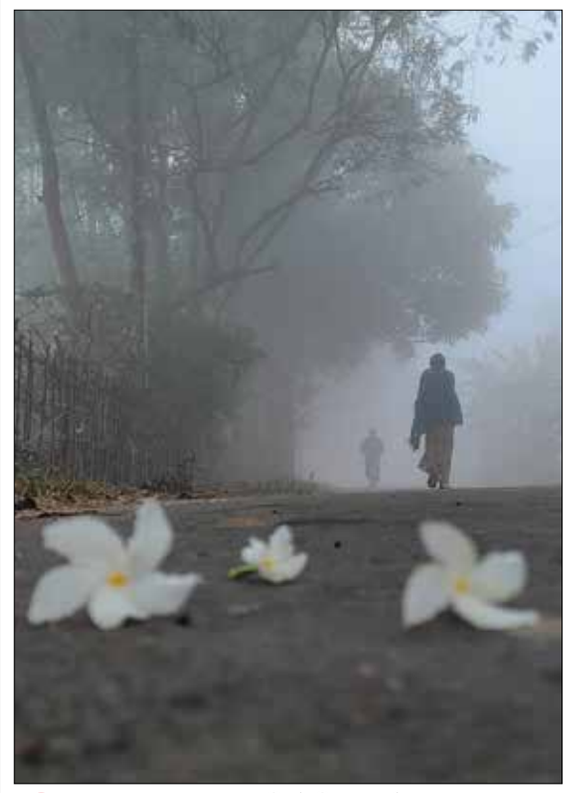

শীতসকাল।। *রাজগঞ্জের পানিকৌরিতে বর্ষা রায়ের ক্যামেরায়।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বেহাল রাস্তার জেরে বিপাকে পথচারীরা

রাকেশ রায়

হেলাপাকড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : উঠে গিয়েছে রাস্তার পিচ। কার্যত গোটা পথই এবড়োখেবড়ো। ভরে আছে খানাখন্দে। চলতে গিয়ে পদে পদে সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দা সহ পথচারীরা। এই বেহাল রাস্তার জন্য চরম অসুবিধায় তাঁদের দিন কাটছে। কিন্তু এ নিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। সবাই চোখ উলটে রয়েছেন। এমনই হাল ময়নাগুড়ি ব্লকের পদমতি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের হেলাপাকড়ি বাজার থেকে চিকার মোড় অবধি রাস্তাটির। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত পাঁচ বছর ধরে রাস্তাটির এমন বেহাল দশা চলছে। প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী, অ্যাম্বুল্যান্স সহ ছোট গাড়ির চালক ও কৃষকদের যাতায়াতে প্রবল সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা নারায়ণ রায় বলেন, 'রাস্তাটি এখন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বছরভর অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। বর্ষায় ভোগান্তি চরমে ওঠে। রাস্তাজুড়ে বড় বড় খানাখন্দ তৈরি হয়েছে। সেগুলি সামান্য বৃষ্টি হলেই জলে ভরে থাকে। কোথায় গর্ত আছে বোঝা যায় না। আন্দাজে পথ চলতে হয়। বেশিরভাগ সময়ে গর্তে পা পড়ে দুর্ঘটনাও ঘটে।' হেলাপাকড়ি থেকে চ্যাংরাবান্ধা যোগাযোগের মাধ্যম একমাত্র এই রাস্তা। এমনকি, মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল থেকে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে রাস্তাটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা সাধন সেন বলেন, 'দুর্ঘটনা এড়াতে রাস্তাটি দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন।' এ বিষয়ে পদমতি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জবা বর্মন বলেন, 'রাস্তাটির বেহাল দশা সম্পর্কে আমি অবহিত। দ্রুত সেটি মেরামতের কাজ শুরুর চেষ্টা চলছে।'

ডেঙ্গি সমীক্ষা

নাগরাকাটা, ১৬ ডিসেম্বর : সম্প্রতি ডেঙ্গির মশার ওপর এন্টোমলজিকাল সার্ভে হল ময়নাগুড়ির আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের চাপগড় ও চারেরবাড়ি নামে দুটি এলাকায়। যদিও সেখানে কোনও লার্ভার অস্তিত্ব মেলেনি। গত কয়েকদিন আগে ওই দুই এলাকা থেকে দুজন ডেঙ্গি আক্রান্তের সন্ধান মিলেছিল। তাই ওই সমীক্ষা করা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, সরকারি উদ্যোগে চিকিৎসার পর বর্তমানে সুস্থ আছেন ওই দুই আক্রান্ত ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে একজন পরিযায়ী শ্রমিক। তিনি জয়পুরে কাজ করতেন। সেখান থেকেই জ্বর নিয়ে ফেরেন। এলাকা দুটিতে ফিভার সার্ভেও করা হয়েছে। যদিও নতুন করে জ্বরে আক্রান্ত কাউকেই পাওয়া যায়নি। এন্টোমলজিকাল সার্ভেতে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের ভেক্টর বর্ন ডিজিজেস টেকনিকাল সুপারভাইজার (ভিবিডিটিএস) দীপ রায় সহ অন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা।

মোহিতনগর থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় চাষিদের

ফুল চাষে বিনিয়োগ ১০ কোটি

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপক হারে ফুল চাষ হওয়ায় গ্রামীণ জনজীবনে নতুন জোয়ার এসেছে। বন্ধুনগর, ময়নাগুড়ি, মোহিতনগর, বেরুবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় ফুল চাষ শুরু হয়েছে। বিশেষত বিভিন্ন প্রজাতির বড় আকারের গোলাপ, গাঁদা, গ্ল্যাডিওলাস, রজনীগন্ধা, জারবেরা, চন্দ্রমল্লিকা ফুলের চাষ বেড়েছে। এছাড়া অর্কিড চাষেও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে চাষিদের।

ইতিমধ্যে হর্টিকালচার দপ্তর পিপিপি মডেলে অর্কিড চাষের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করেছে মোহিতনগরে। উত্তর-পূর্ব অঞ্চল থেকে মোহিতনগরে বিভিন্ন প্রজাতির ফুল এবং অর্কিডের চারা আনা হয়েছে। এইসব চারার গুণগতমান যথেষ্ট ভালো।

এ ব্যাপারে রাজ্যের হর্টিকালচার দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সুব্রত গুপ্ত বলেন, 'প্রাথমিকভাবে যে সাফল্য পাওয়া গিয়েছে তাতে আমরা অভিভূত। প্রতি বছর মোহিতনগরে হর্টিকালচার মেলা করা হবে।' তিনি আরও জানান, স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে অর্কিড এবং ফুলের চারা বিতরণ করা হবে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সবরকম সহায়তা করবে চাষিদের। তাছাড়া মোহিতনগরে ফুলের চারা এবং অর্কিডের চারা দ্রুত বাড়ছে। এখানকার মাটি ফুল চাষ এবং অর্কিডের ক্ষেত্রে আদর্শ।

বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের চাষ। সোমবার মোহিতনগরে।

সবরকম ফুল চাষের জন্য দশ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি হর্টিকালচার দপ্তর চাষিদের অনুদান দিচ্ছে। চাষের ক্ষেত্রে অনুকূল আবহাওয়া তৈরির জন্য পলিহাউস তৈরি হয়েছে। বেরুবাড়ির গ্ল্যাডিওলাসের দাম গড়ে ১৫ থেকে ২০ টাকা। ময়নাগুড়িতে বিভিন্ন রংয়ের গাঁদা ফুলপ্রেমীদের সহজেই আকৃষ্ট করছে।

শুধু জলপাইগুড়ি নয়, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিং জেলা থেকে চাষিরা মোহিতনগরে এসে অভিজ্ঞ ফুলচাষি এবং অর্কিডচাষিদের থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজ নিজ এলাকায় চাষিরা চাষ করবেন বলে চাষি শ্যামল বসুনিয়া জানালেন। শ্যামলের কথায়, 'আমাদের কাছে এটা নতুন সুযোগ। এই সুযোগকে কাজে লাগাতেই হবে। কাজে লাগাতে পারলে আমরা স্বনির্ভর হওয়ার রাস্তা খুঁজে পাব সহজেই।' মোহিতনগরে দেশ ও বিদেশের অর্কিড চাষ করে ইতিমধ্যে এক কোটি টাকার উপরে ব্যবসা করেছেন চাষিরা।

'বিডিও-কে না পাওয়া গেলে বিক্ষোভ হত'

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ১৬ ডিসেম্বর : রাজগঞ্জ ব্লকের বিডিওকে তাঁর কার্যালয়ে এসে দেখাই যায় না এমন অভিযোগ উঠেছিল বিভিন্ন মহলে। সেই অভিযোগ নিয়ে সোমবার প্রতিবেদকের প্রশ্নের সরাসরি প্রতিক্রিয়া দিলেন বিডিও প্রশান্ত বর্মন। বললেন, 'আমাকে যদি নাই পাওয়া যায় তাহলে কী করে জেলাতে রাজগঞ্জ ব্লক সব প্রকল্পে এক নম্বর হয়েছে? বিডিওকে না পাওয়া গেলে তো জনবিক্ষোভ হত।'

তিনি আরও বলেন, 'বিডিও হলেও সে তো একজন রক্তমাংসের মানুষ। তার শরীরও তো খারাপ হতে পারে।' তিনি স্বীকার করেন, অসুস্থতার কারণে ক'দিন অফিসে আসা হয়নি। সেজন্য ব্লকের কোনও কাজ আটকে ছিল না। প্রয়োজনে সময়ের অতিরিক্ত অফিসের কাজ করেছেন বলে বিডিও জানান। তাঁকে হেয় করতে এরকম বদনাম রটানো হচ্ছে বলে তাঁর দাবি।

এদিন আগের মেজাজেই এলাকার অফিস-স্কুল পরিদর্শনে বের হয়ে গেলেন তিনি। খোঁজ নিলেন আবাস দুর্নীতিরও। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাচ্ছেন কি না সরাসরি জানতে চাইলেন উপভোক্তার কাছে। এছাড়া এদিন মিনিস্ট্রি অফ মাইক্রো স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস (এমএসএমই)-এর একটি শিবির চলছিল। সেখানেও যান তিনি। সঙ্গে ছিলেন জয়েন্ট বিডিও। শিবির ঘুরে তিনি জানান, রাজ্য সরকারের জনপ্রিয় প্রকল্পগুলো অনেকের কাছে সরাসরি পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু কিছু প্রকল্প সম্পর্কে কেউ কেউ এখনও সচেতন নন। সেজন্য এই শিবিরে নাম রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে।

বিদায় সংবর্ধনা

নাগরাকাটা, ১৬ ডিসেম্বর : প্রাথমিকের পছন্দের শিক্ষককে হাসিমুখে বিদায় জানাল পশ্চিম খয়েরকাটা শ্রীদামচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়। শ্যামদুলাল রায় নামে ওই শিক্ষক ২০১২ সাল থেকে ওই স্কুলে ছিলেন। সম্প্রতি তিনি উচ্চপ্রাথমিকে সুযোগ পেয়ে ময়নাগুড়ির সুভাষনগর হাইস্কুলে যোগ দিতে চলেছেন। তাই তাঁকে এদিন বিদায়ি সংবর্ধনা জানাল তাঁর পুরোনো স্কুল। ছাত্রদরদি ওই শিক্ষককে বিদায় জানাতে অনুষ্ঠানে ছিলেন আংরাভাসা-২ পঞ্চায়েতের প্রধান আশা ছেত্রী প্রমুখ।

পাট্টার বিরোধিতায় বিক্ষোভ মেটেলিতে

মেটেলি, ১৬ ডিসেম্বর : জমির মালিকানার অধিকার প্রদানের দাবিতে মেটেলি ব্লকের সামসিং চা বাগানের ভানু মোড়ে সোমবার বিক্ষোভ দেখালেন বাসিন্দারা।

কিছুদিন আগে সামসিং চা বাগানে সরকারি পাট্টা প্রদানের জন্য এলাকার জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। এরপরে ওই পাট্টা না নেওয়ার দাবিতে বাগানের কিছু বাসিন্দা আন্দোলনে শামিল হন।

রবিবার সন্ধ্যায় জমির মালিকানার অধিকার প্রদানের দাবিতে বাগানে মিছিলও করা হয়। সোমবার বাগানে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মীদের সরকারি পাট্টা দেওয়ার জন্য সার্ভে করতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সার্ভে দল যায়নি।

সামসিং চা বাগানের বিজেপি নেতা তথা বাসিন্দা সুভাষ সার্কি বলেন, 'জমির পাট্টা নয়, জমির মালিকানার অধিকার দিতে হবে। সরকারি যে পাট্টা দেওয়া হচ্ছে তা কী পাট্টা জানি না। অনেকের ৫ ডেসিমালের বেশি জমি আছে। ওই পাট্টা হস্তান্তরও করা যাবে না।'

এবিষয়ে জেলা পরিষদ সদস্যা তথা তৃণমূলের মাটিয়ালি ব্লক সভানেত্রী স্মোমিতা কালান্দি বলেন, 'এর আগে সামসিং চা বাগানে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মীরা গিয়ে পাট্টার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করেছেন। বাগানের কিছু বিজেপি নেতা জনগণকে পাট্টার বিষয়ে ভুল বুঝিয়ে তাঁদের বিভ্রান্ত করছেন। এর আগেও বহু জায়গায় পাট্টার বিরোধিতায় আন্দোলন হয়েছিল। কিন্তু পরে জনগণ বুঝতে পেরে সেই পাট্টা নিয়েছেন। আশা করছি সামসিং চা বাগানেও সকলেই পাট্টা নেবেন।'

কিছুদিন আগে সামসিং চা বাগানের জনগণকে নিয়ে পাট্টার বিষয়ে সচেতনতা শিবির করা হয়েছিল। এখন কিছু মানুষ বিরোধিতা করছেন। প্রয়োজনে আবার সকলকে নিয়ে সচেতনতা শিবির করা হবে বলে জানান মাটিয়ালি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সন্তোষ লোহরা।

ব্রিজের দাবিতে স্মারকলিপি

বানারহাট, ১৬ ডিসেম্বর : বানারহাট ব্লকের চামুর্চি চা বাগান এলাকার যোগাযোগের একমাত্র ব্রিজ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ভাঙা। এই অবস্থায় ব্রিজ তৈরির দাবিতে বানারহাট বিডিও অফিসে সোমবার স্মারকলিপি দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বাসিন্দা নুর হুসেইন জানান, চামুর্চি বাগান থেকে চামুর্চি প্রধান রাস্তায় যেতে একমাত্র মাধ্যম ছিল এই ব্রিজ। এর ওপর নির্ভরশীল প্রায় ২০০০ বাসিন্দা। ব্রিজ না থাকায় প্রায় ৪ কিমি ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়। তাঁর কথায়, 'এই ব্রিজ না থাকায় আমরা একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছি। প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ নেই ব্রিজ মেরামত করার। এজন্য বানারহাট ব্লকের বিডিওকে একটি স্মারকলিপি দিয়েছি। আদৌ কোনও কাজ হবে কি না জানা নেই।'

এ ব্যাপারে বানারহাট ব্লকের বিডিও নিরঞ্জন বর্মন বলেন, 'ওই এলাকায় ব্রিজের দরকার রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা স্মারকলিপি দিয়েছেন। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।'

সেতু কবে, প্রশ্ন আনন্দপুরে

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৬ ডিসেম্বর : দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে ক্রান্তি ব্লকের আনন্দপুর চা বাগানে ফুলঝোরা নদী পারাপারে ভগ্নপ্রায় কাঠের সেতু ব্যবহার করছেন গ্রামবাসীরা। অনেক আবেদন-নিবেদনের পরেও স্থায়ী সেতু হয়নি। বছরখানেক আগে সেতু নির্মাণের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজ হয়েও সেটা বাতিল হয়ে যায়। তারপর থেকে স্থায়ী সেতুর অপেক্ষা করেই যাচ্ছেন এলাকাবাসী।

ক্ষুব্ধ বাসিন্দা বিশাল রাইয়ের অভিযোগ, 'স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় খুবই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।' প্রশাসন দ্রুত সেতুটি নির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণ করুক, চাইছেন বিশাল।

ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় অবশ্য আশার কথা শোনালেন। তিনি বলেন, 'জেলা পরিষদের মাধ্যমে নতুন করে টেন্ডার করা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে।' রাজাডাঙ্গার কৈলাসপুর, দেবীপুর, বারোঘরিয়া, বেতগুড়ি গ্রাম ছাড়াও আশপাশের আরও কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাঠের সেতু দিয়ে নদী পারাপার করেন। শীতকালে নদীতে সেভাবে জল না থাকলেও বর্ষার দিনে নদী ভরে যায়। ২০-২৫ বছর আগে কাঠের সেতুটি নির্মাণ করা হলেও পরবর্তীতে সেটি আর সংস্কার করা হয়নি। সে কারণে সেতুর কাঠের পাটাতনগুলোর অবস্থা খুবই দুর্বল।

আনন্দপুরে কাঠের সেতুর ওপর দিয়ে নদী পারাপার।

স্থানীয় কৌশল ওরাওঁয়ের বক্তব্য, 'এর আগে বহুবার স্থায়ী সেতুর বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের কাছে দাবি জানিয়েও খুব একটা লাভ হয়নি। নদীতে সারাবছরই কমবেশি জল থাকে। কাঠের সেতুটির দু'পাশে রেলিং না থাকায় সেতু থেকে নীচে পড়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। এর আগে ছোটখাটো দুর্ঘটনাও ঘটেছে।'

স্থানীয় গোপাল শর্মার কথায়, 'দৈনন্দিন বাজারঘাট থেকে সব কাজেই নদী পারাপার করে যাতায়াত করতে হয়।' একই বক্তব্য টুনটুন মৌরিয়া, কিরণ চিকবড়াইকদেরও। রাজাডাঙ্গা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মিন্টু রায় জানালেন, তাঁরা সমস্যার বিষয়ে ওয়াকিবহাল। দ্রুত টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজ শেষ করে গ্রামবাসীর সমস্যা মিটতে চলেছে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

বাগানে গেট মিটিং

চালসা, ১৬ ডিসেম্বর : চা শ্রমিকদের কাজের পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রের মাধ্যমে কাজে যুক্ত শ্রমিকদের যথোপযুক্ত মজুরি দেওয়া, শ্রমিকদের কলম ছুরি, কোদাল সহ কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী দেওয়া, শীতের মরশুমে বাগান পরিচর্যা সহ অন্যান্য কাজে যুক্ত শ্রমিকদের যথোপযুক্ত মজুরি দেওয়া, কাজের সময় বৃদ্ধি না করা সহ একাধিক দাবিতে গেট মিটিংয়ে শামিল হল চা বাগান মজদুর ইউনিয়ন। সোমবার সকালে সংগঠনের তরফে মেটেলি ব্লকের বাতাবাড়ি চা বাগানে ওই গেট মিটিং করা হয়। গেট মিটিংয়ের পর সংগঠনের তরফে একটি দাবিপত্র বাগান ম্যানেজারকেও দেওয়া হয়।

এদিন সকালে বাগানের ফ্যাক্টরির গেটের সামনে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলে গেট মিটিং। গেট মিটিংয়ের পর শ্রমিকরা ফের কাজে যোগ দেন। চুক্তি অনুযায়ী বাগান কর্তৃপক্ষ যাতে শ্রমিকদের যাবতীয় সুযোগসুবিধা দেয় সেই দাবি জানানো হয়। এদিনের গেট মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর আলম, মেটেলি ব্লক রিজিওনাল সম্পাদক কর্নেবাহাদুর লামা, বাগান ইউনিট কমিটির সম্পাদক সীতালাল ওরাওঁ, শংকর বিশ্বাস সহ অন্যরা।

আল-আমীন মিশন
খলতপুর, হাওড়া
আবাসিক/ অনাবাসিক
শিক্ষক-শিক্ষিকা চাই
মিশনের বিভিন্ন শাখার জন্য বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জীববিদ্যা, কম্পিউটার (বি.সি.এ./ এম.সি.এ.) ও শারীরশিক্ষা (বি.পি.এড.) বিষয়ে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষিকা চাই। ১০ দিনের মধ্যে দরখাস্ত জমা দিন অথবা ই-মেল করুন নীচের ঠিকানায়।
আল-আমীন মিশন
৫৩বিইলিয়ট রোড, কলকাতা ১৬
e-mail: alameen.mission24@gmail.com

সংকটে রাজবাড়ির জমিতে তৈরি গৌরীহাট

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : রাজা প্রসন্নদেব রায়কতের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির জমিতে তৈরি মোহিতনগর সংলগ্ন গৌরীহাটের অস্তিত্ব সংকটের মুখে।

গৌরীহাটে প্রায় ১০ একর জমির উপর হাট তৈরি করা হয়েছিল। রাজপরিবারের সদস্যরা প্রধানত জলপাইগুড়ি শহর এবং সংলগ্ন এলাকার চাষিদের কৃষিজ পণ্য বিপণনের উদ্দেশ্যে এই হাটটি তৈরি করেন। গৌরীহাট, বেলাকোবা, পাদ্রীকুঠি, বারোপাটিয়া-নতুনবস, রায়পুর বস্তির চাষিদের স্বার্থে হাটটি নির্মিত হয়। কিন্তু এখন জবরদখলের জেরে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে চাষিরা হাটের জমিতে কৃষিজ পণ্য বিপণন করতে না পেরে গৌরীহাটের সামনে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির কর্মব্যস্ত রাস্তায় বসে ব্যবসা করতে বাধ্য হচ্ছেন।

গৌরীহাটে আসা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বংশীধর রায়ের বয়স প্রায় ৭৫ ছুঁইছুঁই। তিনি বলেন, 'আমরা শুনেছি গৌরীহাট এই তল্লাটের অন্যতম বৃহৎ হাট ছিল। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের পরিচালনাধীন এই হাটটি এখন ধুঁকছে।' তাছাড়া হাটের জমি দখল হয়ে গেলে কৃষিজ পণ্য বিপণন হবে কী করে বলে প্রশ্ন তোলেন রায়পুর বস্তির মানুষের পক্ষে ওই এলাকার প্রধান মিরু হেমব্রম।

গৌরীহাটের বর্তমান হাল এমনই। সোমবার জলপাইগুড়িতে।

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি পদে দুলাল দেবনাথ আসীন থাকাকালীন সময়ে হাটটি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। হাটের জমিতে জবরদখলকৃত জায়গায় পাকাপোক্ত ঘরবাড়ি এবং দোকানপাট হয়েছে। এই জমিতে বড় ব্যবসায়ীরা বেআইনিভাবে ব্যবসা করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তার ওপর রাস্তার ধার দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করে। দুই বছর আগে গাড়ি চলাচলের সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে এবং দুজনের মৃত্যু হয়। উত্তেজিত জনতা বাসে আগুন ধরিয়ে দেন। এই সমস্যার সমাধান আজও হয়নি। যে কোনও সময় বড় বিপদ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এ ব্যাপারে জেলা পরিষদের এক সদস্য জানালেন, বামফ্রন্টের আমলেই গৌরীহাটের জমি একের পর এক দখল হয়েছে। নজর দেওয়া হয়নি। বর্তমান সরকারের পরিচালনাধীন জেলা পরিষদ হাটটির সংস্কার এবং প্রসারে উদ্যোগী হয়েছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর, গৌরীহাটের জমি বেআইনিভাবে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে কেনাবেচা হয়েছে। এই বেআইনি কাজের পরিণতির ফল হাটের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়া। এই বেআইনি কেনাবেচার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলেই অনেকের মত।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়িনী হলেন
জয়পুর-এর এক বাসিন্দা

19.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92B 21105 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারির একটি আকর্ষণীয় স্কিম রয়েছে, যা আমাদের বড় অঙ্কের খরচ না করিয়েই একজন কোটিপতি করে তোলে। ডিয়ার লটারি সম্পর্কে জানা সবার জন্য উপযুক্ত হবে, কারণ এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে খুব সহজেই একজন কোটিপতি হতে পারি। এই রকম একটি চমৎকার সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার সমস্ত প্রশংসা জানাই।"

রাজস্থান, জয়পুর - এর একজন বাসিন্দা পুষ্পা দেবী জৈন - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

লাল-নীল-সবুজের মেলা বসেছে...

গজলডোবায় সোমবার। ছবি : মানসী দেব সরকার

স্কুলের প্রধান বাছতে কাউন্সেলিং

শুভজিৎ দত্ত ও অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : সোমবার থেকে জলপাইগুড়ি জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিং শুরু হল। ১১ বছর পর ওই পদে নিয়োগ হতে চলেছে। সিনিয়ারিটির ভিত্তিতে তৈরি করা প্যানেল থেকে আবেদনকারী সহ শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষক হিসেবে পছন্দের স্কুল বেছে নিচ্ছেন। এদিন দুই ধাপে অনুষ্ঠিত কাউন্সেলিংয়ে অংশ নেন ধূপগুড়ি ৪ নম্বর, রাজগঞ্জ, ধূপগুড়ি ৩ নম্বর, ধূপগুড়ি, ধূপগুড়ি পশ্চিম ও সদর পূর্ব সার্কেলের শিক্ষকরা। সবমিলিয়ে ২৭৪টি স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি এদিন পাকা হয়ে গিয়েছে।

আবেদনকারীরা প্রথম চাকরিতে ঢোকার সময় যে মাধ্যমের জন্য প্যানেলভুক্ত হয়েছিলেন, সেই মাধ্যমের স্কুলেই তাঁদের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হচ্ছে। জেলার ১৮টি সার্কেলের কাউন্সেলিং শেষ হওয়ার পর ২০ ডিসেম্বর সবার হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের কার্যালয় নুর মঞ্জিল ভবনে প্রথমদিনের কাউন্সেলিং ঘিরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল যথেষ্ট আঁটোসাঁটো। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) শ্যামলচন্দ্র রায় বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে কাউন্সেলিং পর্ব শুরু হয়েছে।

জলপাইগুড়িতে শেষবারের জন্য প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল ২০১৩ সালে। এরপর বহু প্রধান শিক্ষক অবসর নিলেও সেই পদ পূরণ হয়নি। টিআইসিদের মাধ্যমে স্কুলগুলি চলছে। ১২০৯টি স্কুলের মধ্যে ৮৯৩টি স্কুলেই প্রধান শিক্ষকের পদ ফাঁকা। সেটা পূরণ করার কাজই এদিন থেকে শুরু হল। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছে শিক্ষক সংগঠনগুলি। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য দীপঙ্কর বিশ্বাস বলেন, 'এর ফলে স্কুলগুলি স্থায়ী অভিভাবক পাওয়ায় শিক্ষা সংক্রান্ত কাজের গতি আরও বাড়বে।' এবিপিটিএ'র জেলা সম্পাদক বিপ্লব ঝা বলছেন, 'এটা আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল।'

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সামনে শিক্ষকরা। সোমবার সকালে।

প্রধান শিক্ষকের সবচেয়ে বেশি শূন্যপদ রয়েছে নাগরাকাটা ও মেটেলি এই দুই ব্লক মিলে গঠিত মেটেলি সার্কেলে। সেখানে ৭৯টি স্কুল প্রধান শিক্ষক পাবে। এরপরই রয়েছে সদর পশ্চিম সার্কেল। সেখানে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হবে ৬৬টি স্কুলে।

মঙ্গলবার কাউন্সেলিং হবে মাল দক্ষিণ, ময়নাগুড়ি চার নম্বর, ময়নাগুড়ি উত্তর, ময়নাগুড়ি, ময়নাগুড়ি দক্ষিণ ও সদর পশ্চিম সার্কেলের।

পানীয় জলের সমস্যায় মেলাবস্তি

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ১৬ ডিসেম্বর : মোরাঘাট বনাঞ্চল লাগোয়া শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মেলাবস্তি এলাকায় সরকারি উদ্যোগে কোনওরকমের পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। জলের জন্য বাসিন্দাদের ভরসা বলতে দু'-চারটি পরিবারের নিজেদের উদ্যোগে মিলিতভাবে বসানো নলকূপ। যদিও গ্রীষ্মকালে জলস্তর নীচে নেমে যাওয়ায় সেখান দিয়ে জল ওঠে না। এছাড়া সেই নলকূপের অধিকাংশ বিকল হয়ে পড়ায় সমস্যা বেড়েছে ওই এলাকার বাসিন্দাদের। স্থানীয় বাসিন্দা রবিন খেরোয়ার বলেন, 'গ্রীষ্মের সময় কল পাম্প করেও মেলে না জল। প্রশাসন জলের ব্যবস্থা না করলে আমাদের পাঁচ কিমি দূরে অন্যত্র গিয়ে জল নিয়ে আসতে হয়।' মেলাবস্তি এলাকায় মোট ৯১ পরিবারের বাস। তাঁদের অভিযোগ, বহুবার প্রশাসনকে নিজেদের এই সমস্যার কথা জানালেও কোনও লাভ হয়নি। মিলেছে শুধু আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি। দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবিতে সরব হয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ফাগু ওরাওঁয়ের কথায়, 'এলাকাটি জঙ্গল ঘেরা হওয়ায় এমনিতেই বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তার ওপর জলের সমস্যা এলাকাবাসীর একটি বড় মাথাব্যথার কারণ। সরকারি উদ্যোগে পানীয় জলের ব্যবস্থা হলে বাসিন্দারা অনেক উপকৃত হবেন।' এব্যাপারে তিনি যে বহুবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছেন সেকথাও জানান। এবিষয়ে শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নবীন রায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, সম্প্রতি বিডিও অফিসে পিএইচই দপ্তরের আধিকারিকদের তাঁরা জলের সমস্যা নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন। সেখান থেকে তাঁদের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি পিএইচই দপ্তরের সহকারী বাস্তুকার অশোককুমার দাস সমস্যাটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

এই শালবাড়ি এক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্বাধীনতার পর থেকেই সরকারি উদ্যোগে কোনও পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল না। পাঁচ বছর আগে পিএইচই'র পক্ষ থেকে এখানে দুটি রিজার্ভার নির্মাণ করে জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হয়। তবে এখনও বিভিন্ন এলাকায় ঠিকমতো পানীয় জল পৌঁছায়নি। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই মেলাবস্তি, যেখানে এখনও কোনও পাইপলাইনের কাজ হয়নি। স্থানীয় রামদয়াল ওরাওঁয়ের আক্ষেপ, 'কতদিন ধরে শুনেছি সরকারের তরফে নাকি সব জায়গায় বাড়ি বাড়ি জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের এখানে তো এসব নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য দেখি না।'

বেহাল নলকূপ।

আগাম জামিন নাকচ, উধাও রঞ্জিত

মালবাজার ১৬ ডিসেম্বর : প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা মামলায় অভিযুক্ত মাল পুরসভার কর্মী রঞ্জিত দাস পলাতক। ওই মামলার সঙ্গে যুক্ত খালপাড়া আউটপোস্টের এএসআই কালাচাঁদ সিংহ বলেন, 'দার্জিলিং জেলা জজ কোর্টে রঞ্জিতের করা আগাম জামিনের মামলা বিচারক খারিজ করে দিয়েছেন। তাঁর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। আমরা খোঁজখবর রাখছি মাল থানার সঙ্গে।'

চাকরি দেওয়ার নাম করে রঞ্জিতের প্রতারণার ফাঁদে পড়েন শিলিগুড়ির খালপাড়া নিবাসী শিবাজি প্রসাদ। চাকরির জন্য ২ লক্ষ টাকা নেন রঞ্জিত। ভুয়ো সরকারি ওয়েবসাইট এবং ভুয়ো নিয়োগপত্র তৈরি করেন। পরবর্তীতে শিবাজির করা অভিযোগে খালপাড়া থানার পুলিশ নড়েচড়ে বসে। পরবর্তীতে তাঁর খোঁজে পুলিশ মালবাজারে আসে। কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায়নি। সেই সময় তিনি আগাম জামিনের জন্য আবেদন করেন। সেই আগাম জামিন নাকচ হয়।

মাল থানার এসআই সুমিত মোক্তান বলেন, 'রঞ্জিত বাড়িতে নেই। খোঁজখবর রাখছি। কোনও খবর পেলে খালপাড়া আউটপোস্টকে সহযোগিতা করব।'

পথনাটক

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : সিপিএমের জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলন উপলক্ষ্যে সোমবার শিরীষতলাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে পথনাটক, নাচ, গান ও আবৃত্তি করা হয়েছে। আগামী ২১ ও ২২ ডিসেম্বর সিপিএমের জেলা সম্মেলন।

একই রাস্তার দু'বার শিলান্যাসের অভিযোগ

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ ১৬ ডিসেম্বর : রাস্তার শিলান্যাস নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে রাজগঞ্জ ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতে। সোমবার দুপুরে কালীনগরের ঠাকুরবাড়ি এলাকায় একটি রাস্তার শিলান্যাস করেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। এনিয়ে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য রিঙ্কু রায় ঘরামির অভিযোগ, তিনদিন আগেই এলাকার এক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে দিয়ে এই রাস্তার শিলান্যাস হয়। কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। তাহলে আবার শিলান্যাস কেন? এছাড়াও এদিনের

রাজগঞ্জ

শিলান্যাসের ব্যাপারে তাঁকে কিছু জানানো হয়নি বলে তিনি জানান।

রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় ৯ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকায় করে ৩০০ মিটার সিসি রোড বানানো হবে। এদিন শিলান্যাস প্রসঙ্গে খগেশ্বর বলেন, 'আমি এলাকার বিধায়ক হিসেবে অতিথি হয়ে শিলান্যাসে গিয়েছি। কাজগুলো পঞ্চায়েত এবং জেলা পরিষদের মাধ্যমে হচ্ছে। আমার মাধ্যমে নয়।' এই প্রসঙ্গে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমিত দত্ত এবং পঞ্চায়েত সদস্যাকে জানানো হয়েছে বলে দাবি করেন।

বিজেপির রাজগঞ্জ দক্ষিণ মণ্ডল কমিটির সভাপতি সুশান্ত রায় বলেন, 'একটি কাজের কতবার শিলান্যাস হয়? একই কাজের শিলান্যাস কয়েকদিন আগে এলাকার একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি করেছেন। রাস্তার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। বিধায়ক এবং অন্যরা এখানে আসছেন ছবি তুলে প্রচার করার জন্য।'

যদিও অভিযোগের ধার ধারছে না তৃণমূল কংগ্রেস। দলের রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'বিজেপি কোনও কাজ করতে পারে না। তাদের বিধায়ক-সাংসদরা রয়েছেন,

> **আবার কেন**
>
> ■ তিনদিন আগেই এলাকার এক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে দিয়ে এই রাস্তার শিলান্যাস হয়
>
> ■ কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে
>
> ■ তাহলে আবার শিলান্যাস কেন

কিন্তু এলাকার কোনও উন্নয়ন করতে পারেননি। তাই রাজ্য সরকার কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করতে গেলে তাদের হিংসা হয়। উলটোপালটা কথা বলে।'

সোমবার ওই রাস্তার শিলান্যাস ছাড়াও সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের চেকরমারি এলাকায় একটি সেতুর শিলান্যাসও করেন খগেশ্বর। ২৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দে জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সেতুটি হবে।

দুটি অনুষ্ঠানেই উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালী দে সরকার, জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ রণবীর মজুমদার, মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমিত দত্ত প্রমুখ।

দোকানে চুরির চেষ্টা

বানারহাট, ১৬ ডিসেম্বর : বানারহাট বিডিও অফিসের ঠিক পাশেই একটি মোবাইল ফোনের দোকানের পাকা দেওয়ালে গর্ত করে চুরি চেষ্টার ঘটনা ঘটল। রবিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ বানারহাট চামুর্চি মোড় এলাকার ওই দোকানে দেওয়াল ফুটো করার শব্দ শুনে অন্য ব্যবসায়ীরা সেখানে আসতেই পালিয়ে যায় চোর। স্থানীয়রা জানান, কিছুদিন আগে চামুর্চি মোড় সংলগ্ন আরেকটি মোবাইল ফোনের দোকানে ঠিক একই কায়দায় চুরির চেষ্টা চালিয়েছিল চোরের দল। ঘটনাস্থলের পাশেই বিডিও অফিস এবং কাছাকাছি রয়েছে বানারহাট থানা। পরপর এমন ঘটনায় এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সংশ্লিষ্ট দোকানের মালিক প্রেম প্রধান বলেন, 'রাত ১০টা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যাই। পরে পাশের দোকান থেকে ফোন করে জানায়, আমার দোকানের দেওয়ালে গর্ত করে চুরির চেষ্টা হয়েছে। এসে দেখি স্থানীয়দের তৎপরতায় কোনও জিনিস নিতে পারেনি চোর।' রাতে এলাকায় অতিরিক্ত টহলদারির ব্যবস্থা করছে পুলিশ।

স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : নিজেদের ছয় দফা দাবি নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতির কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল এসএসকে এমএসকে টিচার অ্যান্ড এস সমন্বয় সমিতির সদস্যরা। তাঁদের দাবি, প্রাথমিক স্কুলের সমান সব কাজ করলেও পর্যাপ্ত সাম্মানিক তাঁরা পান না। সোমবার নিজেদের দাবি পূরণের লক্ষ্যে বেশ কিছুক্ষণ স্লোগানও দেন তাঁরা। নাগরাকাটা ব্লকের লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েতের এসএসকে কেন্দ্র থেকে আসা তনুশ্রী গুহ বলেন, 'আমরা ড্রপ আউট বাচ্চাদের স্কুলমুখী করা থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজ করি। একটি প্রাথমিক স্কুলে যত ধরনের কাজ থাকে সেসব কিছু করলেও অনেক ধরনের সুযোগসুবিধা থেকে আমরা বঞ্চিত। তাই এদিন বাধ্য হয়ে আমরা স্মারকলিপি দিলাম।'

কল্পতরু উৎসব

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : ১ জানুয়ারি মর্যাদার সঙ্গে কল্পতরু উৎসব পালন করা হবে। জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে। সেদিন হোমযজ্ঞ এবং পুজোর পাশাপাশি আলোচনাও হবে। জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী শিবপ্রেমানন্দ মহারাজ এই সংবাদ দিয়েছেন।

৭টি ব্লকে কৃষকদের জন্য ২০ কোটি

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলার ৭টি প্রশাসনিক ব্লকের চাষিদের আধুনিক কৃষি উপকরণ ব্যবহার করার জন্য ২০ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে। সেই টাকায় জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, বানারহাট, মেটেলি এবং নাগরাকাটা ব্লকের চাষিরা ভরতুকি পাবেন। উত্তরবঙ্গের কৃষি দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর এমএস সাহা এমনটাই জানান। তিনি আরও জানান, আলু পরিবহণের সমস্যা সমাধানে চাষিদের ট্রাক দেওয়া হচ্ছে। তেমনি আলু উত্তোলনের বিশেষ যন্ত্র সহ অন্যান্য চাষের ক্ষেত্রেও এই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। ডেপুটি ডিরেক্টর আরও জানিয়েছেন, জেলাজুড়ে ব্লক স্তরের আধিকারিকরা প্রকল্পের কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

আলুচাষি শ্যামল রায় বলেন, 'ট্রাক কেনার ফলে এখন আর আলু পরিবহণের জন্য ফড়েদের উপর নির্ভর করতে হবে না।' কৃষি দপ্তরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। জলপাইগুড়ি জেলার হিমঘর অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সদস্য কিশোর মারোদিয়া বলেন, 'চাষিরা উন্নত পরিষেবা পেলে আলু বিপণন করে বাড়তি অর্থ লাভ করতে পারবেন।'

এদিকে, শীতকালে কুয়াশা নিয়ে উদ্বিগ্ন কৃষি দপ্তর। জোলো আবহাওয়ায় আলুতে নাবিধসা রোগের প্রকোপের আশঙ্কা থাকে। সেই রোগ প্রতিরোধে কৃষকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

জলপাইগুড়ি জেলায় এবার বোরো ধানের চাষের এলাকা বাড়ছে। মূলত রাজগঞ্জ ব্লকে বোরো ধানের চাষ হয়। এছাড়া ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি সদর এবং মালবাজার ব্লকেও এই চাষ হয়। ডেপুটি ডিরেক্টর জানিয়েছেন, রাজগঞ্জ ব্লকে এবারে প্রায় ৮০০ একর জমিতে বোরো ধানের চাষ হবে। গত বছর সেচ দপ্তর বোরো ধানের জন্য সেচের জল দিতে পারেনি। কারণ সিকিমের বন্যায় ক্যানাল ভেঙে গিয়েছিল। এবারে সেচ দপ্তর ক্যানাল সংস্কার করেছে। সেচের জলের সমস্যা হবে না বলে আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা।

বাসে কালো ধোঁয়া

মালবাজার, ১৬ ডিসেম্বর : যাত্রীবাহী বাসের ভিতর থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখে আতঙ্ক ছড়াল ডামডিম মোড়ে। সোমবার সকালে শিলিগুড়ি থেকে মালবাজারের দিকে আসার পথে একটি বাসের ভিতর থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে শুরু করে। এতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। চালক জাতীয় সড়কের ধারে বাসটি দাঁড় করান। যাত্রীদের দ্রুত বাস থেকে বের করা হয়। বাসের এক যাত্রী মিষ্টি ছেত্রী বলেন, 'খুব জোর বেঁচে গিয়েছি ড্রাইভারের জন্য।' শিলিগুড়ি থেকে বাসটি বড়দিঘির দিকে যাচ্ছিল। গাড়িতে ছিলেন ৫০-৫৫ জন। শর্টসার্কিট থেকেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পরে অন্য বাসে যাত্রীরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছোন। স্থানীয় বাসিন্দা কমল দে বলেন, 'গাড়িতে কালো ধোঁয়া দেখে যাত্রীরা ভয় পেয়েছিলেন। চালক গাড়ি দাঁড় করালে দ্রুত সকলকে বাইরে বের করা হয়।'

সীমান্তে সম্প্রীতি

নাগরাকাটা, ১৬ ডিসেম্বর : ভুটান সীমান্তে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দিল অমহদিয়া মুসলিম সংস্থা। সোমবার নাগরাকাটার চ্যাংমারি চা বাগানের সীমান্তের নেপালি লাইনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ওই সংস্থা। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, তাঁদের এই ধর্মীয় সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৯ সালে। বিশ্বের ২২০টি দেশে সংস্থাটির পক্ষ থেকে শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবসেবাকে পাথেয় করে ধারাবাহিকভাবে কাজ চলছে। এরই অঙ্গ হিসেবে ভুটান সীমান্তে এদিনের অনুষ্ঠান হয়। ভুটান থেকেও অনেকে এদিন উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ডুয়ার্স ভারত-ভুটান শাখার সভাপতি মহম্মদ ফয়জল সার্কি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রবীণ সিং ঝা, চম্পাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রমেশ তিরকি, লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মহাবীর প্রসাদ, দিলবালি দোরজি, সমাজসেবী সঞ্জীব সুব্বা, চ্যাংমারি সীমা চৌকির এসএসবি জওয়ানরা।

জেলার খেলা

ডিএসএ-কে সাহায্যের আশ্বাস

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : হাইকোর্ট সম্বন্ধিত কাজে জলপাইগুড়ি এসেছিলেন কলকাতা হাইকোর্ট ক্লাবের সদস্য তথা সিএবি-র প্রতিনিধি তরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। জলপাইগুড়ি এসে তিনি জেলা ক্রীড়া সংস্থার (ডিএসএ) আমন্ত্রণে সংস্থার অফিসে যান এবং কর্তাদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন। জেলার খেলাধুলো নিয়ে ডিএসএ কর্তাদের সঙ্গে আলোচনার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তরুণবাবু বলেছেন, 'জলপাইগুড়ির জেলার ক্রিকেট ও ফুটবলের প্রসারের বিষয়ে হাইকোর্ট ক্লাব ডিএসএ-কে সাহায্য করবে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলা সংস্থাগুলোকে নিয়ে ফুটবল এবং ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে। আগামী মার্চ-এপ্রিল থেকে ফুটবল এবং অক্টোবর-নভেম্বর থেকে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আয়োজন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।'

সাবিরের ৮৮

বড়দিঘি, ১৬ ডিসেম্বর : আনন্দ সংঘ ক্লাবের আনন্দ সংঘ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সিরাজি ইলেভেন ২০ রানে পিকে ইলেভেনকে হারিয়েছে। সিরাজি প্রথমে ১২ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩৬ রান তোলে। জবাবে পিকে ১১৫ রানে আটকে যায়। এলি ইলেভেন ১০ উইকেটে এসো কিছু করি দলের বিরুদ্ধে জয় পায়। এসো কিছু করি প্রথমে ৫ উইকেটে ১৫১ রান তোলে। জবাবে এলি বিনা উইকেটে ১৫২ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সাবির আলি ৮৮ রানে অপরাজিত থাকেন। সোমবার কিং ইলেভেন ৫ উইকেটে এমএম স্টোরকে হারিয়েছে। এমএম প্রথমে ১২৭ রান তোলে। সিদ্দিক ইসলাম ৪০ রান করেন। মহম্মদ বাবুল ৩৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে কিং ৫ উইকেটে ১২৮ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা মহম্মদ চুটু ৪৩ রান করেন। মহম্মদ তাসু ২৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

সন্দীপের ৪ শিকার

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে সোমবার দাদাভাই ক্লাব ৪ উইকেটে মোহিতনগর ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে মোহিত ৮১ রানে অল আউট হয়। প্রবীর সূত্রধর ১৯ রান করেন। সন্দীপ পোদ্দার ৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে দাদাভাই ৬ উইকেটে ৮৫ রান তুলে নেয়। সাগর দেব ২৭ রান করেন। মৈনাক লোধ ১০ রানে নেন ২ উইকেট।

গৌরবের ৬৮

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : অফিস ক্রিকেট লিগে ফায়ার ব্রিগেড রিক্রিয়েশন ক্লাব ৬২ রানে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিকে হারিয়েছে। প্রথমে ফায়ার ৫ উইকেটে ১৭৯ রান তোলে। গৌরব দত্ত ৬৮ রান করেন। জবাবে বিদ্যুৎ ৭ উইকেটে ১২২ রানে আটকে যায়। জলপাইগুড়ি জেলা আদালত ২২ রানে হেলথ রিক্রিয়েশন ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে জেলা আদালত ৯ উইকেটে ১৭৫ রান তোলে। রোহিত দাস ৫১ রান করেন। সন্দীপন দে ২৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে হেলথ ১৫৩ রানে গুটিয়ে যায়। বাপি জমাদার ৫৮ রান করেন। রোহিত দাস ২৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

মুন্নার দাপট

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সোমবার আসাম মোড় রিক্রিয়েশন ক্লাব ৭৫ রানে ধূপগুড়ি ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। প্রথমে আসাম ১৬৩ রানে অল আউট হয়। মুন্না শা ৪১ রান করেন। সায়নদীপ মণ্ডল ৭ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে মোহিতনগর ৮৮ রানে গুটিয়ে যায়। জাহিরুল হক ২০ রান করেন। কৌস্তভ রায় ১৭ ও মুন্না ২৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

চেতনার টি২০

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : চেতনা ক্লাবের টি২০ ক্রিকেট ২৬ ডিসেম্বর শুরু হবে। টাউন ক্লাব মাঠে ৮টি দল খেলবে।

শুরু মেটেলি প্রিমিয়ার লিগ

মেটেলি, ১৬ ডিসেম্বর : মেটেলি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট সোমবার শুরু হল। মেটেলি উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে সানরাইজার্স বানারহাট ৫ উইকেটে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স মেটেলিকে হারিয়েছে। রয়েল প্রথমে ৮.৪ ওভারে ৬৯ রানে অল আউট হয়। জবাবে সানরাইজার্স ৭.১ ওভারে ৫ উইকেটে ৭০ রানে পৌঁছে যায়। পরের খেলায় মেটেলি ৫ উইকেটে ইশাক নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে জয় পায়। নাইট প্রথমে ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১০০ রান তোলে। জবাবে রয়্যাল ৮.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১০১ রান তুলে নেয়। বানারহাট সানরাইজার ১৪ রানে ইশাককে হারিয়েছে। নাইট প্রথমে ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১২৪ রান তোলে। জবাবে বানারহাট ১১০ রানে আটকে যায়।

সেরা বৈরাতিগুড়ি

গয়েরকাটা, ১৬ ডিসেম্বর : গয়েরকাটা উচ্চবিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে সোমবার গয়েরকাটা ফুটবল মাঠে আন্তঃবিদ্যালয় ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল বৈরাতিগুড়ি উচ্চবিদ্যালয়। রানার্স গোঁসাইরহাট রাজামোহন উচ্চবিদ্যালয়। অন্যদিকে, প্রাক্তনদের খেলায় অরুণ প্রাক্তন ছাত্র দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার্স কোঙ্গারনগর প্রাক্তন ছাত্রদল।

জয়ী নয়ন

চালসা, ১৬ ডিসেম্বর : জ্যোতি সংঘের সুকুমার দাম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ক্রিকেটে সোমবার মাথাচুলকা নয়ন একাদশ ১ উইকেটে শালবাড়ি মজিদপাড়াকে হারিয়েছে। প্রথমে শালবাড়ি ১৬ ওভারে ৮ উইকেটে ২১৬ রান তোলে। জবাবে নয়ন ১৫.৫ ওভারে ৯ উইকেটে ২১৭ রান তুলে নেয়। মঙ্গলবার খেলবে আমির সুপার জায়েন্ট ও জাকির একাদশ।

বৃহন্নলাদের স্বপ্নের সেবাশ্রমের সূচনা

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১৬ ডিসেম্বর : অবশেষে স্বপ্ন পূরণ হল বৃহন্নলাদের। সোমবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বৈরাগীরহাটে সাড়ম্বরে 'জীবনগাড়ি ফেরিওয়ালা অনাথভক্ত সেবাশ্রম'-এর দ্বারোদঘাটন হয়। বৃহন্নলাদের এই সেবাশ্রম উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বৃহন্নলাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। জাঁকজমক করে সেবাশ্রমের উদ্বোধন হওয়ায় খুশি পিংকি বর্মন, মিঠু বর্মনের মতো বৃহন্নলারা।

এদিন আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

বৈরাগীরহাট

হলেও অনেক আগে থেকেই এই সেবাশ্রমে ঠাঁই মিলেছে নানা কারণে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন জনা পনেরো বৃদ্ধবৃদ্ধার। সেইসঙ্গে দূর হয়েছে বস্ত্র ও খাওয়ার চিন্তাও। পাকা ঘরে পরম নিশ্চিন্তে থাকতে পেরে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছেন আবাসিকরা। তাঁদের সেবা করতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করছেন বৃহন্নলারা। সেবামূলক কাজের মাধ্যমে পিংকিরা আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠেছেন আজ স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। পিংকি বলেন, 'যাঁদের কেউ নেই, বা থেকেও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, নানাভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁদের এখানে এনে রাখা হচ্ছে।'

সেবাশ্রম চত্বরেই গড়ে উঠছে বিষ্ণু মন্দির ও শিশুদের বিদ্যালয়। দুঃস্থ ও অনাথ শিশুদের সেখানে অবৈতনিকভাবে থাকা ও পঠনপাঠন চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে বৃহন্নলাদের। মাথাভাঙ্গা মহকুমা তো বটেই, উত্তরবঙ্গে এধরনের উদ্যোগ আগে নজরে পড়েছে কি না, তা অনেকেই তা মনে করতে পারছেন না। এখানে একসঙ্গে ৩০ জন বৃহন্নলা থাকেন। বাড়ি ঘুরে ঘুরে গানবাজনা ও নবজাতকের মঙ্গলকামনার মধ্য দিয়ে উপার্জিত অর্থেই জীবন চলে ওঁদের। পাশাপাশি বছরভর নানা সেবামূলক কাজ করে থাকেন তাঁরা।

এদিন সেবাশ্রম উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে পদ্মশ্রী করিমুল হক, পদ্মশ্রী গীতা রায় বর্মন, ডাঃ মলয় চক্রবর্তী, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শিক্ষারত্ন নারায়ণ সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আবদুল আসেননি, গুড়ে স্বাদও নেই

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : শীতের শুরু মানেই সুদূর বাংলাদেশ থেকে এদেশে পাড়ি আবদুল রহিমের। রীতিমতো ঘরভাড়া নিয়ে গজলডোবায় থেকে খেজুর গুড় বানান তিনি। গত দশ বছর ধরে এভাবেই চলছে। তাই উদ্দেশ্যটা শুধু টাকা উপার্জনে আটকে নেই। গজলডোবা দুধিয়া এলাকার মানুষের ভালোবাসার টানেও বারবার ফিরে আসেন তিনি। তবে এবার সেটা আর হল না। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির কারণে খেজুর গুড় বানাতে আসতে পারেননি ওপারের রাজশাহির বাসিন্দা আবদুল। ফলে মন খারাপ অনুকূল গাইন, বিশ্বজিৎ বৈরাগীদের।

দুধিয়া এলাকার বাসিন্দা অনুকূলের কথায়, 'বাজারে অনেক স্বাদের খেজুর গুড় পাওয়া যায়। তবে আবদুল ভাইয়ের বানানো খেজুর গুড় অনন্য। তাঁর তৈরি গুড় নিতে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ আসতেন। তবে এবছর বাংলাদেশের অস্থির অবস্থার কারণেই হয়তো আবদুল আসেননি। এলাকার এক ব্যক্তি তাঁর কাছে গুড় বানানো দেখেছিলেন। তিনিই গুড় বানিয়ে বাজারে বিক্রি করছেন। আমিও আমার দুটি খেজুর গাছের রস থেকে নিজেই গুড় বানাচ্ছি। এবছর অনেক খেজুর গাছের রস

সংগ্রহ শুরু হয়নি।'

প্রতি বছর অগ্রহায়ণের শুরুতেই খেজুর গুড় বানাতে জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের পর্যটন হাব গজলডোবা এলাকায় চলে আসতেন আবদুল। একেবারে নিয়ম অনুযায়ী ভিসা করেই কিছু টাকা রোজগারের আশায় শীতের শুরুতেই গজলডোবা, দুধিয়া এলাকায় চলে আসতেন তিনি। তারপর শুরু হত খেজুর গুড় বানানো।

শীত শুরুর আগেই কিছু টাকার বিনিময়ে এলাকার প্রায় ১০০টি খেজুর গাছ তিনি বুক করে রাখতেন। এরপর এসে ভোরে উঠে সবক'টি খেজুর গাছ থেকে রসের হাঁড়ি নামিয়ে আবার নতুন হাঁড়ি বেঁধে দিয়ে খেজুর রস নিয়ে এসে শুরু হত গুড় তৈরি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, আবদুল গুড় নিয়ে বাজারে বসতেই নিমেষের মধ্যে সেসব বিক্রিও হয়ে যেত। আবার শীত শেষ হতেই নিজের দেশে ফিরে যেতেন তিনি।

তবে এবার সেই সাধের খেজুর গুড় এলাকার বাসিন্দাদের মুখে উঠবে না ভেবে হতাশ তাঁরা।

আরেক বাসিন্দা বিশ্বজিৎ বৈরাগী বলেন, 'আবদুল আসেনি। তাঁর কাছ থেকে দেখে কিছুটা শিখে আমার দাদা শ্যামল বৈরাগী কিছু খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করে এ বছর খেজুর গুড় বানানো শুরু করেছে।'

কোর্টে যৌথমঞ্চ

বকেয়া মহার্ঘ ভাতা এবং শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে ২২ থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত অবস্থান বিক্ষোভ করতে চায় সংগ্রামী যৌথমঞ্চ। তাই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

আবেদন খারিজ

নিরাপত্তার আবেদন করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন আরাবুল ইসলাম এবং বাংলা পক্ষের নেতা গর্গ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁদের আবেদন খারিজ করে দিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

গভীর চুম্বন

কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে গভীর চুম্বনে ব্যস্ত প্রেমিক-প্রেমিকা। সম্প্রতি এই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়েছে। এই নিয়ে বিতর্কও চলছে।

শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ফোর্ট উইলিয়ামে স্মারকসৌধ থেকে মাটি তুলে এনে ময়দানে ইন্দিরা গান্ধির মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব।

বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানের একটি মুহূর্ত। সোমবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ফোর্ট উইলিয়ামে এলেন না মুক্তিযোদ্ধারা

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : শেষমেশ সোমবার ভারতীয় সেনাবাহিনী আয়োজিত কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ামের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে একাত্তরের অসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের পাঠাল না বাংলাদেশের ইউনূস সরকার। ১৯৭১ সালের এই দিনে পূর্ব পাকিস্তানের সেনাবাহিনী সেখানকার মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

করোনার কয়েক বছর বাদে সেই থেকে প্রতিবছর বিজয় দিবস পালনের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা এদেশে এসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে দিনটি উদযাপন করেন। ৫৩তম বছরে ছন্দপতন ঘটল। ইউনূস সরকারের জেদে সেদেশে যেমন দেশজুড়ে জেলা ও উপজেলা স্তরে বিজয় দিবস পালন বন্ধ রাখা হল, তেমনই ফোর্ট উইলিয়ামের অনুষ্ঠানে গরহাজির থাকলেন সেখানকার অসামরিক মুক্তিযোদ্ধারা।

বাংলাদেশ অবশ্য ১৬ জনের একটি ছোট প্রতিনিধিদল ফোর্ট উইলিয়ামের অনুষ্ঠানে পাঠিয়েছে। তাতে রয়েছেন সেনাবাহিনীর বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত অফিসাররা। অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহম্মদ আমিনুর রহমানের নেতৃত্বে এই দলটি এদিন সকালে ফোর্ট উইলিয়ামের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এই দলে থাকা কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তা মুক্তিযুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি অবশ্য 'বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি' শব্দগুলি তাঁর ভাষণে ছুঁয়ে গেলেও পুরো বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের বিচার্য বলে এড়িয়ে যান।১৯৬২ সালে ভারত-চিন, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক ও ১৯৭১ সালে ভারত-পাক যুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে শহিদ হওয়া বীর জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানান।

বলেন, 'আমি তখন দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। আমার বাবা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি আমাকে চিন ও পাক যুদ্ধে আমাদের সেনাবাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী শোনাতেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অনুরোধে শহিদ স্মরণে লতা মঙ্গেশকর গেয়েছিলেন, যব ঘায়েল হুয়ে হ্যায় হিমালয়, খতরেমে পড়ি আজাদি/ জব তক থি শাঁস লড়ে ও, ফির অপনে লাশ বিছাদি।'

এদিন সকাল থেকেই ইস্টার্ন কমান্ডের জিওসি-ইন-সি, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ামের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। দুপুরে সেনাবাহিনীর তরফে কলাকৌশল প্রদর্শন করা হয়। এবারের কলাকৌশল প্রদর্শনীতে সাধারণ দর্শকরাও হাজির ছিলেন।

অভিষেকপন্থীদের চাপা ক্ষোভ, নিন্দা বিরোধীদের

ববির মন্তব্যে রুষ্ট তৃণমূলই

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : রাজ্যের সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুদের নিয়ে পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম সম্প্রতি যে মন্তব্য করেছেন, তাকে সমর্থন করে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিল তৃণমূল। সোমবার 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' এক্স হ্যান্ডেলে এই বিষয়ে পোস্ট করে। তাতে বলা হয়,'ফিরহাদের মন্তব্যে দলের অবস্থান বা আদর্শের প্রতিফলন ঘটেনি। এই ধরনের মন্তব্য করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ফিরহাদের এই মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

শনিবার এক অনুষ্ঠানে ফিরহাদ বলেন, 'কলকাতায় আমরা ৩৩ শতাংশ। কিন্তু গোটা ভারতে মাত্র ১৭ শতাংশ। কিন্তু আমরা নিজেদের সংখ্যালঘু মনে করি না। একদিন আমরাই সংখ্যাগুরুর চেয়েও সংখ্যাগুরু হব।' তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয় রাজনৈতিক টানাপোড়েন। প্রশাসনিক পদে বসে এই ধরনের সাম্প্রদায়িক কথা বলা যায় কি না তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই মন্তব্যে শুধু বিরোধীরা নয়, দলের মধ্যেও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তৃণমূল সূত্রে খবর, তাঁর কথার অপব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে দলকে জানিয়েছেন ফিরহাদ। তিনি জানিয়েছেন, তিনি একজন ভারতীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষই থাকবেন। সরল অর্থে তিনি মুসলমানদের সংখ্যাগুরু হওয়ার কথা বলেননি। তিনি বলতে চেয়েছেন, মুসলিমদের আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকার একটা বড় কারণ হল শিক্ষা। যার জন্যই সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রেও ফারাক বা বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। একমাত্র শিক্ষাই এই অন্ধকার দূর করতে পারে। আল্লার আশীর্বাদ থাকলে ও সংখ্যালঘুদের মেহনত থাকলে তাঁরাও সমাজে অগ্রসর হবেন।

দলকে ফিরহাদ যাই বলুন না কেন, তৃণমূল যে বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে সোমবার। দলীয় সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরহাদকে তাঁর মন্তব্যের জন্য রীতিমতো সতর্ক করেছেন। বিশেষ করে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির একজন সদস্য কীভাবে এই ধরনের মন্তব্য করেন, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। এরপরই দলের পক্ষে সমাজমাধ্যমে

> X
>
> ফিরহাদের মন্তব্যে দলের অবস্থান বা আদর্শের প্রতিফলন ঘটেনি। এই ধরনের মন্তব্য করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> **তৃণমূল কংগ্রেস**

স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, তৃণমূল এই ধরনের মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে। তৃণমূলের ওই পোস্টে লেখা হয়েছে, 'আমরা শান্তি, একতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতি বরাবরের মতো এখনও দায়বদ্ধ।' শুধু তাই নয়, রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে লেখা হয়েছে, 'পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক কাঠামো বিপদের মুখে পড়ে এমন কোনও মন্তব্যের ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

তৃণমূলের এই পোস্ট থেকে স্পষ্ট যে, ফিরহাদের এই মন্তব্যের ফলে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। ফিরহাদের সঙ্গে তৃণমূল যে দূরত্ব বাড়াচ্ছে তা স্পষ্ট। বিশেষ করে প্রতিবেশী বাংলাদেশে যেসব ঘটনা ঘটছে, সেইসময় ফিরহাদের এই মন্তব্য দলের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে মনে করছে তৃণমূল।

বিরোধীরা ইতিমধ্যেই ফিরহাদের এই মন্তব্য নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছে তৃণমূলকে। রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রীরা মনের ভিতরে যে ধারণা পোষণ করেন, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।' এই প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ বানাতে চাই বলে সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর যে মন্তব্য করেছেন, তারও তীব্র সমালোচনা করেন সুকান্ত। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীও তীব্র ভাষায় তৃণমূলের সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্য, 'এই ধরনের নেতাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে দল থেকে বের করে দেওয়া উচিত।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'কিছুদিন আগে আরএসএস নেতা মোহন ভাগবতও জন্মহার বৃদ্ধির কথা বলেছিলেন। এখন ফিরহাদ বলছেন। আসলে আরএসএস-এর কথাই বলছেন ফিরহাদ।' সুজন আরও বলেন, 'এটা বিজ্ঞানসম্মতভাবেও সম্ভব নয়। কারণ, জনগণনা থেকে জানা গিয়েছে, যে হারে হিন্দুদের জন্মহার কমছে, তার থেকে বেশি হারে মুসলিমদের জন্মহার কমছে।'

ফিরহাদের এই বক্তব্য নিয়ে এবং ফিরহাদকে অবিলম্বে পদ থেকে সরানোর দাবিতে এদিন কলকাতা পুরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখায় 'বাংলা পক্ষ'। তাদের বক্তব্য, কলকাতা পুরসভার মেয়রের আসনে একসময় বসেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। সেই চেয়ারে বসার অধিকার নেই বহিরাগত উর্দু সাম্প্রদায়িক ববি হাকিমের।

আরএসএসের নতুন অস্ত্র

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : '২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে হিন্দুভোট একজোট করতে পথে নেমেছে আরএসএস। সেই লক্ষ্যে উপর্যুপরি দু'দিন দুই বঙ্গে তাদের সভা সফল হয়েছে বলে দাবি করল আরএসএস। সৌজন্যে তৃণমূলের অন্যতম সংখ্যালঘু মুখ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। আরএসএস এমনটাই মনে করছে। এই ঘটনায় তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে ফের সেটিং-এর অভিযোগ করেছে সিপিএম। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ঘটনায় রাজ্যে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়ে রবিবার শিলিগুড়ির পর সোমবার রানি রাসমণি রোডে ধিক্কার সভা করল আরএসএস।

এদিন রানি রাসমণিতে ফিরহাদের শরিয়তি আইন কায়েম করা নিয়ে মন্তব্যকে হাতিয়ার করেছেন কার্তিক মহারাজ থেকে আরএসএসের জিষ্ণু বসুরা। ফিরহাদের মন্তব্যে নিজের রাজ্যে বাঙালিরা ইসলামিক উগ্রবাদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে বলে সমাজমাধ্যমে মন্তব্য করেছেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'হিন্দুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই আমাদের শেষ কথা।' এদিকে সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আসলে বিভাজনের রাজনীতিকে উসকে দিতেই শিলিগুড়ি ও কলকাতার সভার মুখে এই মন্তব্য ফিরহাদের।' যদিও, সিপিএমের দাবি খারিজ করে আরএসএস নেতা শচীন সিংহ বলেন, 'বাংলাদেশে মুসলিমদের হাতে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে সভা করছি। ফিরহাদ হাকিম থেকে শুরু করে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর মতো মন্ত্রী, হুমায়ুন কবীরের মতো বিধায়করা তাঁকে সমর্থন করছেন। এর প্রতিবাদ তো করতে হবে।' তবে সার সত্য বুঝিয়ে দিয়েছেন বিজেপির সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'রাজ্য রাজনীতিতে তৃণমূল-বিজেপিই মূল শক্তি। বাকিরা অপ্রাসঙ্গিক।'

ফের উসকে উঠল 'এক ব্যক্তি এক পদ'

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : ফিরহাদ হাকিমকে ঘিরে শাসকদল তৃণমূলের অন্দরের বিতর্ক সোমবার অন্য মাত্রায় পৌঁছেছে। সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সংক্রান্ত মন্তব্য নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়পন্থী দলের নেতারা এই ব্যাপারে তাঁকে শুধু সতর্ক করা নয়, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও তুলেছেন। প্রকাশ্যে এখনই বিষয়টি না এলেও ফিরহাদের বিরুদ্ধে তাঁদের এই ক্ষোভের কথা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে গিয়ে পৌঁছেছে। যদিও এই মুহূর্তে দল নিয়ে কার্যত নীরব অভিষেক।

স্বভাবতই এই নিয়ে সোমবার বিকাল পর্যন্ত তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। সাম্প্রতিক অতীতে দলে 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতি চালু করা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে উল্লেখযোগ্যভাবে সরব হয়েছিলেন অভিষেক। বিষয়টি নিয়ে দলের প্রবীণদের কাছে সবচেয়ে বেশি বিরাগভাজন হন তিনি। দলে 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতি চালু হলে প্রথমেই ফিরহাদ হাকিমের মতো ব্যক্তিদের ওপরই কোপ পড়বে, এই আশঙ্কায় তৃণমূলের ভিতরে চরম বিবাদ ও বিতর্ক তৈরি হয়। শেষমেশ মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরাসরি হস্তক্ষেপে তখনকার মতো দুটি বিষয়ই ধামাচাপা পড়ে যায়।

হঠাৎ করে ফিরহাদ হাকিমের মতো মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সংক্রান্ত মন্তব্য করায় তৃণমূলের অন্দরে অভিষেকপন্থী নেতাদের চাপা ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। দলনেত্রী ওই মন্তব্য নিয়ে সরাসরি ফিরহাদের বিরুদ্ধে তাঁর রোষের কথা দলে তাঁর ঘনিষ্ঠদের শেয়ারও করেছেন। দলনেত্রীর এই 'রোষ-বার্তা' ফিরহাদের কাছে পৌঁছেও দেওয়া হয়েছে দলের পক্ষ থেকে।

এদিন তৃণমূল সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর ফিরহাদের প্রতি এই ক্ষোভের কথা প্রকাশ্যে আসার পর দলে অভিষেকপন্থী নেতা ও লোকজন আরও উৎসাহিত হয়ে গোপনে ফিরহাদের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের মন্তব্য, তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির একজন সদস্য হয়েও মেয়র সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সংক্রান্ত যে মন্তব্য করেছেন তার জন্য শুধু তাঁকে সতর্ক করা নয়, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। প্রয়োজনে তাঁর ডানা ছাঁটা উচিত। দলে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাব অনুযায়ী 'এক ব্যক্তি এক পদ নীতি' এতদিন চালু হলে এই সমস্যা তৈরি হত না। দলের অন্তত ওই প্রস্তাব চালু করা নিয়ে আবার ভাবা উচিত।

দুধ, মাছ ও ডিম উৎপাদনে শীর্ষে বাংলা

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : বাংলা এখন দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাংস উৎপাদনকারী রাজ্য। কেন্দ্র সরকারের সদ্য প্রকাশিত 'পশুপালন পরিসংখ্যান ২০২৪'-এর তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ মাংস উৎপাদন হয়, তা জাতীয় উৎপাদনের ১২.৬২ শতাংশ। শুধু মাংস নয়, দুধ উৎপাদনেও পশ্চিমবঙ্গ দেশের সর্বোচ্চ বার্ষিক বৃদ্ধির হারে রেকর্ড করেছে। পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদনের হার ৯.৬৭ শতাংশ। যেখানে জাতীয় গড় ৩.৭৮ শতাংশ।

পোলট্রির ডিম উৎপাদনেও বাংলার বৃদ্ধির হার জাতীয় হারের তুলনায় অনেক বেশি। যেখানে রাজ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১৮.০৭ শতাংশ, সেখানে জাতীয় গড় ৩.১৮ শতাংশ। বাংলার এই সাফল্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার এই বিষয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্টও করেছেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'এই অর্জন আমাদের উদ্ভাবনী নীতি এবং কর্মসূচির প্রমাণ। আমাদের কৃষক এবং উৎপাদকের শক্তির পরিচয়।' বাংলা এক্ষেত্রে লোকসভা আসনের নিরিখে দেশের বৃহত্তম রাজ্য উত্তরপ্রদেশ ও দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য মহারাষ্ট্রকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : বাবা-মায়ের বিয়ের আইনি স্বীকৃতি না থাকলেও সরকারি চাকরি পেতে বাধা নেই সন্তানের। প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন এক ভদ্রলোক। তাঁর মৃত্যুতেই প্রশ্ন ওঠে ওই দ্বিতীয় বিবাহ অবৈধ হলেও দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান সহানুভূতির কারণে বাবার চাকরি পেতে পারেন কি না। হাইকার্টে এই মামলার শুনানির শেষে বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার জানিয়ে দিলেন, সংবিধান সন্তানকে যে অধিকার দিয়েছে, বাবার অবৈধ বিয়ের কারণে তা কেড়ে নেওয়া যায় না। সেটা বৈষম্যমূলক। তাই বাবার চাকরি সন্তানের পেতে কোনও বাধা নেই। কোন সূত্রে সন্তানের জন্ম হয়েছে এবং বাবা-মায়ের বিবাহের স্বীকৃতি রয়েছে কি না তা বিবেচনা করা অযৌক্তিক এবং নিন্দনীয় বলে মত আদালতের।

'ভয় পেয়েই চিন্ময় প্রভুকে গ্রেপ্তার'

কলকাতায় মন্তব্য আইনজীবী রবীন্দ্রের

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : ইউনূস সরকার ভয় পেয়েই চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে গ্রেপ্তার করেছে। সোমবার কলকাতায় এসে এই মন্তব্য করেন তাঁর আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ। চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর প্রাণহানির আশঙ্কাও করছেন তিনি। ২ জানুয়ারি তাঁর জামিনের জন্য মামলা লড়তে চট্টগ্রাম আদালতে যাবেন রবীন্দ্র। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, এতে তাঁর জীবন গেলেও তিনি পরোয়া করেন না।

চিন্ময় কৃষ্ণের হয়ে আদালতে সওয়াল করায় ইতিমধ্যেই তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছে। দেওয়া হচ্ছে প্রাণনাশের হুমকিও। চিন্ময় কৃষ্ণকে আইনি সহায়তা দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান কলকাতা ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস।

কল্যাণী এইমসে চিকিৎসার জন্য এসেছেন রবীন্দ্র। এর আগে গাড়ি দুর্ঘটনায় হাড় ভেঙে ছিল তাঁর। চিকিৎসা হয়েছিল এইমসে। রুটিন চেকআপ করতেই ফের কলকাতায় এসেছেন তিনি। কীভাবে বিনা অপরাধে চিন্ময় কৃষ্ণদাসকে জেলে পোরা হয়েছে, সেই বিষয়ে বলেন তিনি।

রবীন্দ্র স্পষ্ট বলেন, 'চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভু একজন সন্ন্যাসী। উনি কোনও সন্ত্রাসবাদী নন। সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রশ্নে সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। শুধু হিন্দু নন, সংখ্যালঘু ক্রিশ্চান ও বৌদ্ধদের কথাও বলছেন তিনি। এজন্যই তাঁকে ভয় পেয়েছে ইউনূস সরকার। মিথ্যা দেশদ্রোহিতার মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে রবীন্দ্র বলেন, 'বাংলাদেশে এখন দুটি প্রশাসন চলছে।'

তাঁর অভিযোগ, চিন্ময় কৃষ্ণের হয়ে মামলায় সওয়াল করতে দেওয়া হচ্ছে না কোনও আইনজীবীকে। চট্টগ্রামের সমস্ত হিন্দু আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে। ওকালতনামা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে সওয়াল করতে দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে, তিনি ঢাকা আদালতের আইনজীবী। চট্টগ্রামের সওয়াল করতে পারবেন না। তিনি যখন চট্টগ্রাম আদালতে যান, তখন এজলাসের ভিতর ৪০ জনকে আইনজীবী বলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তাঁকে মারধর করা হয়। কিন্তু এতেও দমে যাওয়ার পাত্র নন তিনি। ২ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানির দিনে ফের চট্টগ্রাম আদালতে যাবেন। তাঁর কথায়, 'আমি মুক্তিযোদ্ধা। জীবনের পরোয়া করি না। মরতে একদিন হবেই।'

রবীন্দ্রের এই বক্তব্য শুনে কলকাতা ইসকনের পক্ষে রাধারমণ দাস তাঁকে ধন্যবাদ জানান। রবীন্দ্রকে অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তি বলে মন্তব্য করেন। তার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। একইসঙ্গে বাংলাদেশের তদানীন্তন সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে আবেদন জানান, অবিলম্বে যেন চিন্ময় কৃষ্ণদাস প্রভুকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই বিষয়ে ভারতের প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার দেবাশিস দাস বলেন, 'মৌলবাদী দেশে এভাবে অশান্তি শুরু হয়। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সিরিয়া তার উদাহরণ। ভারতে কাসভের মতো জঘন্য অপরাধীকেও আইনি সহযোগিতা দেওয়া হয়েছিল। এখানেই পার্থক্য।'

বিশিষ্ট আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলাদেশে মুখ্য উপদেষ্টার মুখোশ পরে বসে আছেন এক ভণ্ড মৌলবাদী। আমার শঙ্কা হচ্ছে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভু বেঁচে থাকবেন তো?'

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে সোমবার শিয়ালদা স্টেশন থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করে 'বঙ্গীয় হিন্দু সুরক্ষা সমিতি'। গেরুয়া বসন পরা সাধুসন্তরা শঙ্খধ্বনি দিয়ে ওই মিছিলে হাঁটেন। চিন্ময় কৃষ্ণদাস প্রভুর মুক্তি চান তাঁরা।

সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান আইএসএফের

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে সোমবার রাস্তায় নামে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। এদিন সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান করে আইএসএফ। এই ঘটনা ঘিরে পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয় আইএসএফ কর্মীদের। বেশ কিছু আইএসএফ কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এই বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন আইএসএফ-এর রাজ্য কমিটির সহ সম্পাদক লক্ষ্মীকান্ত হাঁসদা। এদিন রাত দখল কর্মসূচির উদ্যোক্তা রিমঝিম সিনহা সহ অনেকেই এই ইস্যুতে সিবিআই অফিসে গিয়ে স্মারকলিপি দেন। তদন্তের নানা পর্যায় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা।

এই ঘটনায় সোদপুরে নির্যাতিতার বাড়ি থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করে এসএফআই। মিছিলে বহু সাধারণ মানুষও অংশগ্রহণ করেন। শিয়ালদা কোর্টের সামনে বিক্ষোভ দেখান বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মীরা। তাঁদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। এখানেও বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা হয়। কোর্ট চত্বরে বিক্ষোভ দেখালে বা অবরুদ্ধ হলে সাধারণ মানুষেরও সমস্যা হবে। এই যুক্তিতে বিক্ষোভকারীদের সরে যেতে বলে পুলিশ। পরে শিয়ালদা স্টেশনের পাশে কোর্ট থেকে খানিক দূরে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

ক্রিসমাসের কেনাকাটা। কলকাতার এসপ্ল্যানেডে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

হাসপাতাল থেকেই হাজিরা

কালীঘাটের কাকু বিপাকে

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : হাইকোর্টে মিলল না স্বস্তি। সিবিআইয়ের দাবিকে মান্যতা দিয়ে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, নিম্ন আদালত সুজয়কৃষ্ণকে বারবার হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু তিনি সশরীরে বা ভার্চুয়ালি কোনওভাবেই হাজিরা দেননি। তাই আদালত মনে করছে, আইনগত দিক থেকে তিনি সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। ফলে তাঁর আগাম জামিনের প্রয়োজনীয়তা নেই। কোনও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার পর তাঁকে হাজির করানোর বা হেপাজতে নেওয়ার আবেদন করা যেতেই পারে। এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের তাঁকে হাজির করানো উচিত ছিল। তারপরই সুজয়কৃষ্ণকে নিম্ন আদালতে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। ওই সময় সিবিআইয়ের আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা থাকলে তাঁকে হেপাজতে নিতে পারবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

আদালতের নির্দেশের পর ইডির মামলায় ব্যাংকশাল আদালতে ভার্চুয়ালি হাজিরা দেন সুজয়কৃষ্ণ। জেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। বিচারককে তিনি জানান, তিনি হাজিরা দেওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছুক। শুয়ে শুয়ে তাঁর পিঠে ব্যথা হয়ে গিয়েছে। তাঁর শারীরিক সমস্যা রয়েছে। অস্ত্রোপচারের পর থেকেই তাঁর নানারকম সমস্যা রয়েছে। বিচারক তাঁকে মৌখিকভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় চার্জ গঠনের দিন যে কোনও শর্তে তাঁকে আদালতে আসতেই হবে। ভার্চুয়ালি সুজয়কৃষ্ণ হাজির থাকবেন বলে সম্মতি দেন।

এদিন হাইকোর্টে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের তরফে আদালতে হলফনামা জমা দেওয়া হয়। সিবিআইয়ের আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী সুজয়কৃষ্ণের আগাম জামিনের বিরোধিতা করেন। শেষমেশ সুজয়কৃষ্ণের আবেদন খারিজ করেছে জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ।

পার্থদের বিরুদ্ধে দ্রুত চার্জ গঠন

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় বুধবারের মধ্যে সাক্ষীদের তালিকা তৈরি করার মৌখিক নির্দেশ দিল নিম্ন আদালত। এই মামলায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইডিকে সমস্ত নথি দিতে হবে। অতিরিক্ত চার্জশিটে যাঁদের নাম পরে যুক্ত করা হয়েছে, তাঁদেরও নোটিশ এবং নথি দেওয়ার নির্দেশ দিল ব্যাংকশাল আদালত। নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এবং কলকাতা হাইকোর্ট থেকে একে একে অভিযুক্তরা জামিন পেয়ে যাচ্ছেন। তাই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত চার্জ গঠন করে বিচারপ্রক্রিয়া তড়িঘড়ি শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হল।

আদালতে চিকিৎসকরা

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : ধর্মতলায় ডাক্তারদের ধর্নার অনুমতি দেয়নি কলকাতা পুলিশ। আরজি কর কাণ্ডে ৯০ দিনেও সিবিআই চার্জশিট জমা দিতে পারেনি। তাই জামিন পেয়ে গিয়েছেন সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডল। তাই সিবিআইয়ের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত অবস্থান বিক্ষোভ করতে চেয়েছিল চিকিৎসক সংগঠন। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন চিকিৎসকরা।

মঙ্গলবার, ১ পৌষ ১৪৩১, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২০৮ সংখ্যা

নিশ্চিত রাজত্বের লক্ষ্যে

বিজেপির একীকরণ রাজনীতির নতুন ট্যাগলাইন 'এক দেশ এক ভোট।' এক দেশ এক ট্যাক্স, এক শিক্ষা ব্যবস্থা, এক র‍্যাশন কার্ডের পর এটা নয়া চমক। এর পিছনে আপাত গ্রহণযোগ্য যুক্তি, নির্বাচনের সময় ও খরচ কমবে। ফলে লাভ হবে অর্থনীতির। এমন স্লোগান কেন্দ্রিক অতি সরলীকরণ বিজেপির ইউএসপি। অধিকাংশ ভারতীয় ভোটারের কাছে গভীর রাজনৈতিক পর্যালোচনার বদলে এমন চমক সহজে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

যদিও বিজেপির 'এক দেশ এক দেওয়ানি বিধি'র প্রয়াস সফল হয়নি। এবার এল এই নয়া প্রয়াস। ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। বিরোধীদের অভিযোগ, এক দেশ এক ভোট ব্যবস্থা তার মূলে আঘাত হানবে। এই ব্যবস্থার পরিকল্পনা ঠিক করতে গত বছরের ২ সেপ্টেম্বর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে তৈরি কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনার পর পাশ হয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায়। এখন সংসদের দুই কক্ষে পাশ হওয়ার অপেক্ষা মাত্র।

তা নিয়ে এখন কিছুটা নাটক চলছে। সরকার বিল পেশ করবে বলেও থমকে আছে। শুধু বিল পেশ করলে হবে না, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দুই কক্ষে সেটাকে পাশও করাতে হবে। অঙ্কটা সহজ নয় বুঝে 'ধীরে চলো' নীতি বলে কিছুটা সংশয় তৈরি হচ্ছে। বিলটিতে যে আপত্তি আছে জেডি (ইউ), এলজেপি'র মতো এনডিএ শরিকদেরও।

ভারতীয় সংবিধানে এমন একীকরণের প্রভাব কতটা? বিজেপি রাজত্বের গত দশ বছরে অতি সরলীকরণের নানা প্রক্রিয়ায় চলেছে। তাতে মনে হচ্ছে, সংবিধানের মৌলিক ধ্যানধারণা মুছে ফেলে নয়া ভারতীয়তা বা ইন্ডিয়ানিজমের সংজ্ঞা তৈরির লক্ষ্য আছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত তার অঙ্গ হয়তো। তিনবারের বিজেপি সরকার প্রথাগত যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণা থেকে সরে 'শক্তিশালী কেন্দ্র' বা 'ডাবল ইঞ্জিন'-এর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় মরিয়া।

প্রচার করা হচ্ছে, শক্তিশালী কেন্দ্র ভারতকে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি জোগাবে। রাজ্য সরকারগুলিও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীগুলির সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা বজায় রেখে তাদের ঐতিহাসিক, ভাষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক পরিচিতি টিকিয়ে রাখবে। এই ধারণা বিজেপির 'হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান' অবস্থানের বিরোধী বটে, কিন্তু 'এক দেশ এক ভোট'-এর পক্ষে জনমত তৈরির পিছনে সেই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে দুর্বল করার পরিকল্পনা আছে।

২০২০-র ডিসেম্বরে বিজেপির আইনজীবী সেলের অন্যতম গৌরব ভাটিয়া বিষয়টিকে প্রকাশ্যে আনেন। তারও আগে ২০১৭ সালে বিজেপি সমর্থক অর্থনীতিবিদ বিবেক দেব রায় ও কিশোর দেশাই একই প্রচার করেছিলেন। উভয়ক্ষেত্রেই নির্বাচনি ব্যয় লাঘবের যুক্তি দেখানো হয়েছিল। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর গত ৫ সেপ্টেম্বর পালটা হিসাব কষে দেখিয়েছেন 'এক দেশ এক ভোট' চালু হলে যেটুকু নির্বাচনি ব্যয় কমবে, দেশীয় অর্থনীতিতে তার প্রভাব সামান্যই। উলটো এতে সরকারের স্থায়িত্ব নষ্টের সম্ভাবনা প্রবল।

এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে সংবিধান সংশোধন জরুরি। বিজেপির আইটি সেল প্রচারিত অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। জেনেবুঝেই প্রকাশ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্বের ঘুঁটি সাজানো হয়েছে। এতে দ্বৈত লাভ। প্রথমত, বিপক্ষকে বিভ্রান্ত করা। দ্বিতীয়ত, বিরোধীরা ভালো কাজে বাধা দেয়, এমন ছুতোয় নির্বাচনি প্রচারে জনতার কাছে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার আবেদন পৌঁছে দেওয়া। এ যাত্রা উতরে গেলে ভবিষ্যতে রাজত্ব নিশ্চিত করা অনেক সহজ হবে।

এই ধরনের মানসিকতার অধিকারীরা বাইরে প্রভূত শক্তিধর মনে হলেও ভিতরে ভীষণ ভীতু। ২০২১-এর ডিসেম্বরে গুয়াহাটিতে কংগ্রেসের কর্মশালায় প্রাক্তন মন্ত্রী পি চিদম্বরম বোধহয় তেমন ইশারা করে বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঈশ্বরের চেয়েও নির্বাচনকে বেশি ভয় পান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মন্তব্য করেছিলেন, 'মোদি সবসময় হারাতঙ্কে ভোগেন।' এসব কথা বড় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

অমৃতধারা

একজন মানুষের নিজের কাছে নিজের প্রাণ যতখানি প্রিয়, অন্য মানুষের কাছে, অন্য জীবের কাছে শুধু মানুষ কেন অন্য জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য- নিজের নিজের প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই ততখানিই প্রিয়। যিনি এটা অনুভব করেন তথা নিজের প্রাণকে তিনি যতখানি ভালোবাসেন, অন্যের প্রাণকেও তিনি ততখানিই ভালোবাসেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। আর এটা বুঝে, এই অনুভবের ফলে তিনি অন্যের প্রতি দয়াশীল হন। শরীরে ভস্ম মাখলে বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেই কেউ সাধু হয়ে গেল, তা নয়। সাধু হতে গেলে নিজের ভেতরটাকে রাঙাতে হবে। পরমপুরুষ-পরমাত্মা কোথায় আছেন ? তিনি তোমার প্রাণের ভেতরে, মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

দুই প্রজন্ম, দুই কিংবদন্তি। বাবা আল্লারাখার সঙ্গে জাকির হুসেন।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেশের প্রচ্ছদ

জাকির হুসেন তবলার প্রতীক। একক বা সাথসংগত-- যে কোনও বাজনাতেই মানবিক স্ফুরণের সাক্ষী থাকতেন শ্রোতারা।

অলক রায়চৌধুরী

নব্বইয়ের দশক। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা বিভাগের ডিন তখন শিশিরকণা ধরচৌধুরী। তিনি আলি আকবর খাঁ সাহেবের গুরুবোন। সেই জোরেই সম্ভবত এক দুপুরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে উনি নিয়ে এলেন ওস্তাদ জাকির হুসেনকে।

অসিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ক্লাস করাচ্ছিলাম। সে সব শিকেয় উঠল। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকারা সকলেই জীবন্ত কিংবদন্তিকে একবার চোখের দেখা দেখতে চান। বসেছে চায়ের আসর। গরমের দুপুর। কীর্তন আর শ্রীখোলের বিশেষজ্ঞ মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী একটু সরব হয়ে বলেন, খালি গল্প হবে? তবলা হবে না?

তাঁকে কেউ বোঝাতে পারছেন না, এটা সৌজন্য সফর। দশ-পনেরো মিনিটের।

জাকির ভাই কিন্তু বললেন, তবলা কই যে বাজাব? মুহূর্তে সব ডিপার্টমেন্ট থেকে এসে গেল নানা স্কেলের তবলা। বেশ মনে আছে, বড় মুখের তবলা বাঁয়া হাতে তালের সম্রাট নানাবিধ বাজাতে শুরু করলেন।

বাজাচ্ছেন, মুখে বোলের ফুলকি, এও বলছেন, রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে বাজাব না?

সুমিত্রা সেন, মায়া সেন, অরবিন্দ বিশ্বাস, বেলা অর্ণব, গোবিন্দন কুট্টি, বিপ্লব মণ্ডল-- সকলে মিলে ঠায় দাঁড়িয়ে শুনেছিলেন সরস্বতীর বরপুত্রের সেদিনের কলাকৃতি। এ ধরনের স্মৃতিগুলো সুপ্ত থাকে। তাঁর প্রয়াণে বিনা আয়াসে অশ্রুর মোড়কে বেরিয়ে এল।

চায়ের কোম্পানির বিজ্ঞাপনে প্রথম বাঙালি তাঁকে দেখে। পেছনের অপরূপা তাজও যেন সেই ঝাঁকড়া চুলের কাব্য আর আঙুলের দশ সেকেন্ডের টুকরায় বিবর্ণ। ওস্তাদ আল্লারাখার এই পুত্র কিন্তু প্রথম পরিচয় থেকেই শচীন তেন্ডুলকার। তুলনার বাইরে।

গত পরশু সিউড়ি শহরে ওয়ার্কশপ সেরে গাইয়ে ইন্দ্রনীল দত্তর বাড়ি এসে সত্য মিথ্যা মেশানো নানা খবর পাচ্ছিলাম। ইন্দ্রনীল কালবিলম্ব না করে চোদ্দো মাত্রার একটা কম্পোজিশান শোনাতে শুরু করল জাকির ভাইয়ের। বারোর সঙ্গে দুই যোগ নয়, গোটা চোদ্দো নিয়ে আড়া চৌতালের মতো হয়েও ভিন্ন অবয়ব। বজ্রকঠিন তালে মাখনের টপিং। কী যে পেলব শোনাচ্ছে! বুঝছি পরমাত্মার সঙ্গে আপসের দ্বৈরথে নেমেছেন জাকির। ওঁর একক বা সাথসংগত-- যে কোনও বাজনাতেই এই মানবিক স্ফুরণের সাক্ষী ওঁর নিয়মিত শ্রোতারা।

শুধু দেখনদারির লয়কারি নয়, মনোহর, অতি পেলব চাঁটিতে সমাজ সংসারে শ্রদ্ধার সংস্কারকেই যেন মেলে ধরেছেন জাকির। ঠিক লিখে বা বলে বোঝানো যায় না। তাল যেন এখানে সংসারের মুখ্য পুরুষ। তাঁকে ঘিরে পল্লবিত হচ্ছে বাকি সকলের আকাঙ্ক্ষা। এমন গোটাটাই যে পাওয়া যেত। তাই শুনলাম, এই ফেব্রুয়ারিতেই তিন তিনটে গ্র্যামি পেলেন জাকির। বিচারকরা জানেন, এ মানুষের এক জন্মের সাধনা নয়। পরিবারের সুকর্ম আর সম্মিলিত রেওয়াজের এ এক আশ্চর্য নমুনা। নাম জাকির হুসেন।

তবলার পাশে মনে আসছে ওঁর করা অসাধারণ সব সাউন্ড ট্র্যাকের কথা।

ওয়ান ডলার কিউরি, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আয়ার, ইন কাস্টডি এবং এমন আরও নানা অ্যালবাম যা ওয়ার্ল্ড মিউজিকের অন্যতম প্রধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল তাঁকে। বিশ্বসংগীত নিয়ে নানা কাজ করেছেন। দল তৈরি করেছেন একাধিক। এত সময় কীভাবে বের করতেন পাক্কা সংসারী মানুষটি?

জাকির হুসেন
জন্ম : ৯ মার্চ, ১৯৫১
মৃত্যু : ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪

১৯৯১-এর 'বাণপ্রস্থম' ছবির কথাও ভুলি কী করে? লস অ্যাঞ্জেলেসের চলচ্চিত্র উৎসবে স্পেশাল জুরি পুরস্কার পেয়েছিল সে ছবি। প্রতিভার বিচ্ছুরণ বোধহয় একেই বলে। পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড-- সবই পেয়েছিলেন। কিন্তু কিছু দিয়েই তো ওঁকে বেঁধে রাখা গেল না। সর্বভারতীয় স্তরে কুশলী তবলাবাদকের অভাব কোনওকালেই ছিল না। ঘরানাদার যুগপুরুষ এঁরা। জাকিরের পাবলিক অ্যাপ্রোচ দেখে শেখার মতো। শ্রোতারা ওঁর বাজনা শুনে, বলা শুনে বলভরসা পেতেন। কলকাতায় এসে কোনও অনুষ্ঠানে হৈমন্তী শুক্লাকে দেখলেই মাছ খাওয়ার বায়না ধরতেন।

প্রচুর চ্যারিটি ছিল ওঁর। এ কারণে ইউনেসকো তাঁকে সম্মানও জানিয়েছে। শরীর খারাপ বুঝে শীতের অনুষ্ঠান বাতিল করলেও ফেব্রুয়ারি মাসে একবার আসবেনই দেশে, কথা দিয়েছিলেন সংগঠক এবং বন্ধুমহলে।

ওঁর বাজনা নিয়ে কিছু বলার সাহস নেই। একটা কথা বলতে পারি, বিস্ময়ের অন্ত থাকত না, যখন দেখতাম জ্যাজের আঙিনায় ভিন্ন বোধ আর বোল নিয়ে জাকির ভাই হাজির সেখানে। কীভাবে সম্ভব দুই ভিন্ন শিখরে একই যোগ্যতায় বিরাজ করা? সাধারণ ভাবনায় আসে না। সেখানে কাজ করে গুরুমুখী বিদ্যার মামুলি হিসেব। এসব হিসেব কষতে কষতে পণ্ডিতেরা ক্লান্ত।

এরই মধ্যে পণ্ডিত রবিশংকর, আলি আকবর খান, আমাদের সত্যজিৎ রায়, মাদার টেরেজা, আবুল কালাম, পূর্ণদাস বাউলের মতো জাকির হুসেনও হয়ে গেছেন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেশের প্রচ্ছদ। এক জীবনে আর কী পাওয়ার বাকি থাকল?

তবলায় সুর বাঁধা থাকে নানা স্কেলের তারার সা এই স্বরে বা নোটে। জাকির হুসেন যখন বাজাতে বসতেন, তখন মনে হত তবলার বোলে সুরেলা সংগীতও শোনা যাচ্ছে যেন। সেই আপন গান সকলের জন্য রেখে, অন্য কোথাও নয়, সুরলোকেই নিজেকে সরিয়ে নিলেন। আর কোথায় যাবেন তিনি?

(লেখক সংগীত গবেষক, গায়ক)

আজ

১৯৩৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক দেবেশ রায়

১৯৩১

অভিনেতা দিলীপ রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

বিশ্বের দরবারে তবলাকে নিয়ে যাওয়ার পিছনে জাকির ভাইয়ের হাত রয়েছে। জাকির ভাই আসলে অনুপ্রেরণা। এক দশক আগেও তাঁর সঙ্গে যতটা কাজ করতাম, পরে তা হয়নি। এজন্য খুব আক্ষেপ হচ্ছে।

- এআর রহমান

ভাইরাল/১

হাতির আচরণে অবাক নেটিজেনরা। হাতিটির পথ আটকে দাঁড়িয়েছিলেন এক ব্যক্তি। খেয়াল করেননি তাঁর পিছনে একটি হাতি দাঁড়িয়ে। হাতিটি পা দিয়ে তাঁকে রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করলে লোকটির টনক নড়ে। তড়িঘড়ি সরে যান। নিজের পথে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় গজপতি।

ভাইরাল/২

উত্তরপ্রদেশের একটি স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে। যাত্রীদের মধ্যে ট্রেনে ওঠা-নামার ব্যস্ততা। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকতেই এক যাত্রী ব্যাগপত্র নিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যান। ট্রেনের চাকার তলায় ঢুকে যাওয়ার ঠিক আগে একজন জিআরপি কর্মী তাঁকে টেনে নেন। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন জনমত

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা চাই

কোচবিহার জেলার নাটাবাড়ি-২ পঞ্চায়েতটি সম্পূর্ণরূপে কৃষি অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল একটি জনপদ। বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় পনেরো হাজার। এই পঞ্চায়েত এলাকায় একটি হাইস্কুল, দুটি উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়, দুটি এমএসকে, আটটি প্রাইমারি স্কুল, একটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, একটি শাখা ডাকঘর, কয়েকটি এসএসকে এবং আইসিডিএস কেন্দ্র সহ প্রচুর স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। এছাড়া কয়েকটি ছোট-বড় বাজারও রয়েছে।

বর্তমানে ছাত্রছাত্রী সহ জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অনুদান ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেই পেয়ে থাকে। এজন্য নাটাবাড়ি-২ পঞ্চায়েত এলাকার ছাত্রছাত্রী ও বাসিন্দাদের ব্যাংকিং পরিষেবা গ্রহণের জন্য চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের নাটাবাড়ি শাখায় যেতে হয়। এর ফলে প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। বর্তমানে জনসংখ্যা ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অত্যধিক হারে বেড়ে যাওয়ায় উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের নাটাবাড়ি শাখার পক্ষে এত ব্যাপক সংখ্যার গ্রাহককে ব্যাংকিং পরিষেবা দেওয়াও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এমতাবস্থায় নাটাবাড়ি-২ পঞ্চায়েত এলাকার কদমতলা বাজারে যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের একটি নতুন শাখা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে জনপ্রতিনিধি সহ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
নাটাবাড়ি, কোচবিহার।

সংবিধান সংবিধান খেলা

লোকসভায় এখন চলছে সংবিধান সংবিধান খেলা। দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কথা এখন পেছনের সারিতেও নেই, বলা ভালো সবাই ভুল মেরে বসে আছে। ভাবটা এমন, দেশে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা- সব একদম ঠিকঠাক চলছে, কোনও সমস্যা নেই। এমনকি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নির্যাতন নিয়েও কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। মণিপুর জ্বলছে জ্বলুক তাতে আমাদের কী!

বেশ কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কথা বাদ দিয়ে অন্যান্য বিষয়ে, যেমন, সংবিধান, জরুরি অবস্থা, বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ, আম্বানি, আদানি- এই সব নিয়েই সংসদের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত হচ্ছে। কিন্তু দেশের উদ্ভূত আসল সমস্যাগুলো সমাধান করার ব্যাপারে কারও কোনও আগ্রহ দেখা যায় না। জনসাধারণ কিন্তু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে সেই এলাকার উন্নয়নের জন্য কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে সেটা শুনতে বিশেষ আগ্রহী থাকেন।

ধীরে ধীরে ভারতীয় সংসদ তার ঐতিহ্য হারাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন দেশের উন্নয়নের কথা বাদে আর সব বিষয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি একজন দেশের নাগরিক এবং ভোটার হিসেবে উপরোক্ত বক্তব্যগুলো বলার অধিকার নিশ্চয়ই রাখি।

সমীরকুমার বিশ্বাস
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

চা বাগানে যখন দু'মাসের শীতঘুম

উত্তরবঙ্গের ছোট চা চাষি জানেন না টি বোর্ডের অস্তিত্ব। অস্থায়ী শ্রমিকরাও জানেন না, তাঁরা কৃষি না শিল্প দপ্তরের অধীনে।

শিমূল সরকার

সাহেবরা শাসক হবার আগে ডিসেম্বর মাসটাই অজানা ছিল দেশের আমজনতার কাছে। ডিসেম্বর বছর শেষের উৎসবে ভরা একটা হিমেল মাস। সবাই আনন্দ উপভোগ করেন টানা দু'মাস? ফৌজিদের দু'মাস ছুটি বড় বিষয়। ডিসেম্বর সকলের কাছে উৎসবের নয়। সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে? সবুর করুন পাঠক।

তখন হয়তো ঝরু লাকড়ার বাড়িতে চাল বাড়ন্ত। কে ঝরু? চা বাগানের সাময়িক শ্রমিক। এই ডিসেম্বরে বাগান বন্ধ হয়। সেই ইংরেজ আমলের প্রথা। সদরিদের মালিকরা পাঠাতেন, শ্রমিক খুঁজে আনতে সিকিম, নেপাল বা সাবেক বিহারে। নানা রকমের পরিচর্যার কাজ পান স্থায়ী শ্রমিক। তাঁদের নাম থাকে বাগানের খাতায়।

ঝরুরা যেন ঝরা পাতা। পেশা পরিচয়ের ঠিক নেই। কখনও চা বাগানে অস্থায়ী, কখনও ছোট চা চাষের জমিতে কাজ। লাভের আশায় বহুজন দশক ধরে খাদ্যশস্য ছেড়ে চা চাষি, যেখানে হাতির আনাগোনা ঘনঘন। মজার কথা, তাঁদের অবস্থা গেছোবাবার! কৃষি দপ্তরের নয়, চা বোর্ডেরও নয়।

উপনিবেশের আমলে টি বোর্ড গঠিত হয়েছিল, মূলত স্কটল্যান্ডের বিনিয়োগকারীদের জন্য। তা বিবর্তিত। ছোট চা চাষিদের আইনি জটিলতায় নাকি নাম লেখানো দায়। ক্ষুদ্র চা চাষিদের একগাদা সংগঠন জুড়ে একটা গড়লেও সমস্যার সুরাহা হয়নি। ছোট চাষিদের নথিভুক্ত করতে রাজ্যের অনুমোদন দরকার, সেখানে সীমানা ২০০১ সালে। অথচ ছোট চা চাষিদের চা চাষে ঢল নেমেছে তারপরে। ছোট চা চাষে শ্রমিকদেরও নেই নির্দিষ্ট সুরক্ষা।

ছোট চা চাষিদের অসুবিধা কম নেই। উৎপাদিত চা পাতার দামের অধিকার দালালদের হাতে। কোনও দরাদরির জায়গা নেই। তেমন, ছোট চা খেতের শ্রমিকদের জন্য স্থায়ী শ্রমিকদের রক্ষাকবচ অমিল। ১৯৫১ সালের প্ল্যান্টার্স আইন এদের চেনে না। ছোট চা খেতের শ্রমিকদেরও বড় অংশ মহিলা।

প্রতিষ্ঠিত বাগানের মতো এইসব খেতেও চা পাতা তোলা ডিসেম্বরে বন্ধ হয়। চায়ের কারখানা বন্ধ হলে কে নেবে পাতা? পরিচর্যার জন্য খুচখাচ কাজ জোটে। অথবা নদীর বালি তোলা, পাথর বাছাইয়ের কাজ ঠিকাদারদের কাছে। না হলে ঝরুর মতো ভাত বাড়ন্ত! কিছু ভিনরাজ্যে যায় বেশি রোজগারের জন্য। রোজের ফারাকের অর্থনৈতিক কারণটা অবশ্য জানার বাইরে। বাকিরা হয় কাঠবেকার না হলে শীতঘুমে।

ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি-দু'মাস খুচরো চা খেতের অস্থায়ী চা জীবীদের থাকে না নিশ্চিত রোজগারের ঠিকানা। তাই বলে তো পরিবারের পেট বন্ধ থাকবে না। শীত ঠেকাতে জ্বালানিও এক সমস্যা। থাকে না রোগের হামলা বন্ধের হুকুম। ভরসা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প।

মোট কত একর জমিতে ছোট চা চাষ হয়? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মুশকিল। চা কৃষি দপ্তরের হাতে নেই। কত জমিতে ধানের বদলে চা বসেছে, তার হিসেব কে দেবে? ফলে কতজন চা চাষে অস্থায়ী শ্রমিক তার হিসাব? আকাশের দিকে তাকানো ছাড়া উপায় কোথায়?

চা আছে টি বোর্ডের অধীনে। তারা মাঝে মাঝে ওয়ার্কশপ করালেও ছোট চা চাষিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে? বহু চা চাষির কাছে অজানা। অধিকাংশ ছোট চা চাষি জানেন না কীভাবে টি বোর্ডের নাগাল পেতে হয়। অস্থায়ী শ্রমিকরাও জানেন না, তাঁরা কৃষি দপ্তর না শিল্প দপ্তরের অধীনে। চা যে শিল্প এই ধারণাও কমজনের আছে। ফলে রাজ্যের র‍্যাশন ছাড়া আর কী অধিকার আছে? ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

মোট কথা, ডিসেম্বরের খুশির সময়ে এদের কপালে পড়ে চওড়া ভাঁজ। আবার ফ্রেব্রুয়ারিতে চা চাষ চালু হলে উনুন থেকে দু'বেলা গলগল করে ধোঁয়া বের হয়। চায়ের কাপ হাতে নাকে আসে সেদ্ধ ভাতের সুবাস!

(লেখক পুলিশ অফিসার। দীর্ঘদিন কাজ করেছেন উত্তরবঙ্গে)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৪০১৫

১			২		৩		৪
		৫					
৬							
					৭		৮
৯		১০		১১			
১২				১৩			

পাশাপাশি : ১। কোনও কারণ ছাড়া, বিনা উদ্দেশ্যে ৩। সন্তান সম্ভবা মহিলা ৫। যে শিশু মাতৃস্তন্যের ওপর নির্ভরশীল ৬। উৎকট, জঘন্য বা বীভৎস্য ৭। তোষকের খোল তৈরির কাপড় ৯। যে চালাকির ভান করে ১২। ফুলের পরাগ যার মিলনে ফুল থেকে ফল হয় ১৩। মনোমালিন্য, কলহ বা ঝগড়া।
উপর-নীচ : ১। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে ২। হুঁকোর যে অংশে তামাক সাজানো হয় ৩। ঘি দিয়ে তৈরি বিশেষ ধরনের ভাত ৪। ব্যঞ্জন রান্নার চ্যাপটা হাঁড়ি ৫। পলেস্তারা হতে পারে, পরিধেয় হতে পারে ৭। দাগ বা চিহ্ন ৮। নস্যি রাখার ডিবে ৯। একপ্রকার ধান ১০। ঈশ্বরের দূত ১১। নাশপাতির আকৃতির কাঠের খেলনা।

সমাধান ■ ৪০১৪

পাশাপাশি : ১। পিরিচ ৪। পটল ৫। খোসা ৭। কমলা ৮। তায়দাদ ৯। ঝকমারি ১১। কলাপ ১৩। তিথি ১৪। হলফ ১৫। নলিচা।
উপর-নীচ : ১। পিনাক ২। চপলা ৩। হালখাতা ৬। সাবুদ ৯। ঝটিতি ১০। রিক্তহস্ত ১১। কফন ১২। পরচা।

বিন্দুবিসর্গ

উপদেষ্টার ভাষণে নেই মুজিব প্রসঙ্গ ■ হাসিনাহীন বাংলাদেশ দেখল অন্য বিজয় দিবস

চাপের মুখে ভোটের বার্তা ইউনূসের

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ১৬ ডিসেম্বর : রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের বাড়তে থাকা চাপ সামাল দিতে জাতীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য সময়সূচির ইঙ্গিত দিলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। সোমবার বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন, '২০২৫-এর শেষ থেকে ২০২৬ সালের প্রথম দিকে জাতীয় সংসদের নির্বাচন হতে পারে।' নির্বাচনের রূপরেখা ঠিক করতে একটি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন ইউনূস। সেই সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানো ও 'স্বৈরাচারের দোসর' তকমা দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠদের বিচারের আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। তবে দেশের স্বাধীনতা যাঁর হাত ধরে এসেছিল বাংলাদেশে, সেই মুজিব-উর-রহমানের নাম একবারও উল্লেখ বিজয় দিবসের ভাষণে উল্লেখ করেননি ইউনূস। গোটা ভাষণে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা বা ভারতীয় সেনার অবদান নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি। ইউনূসের নীরবতার সঙ্গে সংগতি রেখে বিজয় দিবসে ভারত বিরোধিতার অস্ত্রে শান দিয়েছেন অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টা, বিএনপি ও তথাকথিত বৈষম্য বিরোধী ছাত্রনেতারা।

ইউনূস জানান, জানুয়ারি থেকে কাজ শুরু করবে নতুন কমিশন। তার তত্ত্বাবধানে হবে নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সংস্কার। ভোটের আগে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরির কথাও জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। তাঁর কথায়, 'ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনার সহ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়ে গিয়েছে। কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এখন থেকে তাদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত হল ভবিষ্যৎ সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করা। তারা তাদের প্রস্তুতি শুরু করেছে।'

আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর থেকে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে সরব ছিল বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক শক্তি বিএনপি। তাদের সুরে সুর মিলিয়েছে জামাত। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান রবিবার দলের এক অনুষ্ঠানে দেওয়া ভার্চুয়াল বক্তৃতায় অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। দলের মহাসচিব মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগির বলেন, 'খুব তাড়াতাড়ি একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদের পথে এগোতে হবে।' এদিনও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, 'ধারণা নয়, বিএনপি নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ চায়। সংস্কারের নামে অযথা সময়ক্ষেপণ দেশি-বিদেশি চক্রান্তকারীদের সুযোগ করে দেবে।'

ক্ষমতায় আসার পর থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের অংশ ছাত্র নেতারা সংবিধান বাতিল ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আমূল সংস্কারের কথা বলেছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কারের জন্য ৬টি কমিশনও গঠন করা হয়েছে। সেইসব কমিশন সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছে। এদিন আগের অবস্থান থেকেও সরে এসেছেন ইউনূস। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ন্যূনতম সংস্কারের মাধ্যমে নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে অন্তর্বর্তী সরকার। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক ঐকমত্যের কারণে আমাদেরকে যদি অল্প কিছু সংস্কার করে ভোটার তালিকা নির্ভুলভাবে তৈরি করার ভিত্তিতে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হয়, তাহলে ২০২৫ সালের শেষের দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়তো সম্ভব হবে। আর যদি এর সঙ্গে নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচনি সংস্কার কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ও জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত মাত্রার সংস্কার যোগ করতে হয় তাহলে অন্তত আরও ছয় মাস অতিরিক্ত সময় লাগতে পারে।'

কমিশনের গঠন কাঠামো সম্পর্কে ইউনূস জানান, অন্তর্বর্তী সরকার ইতিমধ্যে যে ৬টি কমিশন গঠন করেছে সেই কমিশনগুলির চেয়ারম্যানদের জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য করা হবে। কমিশনের নেতৃত্ব দেবেন খোদ প্রধান উপদেষ্টা। কমিশন মনে করলে নতুন সদস্য নিয়োগ করতে পারবে। প্রস্তাবিত কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের রাখা হবে কি না সে ব্যাপারে অবশ্য নীরব ছিলেন ইউনূস।

> ২০২৫-এর শেষ থেকে ২০২৬ সালের প্রথম দিকে জাতীয় সংসদের নির্বাচন হতে পারে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়ে গিয়েছে। কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এখন থেকে তাদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত হল ভবিষ্যৎ সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করার। তারা তাদের প্রস্তুতি শুরু করেছে।
>
> **মুহাম্মদ ইউনূস**

মোদির পোস্ট নিয়েও ভারত বিরোধিতায় শান

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর। ঢাকায় ভারতীয় সেনা ও মুক্তিবাহিনীর সামনে আত্মসমর্পণ করেছিল তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা সেনাবাহিনী। স্বাধীন বাংলাদেশের পথচলার সেই শুরু। ঐতিহাসিক এই দিনটিকে বিজয় দিবস হিসাবে পালন করা হয় বাংলাদেশে। সীমান্তের এপারেও পালিত হয় নানা অনুষ্ঠান। সেই প্রথা এবারও মানা হয়েছে। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে থাকা বাংলাদেশে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা নজর এড়ায়নি। সোমবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে নির্বাচন আয়োজনের আশ্বাস দিলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বা ভারতের নাম উচ্চারণই করেননি প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস।

বাংলাদেশের পালাবদলের রেশ ধরে ২০২৪-এর বিজয় দিবসে শেখ হাসিনা ও আওয়ামি লিগ ছায়া ফেলতে পারেনি। সিংহভাগ অনুষ্ঠানে ভিড় জমিয়েছিলেন বিএনপি, জামাত ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্রনেতা এবং তাঁদের অনুগামীরা। বক্তাদের মন্তব্যে যেমন উহ্য থেকেছে বঙ্গবন্ধু, আওয়ামি লিগ, মুক্তিবাহিনী, ভারতীয় সেনার কথা। তেমনই পাকিস্তান, পাক হানাদার বাহিনী, রাজাকারদের ভূমিকা নিয়েও যথাসম্ভব কম শব্দ খরচ করা হয়েছে। বরং গুরুত্ব পেয়েছে শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনের সমালোচনা। মুক্তিযুদ্ধ ও ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে এক পংক্তিতে বসানোর চেষ্টাও নজর এড়ায়নি। একই সঙ্গে দিনভর তোলা হয়েছে ভারত বিরোধিতার জিগির। মুক্তিযুদ্ধ উপলক্ষ্যে সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতীয় সেনার উদ্দেশে যে শুভেচ্ছা বার্তা পোস্ট করেছেন তার বিরুদ্ধেও ঝড় তোলার চেষ্টা চলেছে বাংলাদেশে।

মোদি লিখেছেন, 'আজ বিজয় দিবস। ১৯৭১-এ ভারতের ঐতিহাসিক বিজয়ে অবদান রাখা সাহসী সৈনিকদের সাহস ও আত্মত্যাগকে আমরা সম্মান জানাচ্ছি। তাঁদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও সংকল্প আমাদের জাতিকে রক্ষা করেছে। দেশকে গৌরব এনে দিয়েছে। এই দিনটি তাঁদের বীরত্ব ও অদম্য চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁদের আত্মত্যাগ চিরকাল আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।' এই পোস্টের স্ক্রিনশট নিজের হ্যান্ডেলে পোস্ট করে অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল লিখেছেন, 'তীব্র প্রতিবাদ করছি। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ছিল বাংলাদেশের বিজয়ের দিন। ভারত ছিল এই বিজয়ের মিত্র, এর বেশি কিছু নয়।'

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা হাসনত আবদুল্লার বক্তব্য, 'এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য এই যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু মোদি দাবি করেছেন, এটি শুধু ভারতের যুদ্ধ এবং তাদের অর্জন। তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের অস্তিত্বই উপেক্ষিত।' যদিও পর্যবেক্ষক মহলের মতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মোদি ভারতীয় সেনা ও দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেই পোস্টকে নিয়ে বাংলাদেশে জলঘোলা করার চেষ্টা যুক্তিহীন।

বিতর্ক উসকে দিয়ে জামাত নেতা হেলাল উদ্দিন বলেন, '১৯৬৫-তে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে ভারত পরাজিত হয়েছিল। তার প্রতিশোধ নিয়ে ভারত আওয়ামি লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানকে দু-টুকরো করেছে।' বিএনপি নেতা রহমাতুল্লার বক্তব্য, 'ভারত নিজের স্বার্থে বাংলাদেশের মানুষকে সহযোগিতা করার ভান করেছিল। পুতুল সরকার তৈরি করে বাংলাদেশকে শোষণ করতে চেয়েছিল।'

রবিবার এক বার্তায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সঙ্গী করে স্বাধীনতা বিরোধীদের পরাজিত করার ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক সেনার সমর্থনে গণহত্যা চালানো যুদ্ধপরাধীদের উত্তরসূরিরা আজ অবৈধ সরকারের ছত্রছায়ায় রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় ভূমিকা রাখা বয়োজ্যেষ্ঠদের আক্রমণ করা হচ্ছে। 'জয় বাংলা' স্লোগানকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রতীকগুলি বিনা বাধায় ধ্বংস করা হচ্ছে।'

বাংলাদেশের বিজয় দিবসে পথে নামলেন বঙ্গ তনয়ারা। সোমবার ঢাকার রাজপথে।

ইন্ডিয়া'র যোগ্য মুখ মমতাই, দাবি অভিষেকের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : ইন্ডিয়া জোটের সবচেয়ে যোগ্য মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ইন্ডিয়া' জোটের মুখ করার পক্ষে সওয়াল করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোটের সবচেয়ে প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ নেত্রী। এই বিষয়টি নিয়ে জোটের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া উচিত।

এর আগে এনসিপি প্রধান শারদ পাওয়ার এবং আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব মমতাকে 'ইন্ডিয়া' জোটের মুখ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এবার তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই দাবিকে সমর্থন জানালেন। তাঁর এই মন্তব্যে জোটের নেতৃত্ব নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

সোমবার দিল্লিতে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বলেন, 'কোনও দলকেই ছোট করে দেখা উচিত নয়। তবে তৃণমূলই হল ইন্ডিয়া জোটের একমাত্র দল, যারা বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয়কেই হারিয়েছে। যা দলের শক্তিকে তুলে ধরে।' সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, 'ইন্ডিয়া জোট এই বিষয়ে আলোচনা করবে। মমতা জোটের মধ্যে অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেত্রী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এটি তাঁর তৃতীয় মেয়াদ এবং এর আগে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবেও বেশ কয়েকবার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার।'

অভিষেক স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, জাতীয় রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান কেন অনন্য এবং যোগ্য। মমতা একজন জাতীয় নেত্রী, কয়েকবারের সাংসদ এবং চারবার কেন্দ্রীয়মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতার কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠা উচিত নয় বলে অভিষেক ইঙ্গিত দিয়েছেন।

অন্যদিকে ইভিএম নিয়ে ওমর আবদুল্লার পর এবার কংগ্রেসের দিকে কার্যত ঘুরিয়ে আঙুল তুললেন অভিষেকও। তাঁর মতে, ইভিএমে কারচুপি নিয়ে অভিযোগ তোলা যথেষ্ট নয়, বরং ভোট প্রক্রিয়ার আগে

> তৃণমূলই হল ইন্ডিয়া জোটের একমাত্র দল, যারা বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয়কেই হারিয়েছে। যা দলের শক্তিকে তুলে ধরে। ইন্ডিয়া জোট এই বিষয়ে আলোচনা করবে। মমতা জোটের মধ্যে অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেত্রী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এটি তাঁর তৃতীয় মেয়াদ এবং এর আগে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবেও বেশ কয়েকবার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার।
>
> **অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

এবং ভোটগণনার সময় সঠিকভাবে ইভিএম খতিয়ে দেখা উচিত।

তিনি দাবি করেছেন, যদি নিয়ম মেনে ইভিএম পরীক্ষা করা হয়, তাহলে কারচুপির কোনও সুযোগ থাকবে না। অভিষেক আরও বলেন, 'কথায় নয়, বাস্তবিক কাজের মাধ্যমে কারচুপি রোধ করতে হবে। শুধুমাত্র অভিযোগ তোলা যথেষ্ট নয়।' তাঁর বক্তব্যে ইঙ্গিত স্পষ্ট, কংগ্রেসের ইভিএম-সংক্রান্ত অভিযোগে যুক্তি ও প্রস্তুতির অভাব রয়েছে বলেই তিনি মনে করেন।

অভিষেক আরও বলেন, 'তারপরও যদি কোনও প্রমাণ থাকে, তাহলে যাঁরা ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, তাঁদের কাছে যদি এমন কিছু তথ্য থাকে, সেটাকে নির্বাচন কমিশনকে গিয়ে দেখানো উচিত।'

তাঁর জীবন তৈরি করে দেন জাকির

মুম্বই, ১৬ ডিসেম্বর : যাঁর তালবাদ্যের নানা আঙ্গিক ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের ঐতিহ্যকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে, সেই কিংবদন্তি শিল্পী জাকির হুসেনের তবলা নির্মাতা হরিদাস ভটকর শিল্পীর প্রয়াণের খবরে আবেগ চেপে রাখতে পারলেন না। অকপটে স্বীকার করলেন, 'আমি শুধু ওঁর তবলা বানিয়ে দিয়েছি। জাকির সাহেব আমার জীবন তৈরি করে দিয়েছেন।'

মুম্বইয়ের কাঞ্জুরমার্গে হরিদাস ভটকরের কর্মশালা। অনেক তবলা বানিয়েছেন। মেরামতও করেন। ওস্তাদ সাহেবের পছন্দমাফিক তবলা তাঁর হাতে তৈরি হয়েছে। বাণিজ্যনগরীর এই কর্মশালায় হরিদাস কথায় কথায় জানালেন,

অকপট তবলা নির্মাতা

তবলা নিছক একটি বাদ্যযন্ত্র নয়। আঙুলের জাদুস্পর্শে তা থেকে উঠে আসা টিউনিং সংগীতকে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পৌঁছে দেয়, জাকির সাহেবের এই চেতনা ছিল। তাই তবলা সম্পর্কে ভারি খুঁতখুঁতে ছিলেন। তিনি মনোযোগ দিতেন তবলার বোলে। হরিদাস বলেই ফেললেন, 'জানেন, আর আগের মতো তবলা হবে না। আমার বিখ্যাত গ্রাহককে হারালাম।' তাঁর সেই শ্রেষ্ঠ গ্রাহকের সঙ্গে অগাস্টেই হরিদাসের দেখা হয়েছিল।

সেদিন গুরু পূর্ণিমা। জাকির সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় একটি হল

ঘরে। সেখানে প্রচুর ভক্ত। 'পরের দিন নেপিয়ান সি রোড পাড়ার সিমলা হাউস কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। ঘণ্টা দু'য়েক কথাবার্তা হয়েছিল। মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। সে যেন কথার মৌতাত।'

প্রথম জাকিরের বাবা আল্লারাখার জন্য তবলা বানানো শুরু করেন হরিদাস। '১৯৯৮ সাল থেকে জাকিরের জন্য তবলা তৈরি করছি।' এত কথা বললেও হরিদাসের মুখে বিষণ্ণতার ছোঁয়া। তবলা তৈরি ভটকর বংশের তিন পুরুষের রুজিরুটি। হরিদাসদের পরিবারের আদি বসত পশ্চিম মহারাষ্ট্রের মিরাজে।

জাকির হুসেনের প্রচুর তবলা তৈরি হয়েছে হরিদাসের হাতে। অনেক তবলা আবার হরিদাসের জন্য রেখেও দিয়েছেন জাকির।

নতুন তবলার পাশাপাশি অনেক পুরোনো তবলা মেরামতও করেছেন, হরিদাসের এই কথার মধ্যে যেন নিহিত রয়েছে জীবনদর্শন, 'আমি তো শুধু ওঁর জন্য তবলা তৈরি করেছি। উনি যে আমার জীবন গড়ে দিয়েছেন।'

দুরারোগ্য ফুসফুসের রোগেই মৃত্যু

সান ফ্রান্সিসকো, ১৬ ডিসেম্বর : জাকির হুসেনের প্রাণ কেড়েছে ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস (আইপিএফ) নামের দুরারোগ্য ফুসফুসের রোগের জটিলতা।

আইপিএফ কী: একটি দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসজনিত রোগ। এতে ফুসফুসের ছোট বাতাসের থলিগুলি (অ্যালভিওলাই) এবং তাদের চারপাশের টিস্যু আক্রান্ত হয়। এর ফলে টিস্যুগুলি মোটা ও শক্ত হয়ে যায়, তাতে স্থায়ীভাবে দাগ পড়ে (ফাইব্রোসিস), তাই শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। 'ইডিওপ্যাথিক' শব্দটির অর্থ, কোনও নির্দিষ্ট কারণ জানা যায় না।

এটা কি বিরল রোগ: হ্যাঁ। গবেষণা বলছে, প্রতি ১০ হাজার জনের মধ্যে আইপিএফ-এর প্রাদুর্ভাবের হার ০.৩৩ থেকে সর্বোচ্চ ৪.৫১। এই রোগের প্রাদুর্ভাব নির্ভর করে অঞ্চল ও জনসংখ্যার ওপর। দক্ষিণ কোরিয়ায় এই রোগ সবচেয়ে বেশি হয়।

রোগের উপসর্গ : দীর্ঘস্থায়ী কাশি, শ্বাসকষ্ট (যা সময়ের সঙ্গে বাড়ে)।

কেন হয় : ধূমপান, বংশানুক্রমিক কারণ এবং বয়স।

চিকিৎসা : আইপিএফ পুরোপুরি নিরাময়যোগ্য নয়। তবে লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসায় রোগের তীব্রতা কমানো যায়।

প্রতিরোধের উপায় : ধূমপান বন্ধ করা, শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা, সুস্থ খাদ্যাভ্যাস, ফুসফুসের সংক্রমণে ভোগা রোগীদের থেকে দূরে থাকা এবং প্রয়োজনে বার্ষিক ফ্লু এবং নিউমোকক্কাল টিকা নেওয়া।

আজই 'এক ভোট' বিল পেশ করা হচ্ছে

বিরোধিতার পথে তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : 'এক দেশ এক নির্বাচন' বিল সংসদে পেশ করা নিয়ে সংশয় অব্যাহত। মঙ্গলবার 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ইলেকশন' (এক দেশ এক নির্বাচন) সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিলটি লোকসভায় পেশ করতে চলেছে কেন্দ্র। এই বিলের লক্ষ্য হল লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে করা। বিলে এমন একটি ধারা রয়েছে যেখানে কোনও বিধানসভা ভোট লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে একত্রে করা সম্ভব না হলে বিশেষ পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। সংসদে 'এক দেশ এক নির্বাচন' বিল পেশ করা হচ্ছে বলে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা তালিকায় রাখা হয়েছে।

এদিকে 'এক দেশ এক নির্বাচন' বিলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সংসদভবন প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'যাঁরা বাংলায় আট দফায় ভোট করায়, তাঁরা সারা দেশে একসঙ্গে নির্বাচন পরিচালনা করবে কীভাবে?' অভিষেকের অভিযোগ, এই বিল জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করবে। তিনি আরও বলেন, 'ভোটপ্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনে সংবিধান বদলের চেষ্টা করছে বিজেপি। এটি জনগণের কণ্ঠরোধ করার ষড়যন্ত্র। যত দিন বিরোধী দল থাকবে, আমরা এই বিল পাশ হতে দেব না।'

তৃণমূল সূত্রে খবর, এদিন দলীয় সাংসদদের সঙ্গে আলোচনায় অভিষেক বলেন, কোনওভাবে এক দেশ এক নির্বাচনকে সমর্থন করা যাবে না। সংসদ এবং সংসদের বাইরে ঘাসফুল শিবির এর বিরোধিতা করবে।

অভিষেকের বক্তব্যে স্পষ্ট, তৃণমূল কংগ্রেস এক দেশ এক নির্বাচনের ধারণাকে গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য হুমকি হিসেবে দেখছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এবং রাজ্যের বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ভোটে বেশ কয়েকজন করে মারা যান। বাংলায় আট দফায় ভোট করানোর কোনও প্রয়োজন হবে না যদি রাজ্য সরকার অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে পারে।'

সরব প্রিয়াংকা : সোমবার সংসদে প্রিয়াংকা সরকারের কাছে আবেদন করেন সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ নিয়ে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত এবং নির্যাতিতদের সাহায্য করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

প্রিয়াংকা বলেন, 'বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে হিন্দু ও খ্রিস্টানদের ওপর যে নির্যাতন চলছে, তা অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা। সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হিংসা শুধু একটি দেশের সমস্যা নয় বরং এটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি বড় উদাহরণ।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর যে বর্বর নির্যাতন চলছে, তার বিরুদ্ধে ভারতের সরকারকে কড়া অবস্থান নিতে হবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।'

সোমবার প্যালেস্তাইন লেখা এক ঝোলা ব্যাগ আর গলায় সাদা-কালো এক স্কার্ফ পরে সংসদে প্রবেশ করেন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। ভাইরাল ছবি দেখে বিজেপি মুখপাত্র সম্বিৎ পাত্রর কটাক্ষ, 'গান্ধি পরিবার এভাবেই তোষণের ব্যাগ বয়ে নিয়ে চলে। তাই নির্বাচনে তাঁদের ফল এমন হয়।'

'নেহরুর চিঠি ফেরান' রাহুলকে বার্তা

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির কাছে জওহরলাল নেহরুর ঐতিহাসিক চিঠি-সংগ্রহ ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানাল 'প্রাইম মিনিস্টার'স মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরি' (পিএমএমএল)। গত ১০ ডিসেম্বর লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে চিঠি দিয়েছেন পিএমএমএল-এর সদস্য রিজওয়ান কাদরি। ২০০৮ সালে তৎকালীন ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির অনুরোধে চিঠিগুলি জনসাধারণের থেকে সরিয়ে নিয়ে ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখা হয়েছিল। তার আগে ১৯৭১ সাল থেকে নেহরুর ব্যক্তিগত পত্রাবলি ওই সংগ্রহশালার হেপাজতেই ছিল।

এই ঐতিহাসিক পত্রাবলির সংগ্রহটি ১৯৭১ সালে জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল ফান্ড থেকে নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরিতে (এনএমএমএল) স্থানান্তরিত করা হয়। ৫১টি বাক্সে সংরক্ষিত নেহরুর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র রয়েছে। চিঠিগুলি তিনি লিখেছিলেন বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, জয়প্রকাশ নারায়ণ, এডউইনা মাউন্টব্যাটেন, পদ্মজা নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, অরুণা আসফ আলি এবং বাবু জগজীবন রামের মতো বিশ শতকের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের।

চিঠিতে বলা হয়েছে, দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ব্যক্তিগত চিঠির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিচার করে সেগুলি যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। চিঠির আসল প্রতিলিপি না ফেরানো হলেও অন্তত ছাপা প্রতিলিপি কিংবা ডিজিটাল সংস্করণ দিলেও সরকারের আপত্তি নেই। গত সেপ্টেম্বরেও চিঠিগুলি ফেরানোর জন্য সোনিয়াকে আর্জি জানিয়েছিলেন সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষ। চিঠিতে রাহুলের উদ্দেশে লেখা হয়েছে, 'আমরা বুঝতে পারছি নেহরু পরিবারের কাছে এই নথিগুলির ব্যক্তিগত গুরুত্ব রয়েছে। যদিও পিএমএমএল মনে করে, এই ঐতিহাসিক সম্পদ গবেষকদের কাছে আরও সহজলভ্য হওয়া উচিত।'

জার্মানিতে হার চ্যান্সেলারের

বার্লিন, ১৬ ডিসেম্বর : আস্থা ভোটে হেরে গেলেন জার্মানির চ্যান্সেলার ওলাফ শোলজ। সোমবার তাঁর জয়ের জন্য ৩৬৭টি ভোটের দরকার ছিল। কিন্তু তিনি পেয়েছিলেন মাত্র ২০৭টি ভোট। ১১৬ জন ভোটাভুটিতে অংশ নেননি। ফলে, জার্মানিতে খুব দ্রুত নির্বাচন হতে পারে। সে দেশে ক্ষমতায় আসতে পারে দক্ষিণপন্থী জোট।

কানাডায় ডামাডোল

মন্ট্রিয়ল, ১৬ ডিসেম্বর : কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে মতবিরোধের জেরে সোমবার পদত্যাগ করলেন উপপ্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড। সোমবার কানাডার সংসদে তাঁর দেশের আর্থিক তথ্য জানানোর কথা ছিল। কিন্তু তার মাত্র কিছুক্ষণ আগে তিনি পদত্যাগ করেন। ক্রিস্টিয়া ২০২০ থেকে কানাডার অর্থমন্ত্রীও। ট্রুডোর পক্ষে ঘটনাটা বড় ধাক্কা।

সীতারামন বনাম খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : ভারতীয় সংবিধানের ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে রাজ্যসভায় বিতর্কের প্রথম দিনে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। পালটা জবাব দিলেন বিরোধী দলনেতা তথা

বলরাজ সাহানির গ্রেপ্তারি

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। সীতারামন-খাড়গে দ্বৈরথে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদের উচ্চকক্ষ।

অভিনেতা বলরাজ সাহানি ও গীতিকার মজরু সুলতানপুরীর গ্রেপ্তারির কথা উল্লেখ করেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'মিল শ্রমিকদের সভায় মজরু সুলতানপুরী জওহরলাল নেহরুর বিরুদ্ধে লেখা কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। তাই তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। তিনি ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করেন এবং বলরাজ সাহানির সঙ্গে জেলে যান।'

শপথ ঋতব্রতর

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : সোমবার তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় শপথ নিলেন। দ্বিতীয়বার সাংসদ হিসেবে শপথ নেওয়ার সময় নিজের দায়িত্ব, কর্তব্য উল্লেখ করে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেন তিনি।

মোদিকে আশ্বাস শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টের

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : শ্রীলঙ্কার জমি ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে দেবেন না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে এই আশ্বাসই দিলেন দ্বীপরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিশানায়েকে। সোমবার নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে মোদির সঙ্গে তাঁর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হল। তাতে প্রতিরক্ষা, বিনিয়োগ ও বাণিজ্যে সহযোগিতার বিষয়টি উঠেছে।

প্রেসিডেন্ট পদে বসার পর প্রথম বিদেশ সফর হিসেবে ভারতকে

বেছে নিয়েছেন দিশানায়েকে। তাঁর তিনদিনের সফর শুরু হয়েছে রবিবার। আঞ্চলিক শান্তি নিশ্চিত করার ব্যাপারে মোদিকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে দিশানায়েকে বলেছেন, ভারত সব সময় শ্রীলঙ্কাকে সাহায্য করেছে। তাঁর দেশ ভারতের বিদেশনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। তিনি বলেন, 'আমাদের জমি এমনভাবে ব্যবহার করতে দেব না, যাতে তা ভারতের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়।' দিল্লির সঙ্গে কলম্বোর সহযোগিতা বাড়বে। মৎস্যজীবী ইস্যুতে স্থায়ী ও টেঁকসই সমাধান চান তিনি।

বছর দুয়েক আগে আর্থিক ক্ষেত্রে দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল শ্রীলঙ্কা। তখন ভারত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই সময়ের কথা উঠে এসেছে প্রেসিডেন্টের মুখে। প্রধানমন্ত্রী মোদি জানিয়েছেন, আগামী দিনে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে সংযোগ আরও বাড়বে। চেন্নাই ও জাফনার মধ্যে ফেরি পরিষেবা দু'দেশের পর্যটনকে চাঙ্গা করেছে। বাড়িয়েছে সাংস্কৃতিক বন্ধন।

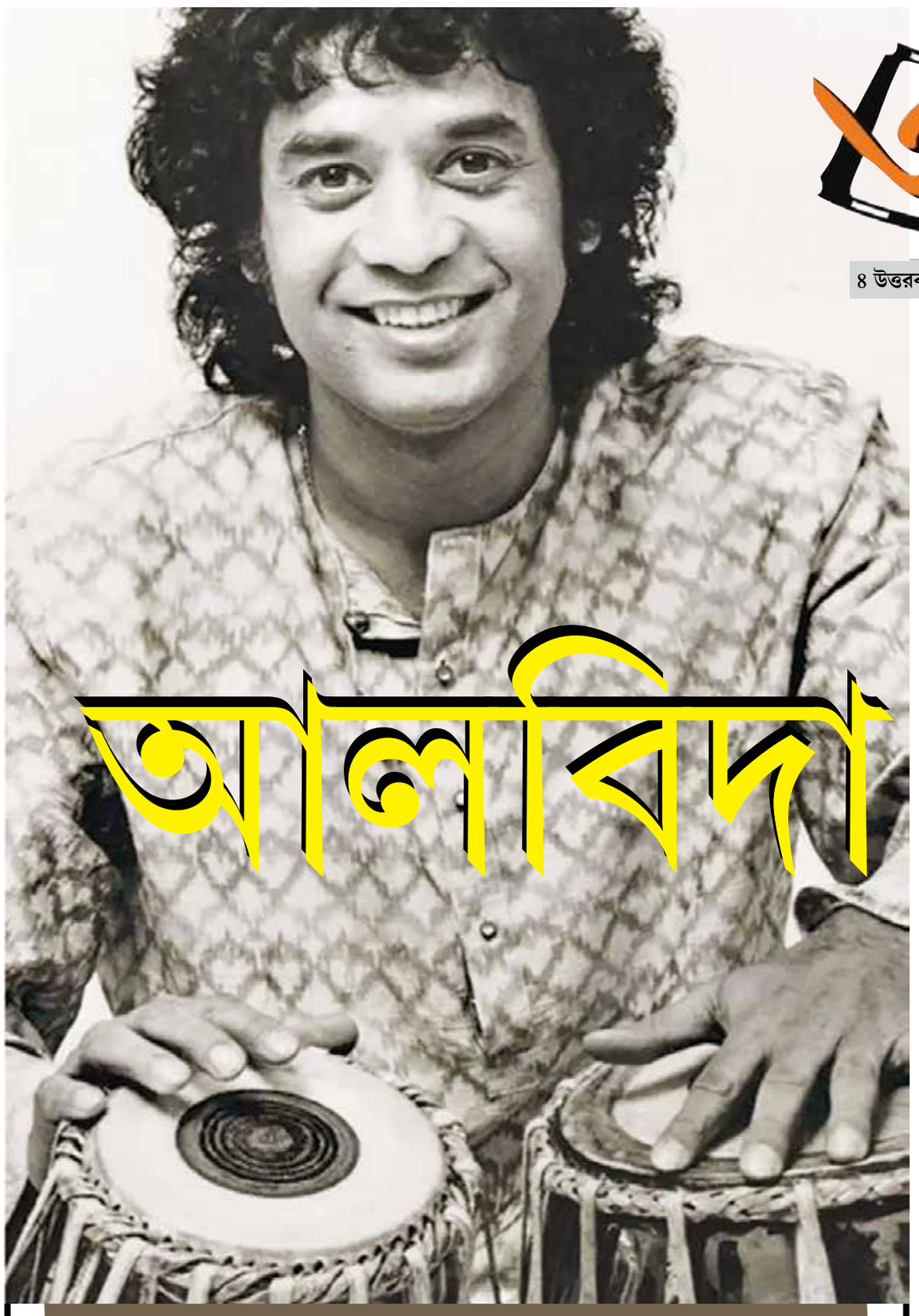

তারাদের কথা

আলবিদা

আনন্দের চোটে মার্কিন মুলুক থেকে নিজের খরচে আগ্রায় জাকির

তাঁকে যে এই প্রস্তাবটা দেওয়া হতে পারে, সম্ভবত কোনও দিনই ভাবতে পারেননি জাকির হুসেন। বিজ্ঞাপনের কথা শুনে ঠিক বিশ্বাস হয়নি তাঁর। কিন্তু ফোনটা যখন পেলেন, সবটা যেই শুনলেন, অমনি ভেতরের সেই শিশুটা লাফিয়ে উঠল। আর তারপর? এখনো তা ইতিহাস।

ব্রুকবন্ড তাজমহল চা। মনে আছে নিশ্চয়ই। আসলে আমবাঙালির জাকির হুসেনকে চেনার শুরু সেখান থেকেই।

একটা পণ্য কী করে একজন মহাতারকার সঙ্গে একাসনে বসে পড়ে, তার একমাত্র নজির এই ব্রুক বন্ড এবং জাকির হুসেন।

'তবলা বাজাচ্ছেন যেন জাকির হুসেন' লাইনটার তখনো জন্ম হয়নি। তবে 'ওয়াহ উস্তাদ, ওয়াহ' এই লব্জ লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে কয়েক প্রজন্মের ঠোঁট থেকে, লাগাতার। তিনি নিজে বোধহয় এমনটা যে ঘটবে, তার কোনও আন্দাজ পেয়ে থাকতে পারেন। নইলে সান ফ্রান্সিসকো থেকে আগরা কেউ নিজের খরচে চলে আসতে পারেন? জাকির এসেছিলেন। সবেমাত্র তাঁকে বিজ্ঞাপনের কনসেপ্টটা শোনানো হয়েছে, তাতেই জাকির আনন্দে উল্লাসে তাঁর তরঙ্গাকার চুলের ঢল ঝাঁকিয়ে এসে বসে পড়লেন তাজমহলের, থুড়ি তাজমহল চায়ের সামনে।

আসলে শুরুতে জাকির হুসেন প্রথম পছন্দ ছিলেন না কিন্তু। এই বিজ্ঞাপনের জন্য জিনাত আমন বা এমনই কোনও তারকাকে ভাবা হয়েছিল। আলিশা চিনয়ও মুখ দেখিয়েছেন। কিন্তু নব্বই দশকের সেই বিজ্ঞাপনে অনেক মুখের আসা-যাওয়া থাকলেও জাকির হুসেন যেন একেবারে গেঁথে রইলেন মানুষের মনে।

হিন্দুস্তান থমসনের কে সি চক্রবর্তী ছিলেন কপি রাইটার। তিনি আবার তবলার ভক্ত। জাকিরকে আনার প্ল্যানটা তাঁরই। বিদ্যুতের মতো যেই না মাথায় খেলে গেল, অমনি একটা ঝুঁকি নিয়ে দেখার চেষ্টা। এমন এক তারকাকে তিনি খুঁজছিলেন, যিনি ভারত এবং পাশ্চাত্যকে একসঙ্গে বহন করে চলেছেন। সেদিক থেকে তখন জাকির ছাড়া তারুণ্যের ঝলক আর বিশেষ কারও মধ্যেই নেই।

ব্যাস, শুরু হল শুটিং। নেপথ্যে পৃথিবীর চিরায়ত প্রেম-সৌধকে রেখে একদিকে তালের পর তাল, গতের পর গৎ বাজিয়ে একেবারে নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা জাকিরের। অন্যদিকে, নানা চড়াই-উতরাই, নানান পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে থেকে চায়ের আসল ব্লেন্ডটা বের করে আনা। আর যেই না বেরিয়ে এল, অমনি... 'ওয়াহ উস্তাদ, ওয়াহ'।

কিংবদন্তির সেই ঝাঁকড়া চুলের শিশুর মতো উচ্ছ্বাসটা বে-তাল দুনিয়ার বরাবর মনে থেকে যাবে—'আরে হুজুর, ওয়াহ তাজ বলিয়ে'।

মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

ওস্তাদের প্রয়াণে

তবলা মায়েস্ট্রো জাকির হুসেনের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বিভিন্ন মহল। অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'আজকের দিনটা খুব কষ্টকর।' কমল হাসান এক্স হ্যান্ডলে জাকির সাহেবের সঙ্গে তবলা বাজাচ্ছেন, এমন ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, 'জাকির ভাই, খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা খুব ভাগ্যবান ওঁর কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি। গুড বাই ও থ্যাংক ইউ।' করিনা কাপুর তাঁর সোশ্যাল মাধ্যমে জাকির হুসেনের সঙ্গে রণধীর কাপুর হাত মেলাচ্ছেন, তিনি পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, 'মায়েস্ট্রো ফরএভার।' অক্ষয়কুমার তাঁর ইন্সটায় লিখেছেন, 'ওস্তাদ জাকির হুসেনের মৃত্যুতে শোকাহত। আমাদের দেশের সংগীত জগতের তিনি অমূল্য রতন। ওম শান্তি।' শোক প্রকাশ করেছেন রণবীর সিংও। মান্টো-র ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরে কাজ করেছেন জাকির, নন্দিতা দাশ পরিচালক। নন্দিতা লিখেছেন, 'গভীরভাবে শোকাহত। এই ক্ষতি অপূরণীয়। একটা কাজ করবেন বলে সম্মতি দিয়েছিলেন।'

অন্যদিকে গ্র্যামি জয়ী রিকি কেজ বলেছেন, জাকির হুসেনের মৃত্যুতে সংগীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। তিনি একজন মহান শিল্পী, পাশাপাশি একজন ভালো মানুষও। সংগীত জগতে অমূল্য রতন ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।' সোনু নিগম পোস্ট করে লিখেছেন, 'জাকির ভাই, এটা কী হল?' এআর রহমান লিখেছেন, 'জাকির ভাই আমাদের অনুপ্রেরণা। তিনি তবলা বাদ্যকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে অপরিসীম ক্ষতি হল।' গায়ক অনুপ জালোটা লিখেছেন, 'এই খবরে আমি গভীর যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছি। এই কঠিন সময়ে তাঁর পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা।'

বিক্রম ঘোষ বলেছেন, 'তালের জগৎ তার সোম হারাল। যে কোনও তালের কেন্দ্রে আছে সোম। জাকির ভাই সেই সোম। ওঁর চলে যাওয়াটা অকল্পনীয়। কত কাজ বাকি ছিল তাঁর।' সরোদিয়া তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার বলেছেন, 'জানতাম তাঁর শরীর খারাপ ছিল। কিন্তু তিনি খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।'

রাজের জন্মোৎসবে আলিয়া-নীতুর দ্বন্দ্ব

ভারতীয় সিনেমার শোম্যান রাজ কাপুরের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তিন দিনের বিশেষ অনুষ্ঠান করল কাপুর পরিবার। গত সপ্তাহে এই উপলক্ষ্যে পুরো কাপুর পরিবার এক জায়গায় এসেছিল, দেখানো হল রাজ কাপুরের ১০টি উল্লেখযোগ্য ছবি। আকর্ষণীয় এই অনুষ্ঠানে বিশেষ ভূমিকা ছিল রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট, নীতু সিংদের। কিন্তু অনুষ্ঠানে একটি ঘটনায় তাল কেটেছে। রণবীর পরেছিলেন কালো গলাবন্ধ কোট, ঠোঁটের ওপর একটি গোঁফ, চুলটিও রাজ কাপুরের স্টাইল নকল করেই কাটা। আলিয়া পরেছিলেন সব্যসাচীর ডিজাইন করা ফ্লোরাল শাড়ি। কিন্তু নেটে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও অনুষ্ঠানের উজ্জ্বলতা কিছুটা হলেও নষ্ট করেছে। দেখা যাচ্ছে, রণবীর আলিয়ার পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন মা নীতু সিংয়ের দিকে এগোবার আগে। ওঁরা রেড কার্পেটে হাঁটতে যাচ্ছিলেন। আলিয়াও নীতুর দিকে 'মম' বলে এগিয়ে যান। কিন্তু তাঁর শাশুড়ি মা তাঁকে না দেখেই এগিয়ে যান। আলিয়া থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। এর সঙ্গে অন্য একটি ভিডিও ভাইরাল হয়ে জল্পনা বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রিয়াংকার বড়দিন শুরু

এবছর একটু দেরি হল। আসলে সিটাডেল ২-র শুটিংটা শেষ হল সবে। এবার একেবারে জমিয়ে ছুটি কাটাতে নামছেন প্রিয়াংকা চোপড়া। স্বামী নিক জোনাসের সঙ্গে ইতিমধ্যে বড়দিনের পার্টিতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। সৌদি আরবের রেড সি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে সবে ফিরেছেন তাঁরা দুজনে। আসার পরই প্রিয়াংকার বন্ধু মর্গ্যান স্টুয়ার্ট ম্যাকগ্র'র বাড়িতে বড়দিনের পার্টিতে দেখা গেল তাঁদের। দুধসাদা পোশাক, লাল হাই হিল জুতো এবং বড় গোল ইয়াররিং-এর ফ্যাশনে প্রিয়াংকা চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছেন। নিকের পরনে ছিল সাদা টি শার্ট, কালো প্যান্ট, কালো ব্লেজার এবং সাদা জুতো। তাঁর গলার চেনটাও আলাদা করে নজরে পড়েছে।

এই পার্টিতে অবশ্য তাঁদের মেয়ে মালতী ছিল না। তবে এখন বেশ ক'টা দিন নিক আর মালতীকে নিয়ে চুটিয়ে ছুটির মুড উপভোগ করবেন বলে জানিয়েছেন প্রিয়াংকা। ছুটি কাটিয়ে তবে আবার ছবির কথা হবে। এখন শুধুই আনন্দ।

চরম শীতে গরম খবর

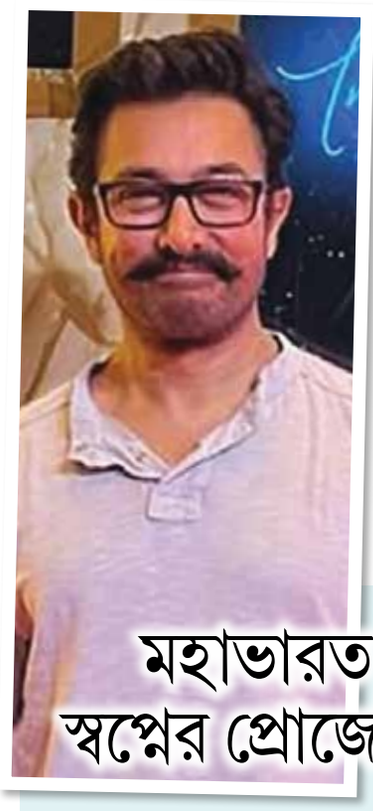

টালিগঞ্জে আবার বিয়ের সানাই। না, এক্ষুনি নয়, বাজবে জানুয়ারি মাসে। তবে এখন থেকেই তোড়জোড় শুরু। পাত্রী যে একেবারে সুপারহিট। পাত্রও তাই। সুতরাং সেলিব্রেশনটা জমিয়ে হবে বইকি। জানেন, তাঁরা কারা? শ্বেতা ভট্টাচার্য এবং রুবেল দাস। দুই পরিবারের উপস্থিতিতে তাঁদের আশীর্বাদ হয়ে গেল। তাঁদের দুজনের পোশাকে ছিল রংমিলান্তি। রুবেলের পরনে ছিল নীল পাঞ্জাবি। নীল সিল্ক শাড়িতে সেজেছিলেন শ্বেতা। সঙ্গে ছিল মানানসই সোনার গয়না। পরিবার এবং আত্মীয় স্বজনদের উপস্থিতিতেই হল সব অনুষ্ঠান। চারিদিক ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিল তাঁদের বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। তবে নিন্দুকের মুখে ছাই দিয়ে শ্বেতা আর রুবেল নিজেদের সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ২০২৫-এ ফেব্রুয়ারিতে বিয়ে।

মহাভারত আমার স্বপ্নের প্রোজেক্ট, কিন্তু...

আমির খান এরপর বলেছেন, 'জানি না পর্দায় তাকে আনতে পারব কিনা।' অনেকদিন ধরেই মহাভারত প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করবেন বলে আমির বলে আসছেন, এ বিষয়ে লেখালেখিও চলছে, কিন্তু কাজ এগোয়নি। এখন তিনি আমেরিকায় কিরণ রাও পরিচালিত ও আমির খান প্রযোজিত ছবি লাপাতা লেডিস-এর প্রচার করছেন। সে দেশে এখন ছবির নাম লস্ট লেডিস। এই উপলক্ষে বিবিসি-তে সাক্ষাৎকার দেবার সময় তিনি বলেন, 'মহাভারত প্রজেক্ট বেশ ভয়ের। এর আয়তন ভয় ধরিয়ে দেয়। আমি ভয় পাই, যদি এই মহাকাব্যকে ঠিকঠাকভাবে পর্দায় না আনতে পারি! ভারতীয় হিসেবে মহাভারত আমাদের খুব কাছের। আমাদের রক্তের মধ্যে আছে। তাই আমি একে সঠিকভাবে বানাতে চাই। এই প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে সব ভারতীয় যেন গর্বিত হয়। আমি পৃথিবীকে দেখাতে চাই ভারতের কী আছে। জানি না পারব কিনা, তবে মহাভারত আমি করতে চাই—দেখা যাক।' লেখক অর্জুন রাজাবলি বলেছেন, ২০১৮ থেকে মহাভারত অবলম্বনে একটা বড় বাজেটের ছবি করার জন্য কাজ করে চলেছেন। সেজন্য তিনি রাকেশ শর্মার বায়োপিকেও কাজ করেননি। গুজব, তাঁর মহাভারত-এর বাজেট ১০০০ কোটি টাকা।

এই সাক্ষাৎকারে তিনি নিজের কাজ নিয়ে বলেছেন, 'আমি বছরে একটা ছবিতে অভিনয় করতে চাই। আবার বেশ কিছু ছবি প্রযোজনা করে নতুন প্রতিভাদের সুযোগ দিতে চাই। আশা করছি, আমার পছন্দসই গল্প নিয়ে ছবি করতে পারব।'

উল্লেখ্য, লাল সিং চাড্ডা-র ব্যর্থতার পর আমির অভিনয় থেকে বিরতি নেবার কথা বললেও আবার ফিরে এসেছেন। এখন তিনি সিতারেঁ জমিন পর নিয়ে ব্যস্ত। তাঁর সঙ্গে আছেন দর্শিল সাফারি ও জেনেলিয়া দেশমুখ। ছবির পরিচালক আর এস প্রসন্ন। আপাতত ছবির পোস্ট প্রোডাকশন চলছে, মুক্তি ২০২৫ সালে। মহাভারত আমার স্বপ্নের প্রজেক্ট, কিন্তু...।

জন্মদিনেই টিজারে সিকান্দার

কৃষ্ণসার হরিণ হত্যার জন্য লাগাতার বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের কাছ থেকে হত্যার হুমকি পেলেও তিনি পুরোদমে সিকান্দার ছবির শুটিং করে যাচ্ছেন। ছবির কাজ শেষ পর্যায়ে এসেছে। তাঁর ৫৯তম জন্মদিনে সিকান্দার-এর টিজার আসবে, প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা এ খবর দিয়েছেন। এছাড়াও ওইদিনই ছবিতে সলমনের ফার্স্ট লুকও বেরোবে। সূত্রের খবর, এই ছবি আগামী বছরের বহু প্রতীক্ষিত ছবিগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাই বছর শেষে টিজার প্রকাশের মাধ্যমে নতুন বছরের জন্য নির্মাতারা ছবির জন্য শোরগোল ফেলতে চাইছেন। আগামী বছর ইদে ছবির মুক্তি, টিজার বেরোনোর পর থেকেই ছবির প্রচারের কাজ শুরু হবে। ছবিতে আছেন রশ্মিকা মানডানা। পরিচালক এ আর মুরুগাদোস। এই ছবির পরই সলমন শুরু করবেন অ্যাটলি পরিচালিত এ৬। আগামী বছর গ্রীষ্মেই শুটিং শুরু হবে।

একনজরে সেরা ৫

পাশে বাবা

কত্থক শিল্পী অন্তোনিয়া মিনেকোলার সঙ্গে জাকির হুসেনের প্রথম দেখা উস্তাদ আলি আকবর খানের সৌজন্যে। তখনই প্রেম। কিন্তু এই বিয়েতে প্রবল আপত্তি ছিল মায়ের— জাকিরের বক্তব্য, 'পরিবারে প্রথম ভিন্ন ধর্মে বিয়ে তো... ' কিন্তু বাবা উস্তাদ আল্লা রাখা পাশে দাঁড়ালেন। বিয়ের পর মাকে বলেন, বিয়েটা ওরা সেরে ফেলেছে।

ট্রেলারে খাদান

আগামী বুধবার ১৮ ডিসেম্বর খাদান-এর ট্রেলার আসবে। নিজের এক্স হ্যান্ডলে ছবির নায়ক স্বয়ং দেব এই কথা জানিয়েছেন। ২০ তারিখ ছবির মুক্তি। এত দেরিতে ট্রেলার আসছে বলে অনুরাগীরা উদ্বিগ্ন। তাতে দেব বলেছেন, 'টেকনিক্যাল কারণেই দেরি। ভালোটাই তোমাদের কাছে তুলে দিতে চাই। ততক্ষণ এই মুহূর্তটা বেঁচে থাকুক।'

কপিলকে অ্যাটলি

দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো-তে কপিল পরিচালক অ্যাটলিকে তাঁর গায়ের রং-কে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞাসা করেন, কোনও স্টারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁরা জানতে চান কোথায় অ্যাটলি? অ্যাটলি উল্টে জানান, না। এআর মুরুগাদোসের আমার চিত্রনাট্য পছন্দ হয়। তিনি আমাকে দেখতে চাননি। বহিরঙ্গ নয়, হৃদয়ই বিচার্য হওয়া উচিত।

মাসুম-এ নিত্যা মেনন

শেখর কাপুরের মাসুম: দ্য নেক্সট জেন-এ জাতীয় পুরস্কার জয়ী অভিনেত্রী নিত্যা মেনন থাকছেন। থাকবেন মনোজ বাজপেয়ী ও শেখর-কন্যা কাবেরী কাপুর। এছাড়া প্রথম মাসুম-এর নাসিরুদ্দিন শাহ, শবানা আজমিও থাকবেন। এটি ১৯৮৩-এর হিট মাসুম-এর সিক্যুয়েল। শুটিং শুরু হবে আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে। নিত্যা মূলত দক্ষিণে কাজ করলেও মিশন মঙ্গল-এ ছিলেন।

থ্রিলারে আয়ুষ্মান

যশ রাজ ফিল্মসের একটি থ্রিলারে দেখা যাবে আয়ুষ্মান খুরানাকে। পরিচালক সমীর সাকসেনা। ইনি কালা পানি আর মামলা লিগাল হ্যায়-এর মতো সিরিজ বানিয়েছেন। আগামী বছরের মাঝামাঝি শুটিং শুরু হবে। আয়ুষ্মান এখন একটি হরর কমেডির শুটিং করছেন। অভিনেতা আগেও থ্রিলারে অভিনয় করেছেন, তবে এটি আরও রোমহর্ষক বলে দাবি নির্মাতাদের।

মেডিকেলে নয়া ভবনে ক্লাস নতুন বছরে

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের নতুন ভবনে তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়াদের ক্লাস শুরু হচ্ছে। পাশাপাশি মেডিকেলের অধ্যক্ষ ও এমএসভিপির চেম্বার সহ প্রশাসনিক দপ্তরও মার্চেই নয়া ভবনে স্থানান্তরিত হবে। সোমবার বিকেলে মেডিকেলের নতুন ভবনের হলঘরে মাদকাসক্ত বিষয়ে এক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা হয়। এই প্রথম নয়া ভবনে কোনও কর্মসূচি পালিত হল।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ প্রবীর দেব এ ব্যাপারে বলেন, 'নির্মাণকারী সংস্থা জানিয়েছে বেশ কিছু ক্লাসরুম সম্পূর্ণ তৈরি রয়েছে। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই সেখানে তৃতীয় বর্ষের পড়াশোনা শুরু করার আমাদের ইচ্ছে রয়েছে। ওই ভবনেই ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষাও নেওয়া হবে। নির্মাণকারী সংস্থার কথা অনুযায়ী, ২০২৫-এর মার্চের মধ্যে কলেজের প্রশাসনিক দপ্তরও নতুন ভবনে শুরু করা যেতে পারে।'

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে গত তিন বছর ধরে পড়াশোনা চলছে। বেশ কিছুদিন আগেই তৃতীয় ব্যাচের ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে। ফলে, এখন অস্থায়ী পরিকাঠামোয় ক্লাস চলছে।

সেখানে ৩০০ জন পড়ুয়ার স্থান সংকট হচ্ছে। তাঁদের ক্লাসরুম থেকে শুরু করে ল্যাবরেটরি সর্বত্রই সমস্যা হচ্ছে। নির্মাণকারী সংস্থা আগেই জানিয়েছিল, ক্লাসরুম ও হস্টেল তৈরিতে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে নয়া হস্টেলে তিনটি বর্ষের পড়ুয়ারা থাকতেও শুরু করেছেন। এবার ধাপে ধাপে নয়া ভবনে পড়াশোনা শুরু হতে যাচ্ছে।

মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সুপ্রদীপ নস্কর বলেন, 'নতুন বছরে, নয়া ভবনে নতুন ক্লাসের একটা আলাদাই আবেগ আমাদের সবার মধ্যে কাজ করছে। আমরাই প্রথম ব্যাচ। শুরুর দিন থেকে ক্লাসরুম তৈরি দেখছিলাম। সেদিন থেকেই অপেক্ষায় ছিলাম। খুব সুন্দর ভবন তৈরি হয়েছে। আজ, সত্যিই আমাদের খুব আনন্দ হচ্ছে।' ওপিডি ব্লকের কাজও প্রায় শেষের পথে। যে গতিতে নির্মাণ চলছে তাতে আগামী বছরের এপ্রিল নাগাদ নয়া ভবনের বহির্বিভাগটিও চালুর আশা করছে কর্তৃপক্ষ।

সমস্যা যেখানে

- বেশ কিছুদিন আগেই তৃতীয় ব্যাচের ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে
- ফলে, এখন অস্থায়ী পরিকাঠামোয় ক্লাস চলছে
- সেখানে ৩০০ পড়ুয়ার স্থান সংকট হচ্ছে
- তাঁদের ক্লাসরুম থেকে শুরু করে ল্যাবরেটরি সর্বত্রই সমস্যা হচ্ছে

সূত্রের খবর, নতুন ওপিডি ব্লক চালু হলে জেলা সুপারস্পেশালিটির বিভাগে যেখানে এখন ওপিডি রয়েছে তার সবটাই নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হবে।

সেইসঙ্গে জেলা হাসপাতাল বিভাগে থাকা চোখ, ইএনটি-র বহির্বিভাগ ও দুটি ওয়ার্ড সুপারস্পেশালিটি বিভাগে নিয়ে আসা হবে।

নয়া ভবনেই বছরের প্রথম দিন থেকে ক্লাস শুরু হতে চলেছে।

জেলা বইমেলা উপলক্ষ্যে পড়ুয়াদের শোভাযাত্রা। (ডানে) বইয়ের স্টলে পড়ুয়ারা। ময়নাগুড়িতে অভিরূপ দে'র তোলা ছবি। সোমবার।

আয়োজন বহু, ভিড় কম

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : প্রথমে শোভাযাত্রা, তারপর বৈরাতি নৃত্যে অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে শুরু হল ৩৬তম জেলা বইমেলা। সোমবার দুপুর তখন আড়াইটা। শহরের বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়া এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ বিশিষ্টজনদের নিয়ে ময়নাগুড়ি খেলার মাঠ থেকে শুরু হয় শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রাটি গোটা ময়নাগুড়ি শহর পরিক্রমা করে। এরপর মঞ্চে প্রদীপ জ্বালিয়ে বইমেলার উদ্বোধন করেন কবি ও সাহিত্যিক সুবোধ সরকার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন তিনি।

গত ৪৫ বছরের ইতিহাস ঘাঁটলে যে পশ্চিমবঙ্গই বই পড়ার ক্ষেত্রে এক নম্বরে সেকথা এদিন তিনি নিজের বক্তব্যে তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, 'পঁয়তাল্লিশ বছর আগে কোনও বইমেলা ছিল না। পঁয়তাল্লিশ বছরের ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যাবে, গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ এক নম্বরে রয়েছে। ভারতবর্ষের মধ্যে সব চাইতে বেশি বই পড়া হয় পশ্চিমবঙ্গে।'

সবমিলিয়ে সাড়ম্বরে শুরু হল জেলা বইমেলা। তবে প্রথম দিন মেলায় সেভাবে ভিড় হয়নি। বেশকিছু স্টল সাজিয়ে বসেছেন প্রকাশকরা। কিছু স্টল সাজানোর কাজ এখনও চলছে। মোট ৮৪টি স্টল রয়েছে মেলায়। তার মধ্যে ৭৩টি বইয়ের স্টল। এছাড়া, লিটল ম্যাগাজিন সহ প্রশাসন, অগ্নিনির্বাপক সহ স্টল রয়েছে। কলকাতা, শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বহু প্রকাশক মেলায় স্টল দিয়েছে।

> একটা হলদে হয়ে যাওয়া ছেঁড়া কুড়িয়ে পাওয়া বই 'গীতবিতান' আমাকে নতুন করে বাঁচিয়ে দিয়েছে। বাইবেল-গীতা-কোরানের চাইতেও মূল্যবান। জলপাইগুড়ি জেলা নিয়ে আমার দুর্বলতা আছে। এই বইমেলা পড়ুয়াদের জন্য। আমি খুশি পড়ুয়াদের উপস্থিতি দেখে। আমেরিকা, ইউরোপে অডিও বুকস চালু হয়েছে। টেকনলজি যেভাবে এগোবে সেভাবেই এগিয়ে যেতে হবে। তবে বই পড়তে হবে।
>
> **সুবোধ সরকার**, *কবি ও সাহিত্যিক*

বইমেলার কার্যনির্বাহী সম্পাদক মনোজ রায় বলেন, 'প্রতিদিন দুপুর ১টা থেকে মেলা শুরু হয়ে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মেলা চলবে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত।'

এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জলপাইগুড়ির প্রতি ভালোবাসার কথা বললেন সুবোধ।

শরণার্থী পরিবারের ছেলে তিনি। তাঁর কথায়, 'একটা হলদে হয়ে যাওয়া ছেঁড়া কুড়িয়ে পাওয়া বই 'গীতবিতান' আমাকে নতুন করে বাঁচিয়ে দিয়েছে। বাইবেল-গীতা-কোরানের চাইতেও মূল্যবান। জলপাইগুড়ি জেলা নিয়ে আমার দুর্বলতা আছে। ধূপগুড়ি কলেজে প্রথম চাকরি পেলাম। এই বইমেলা পড়ুয়াদের জন্য। আমি খুশি পড়ুয়াদের উপস্থিতি দেখে। আমেরিকা, ইউরোপে অডিও বুকস চালু হয়েছে। টেকনলজি যেভাবে এগোবে সেভাবেই এগিয়ে যেতে হবে। তবে বই পড়তে হবে।'

মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক বলেন, 'আমরা মালবাজারে বইমেলা করেছি। খুব ভালো হয়েছে। এখানে এসে আয়োজন এবং মানুষের উপস্থিতি দেখে বেশ ভালো লাগল।'

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, বিশিষ্ট সারিন্দাবাদক মঙ্গলাকান্ত রায়, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক ইমরান শেখ, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন সহ জলপাইগুড়ির সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ।

মেলা আছে, হারিয়েছে বই

দীপককুমার রায়
উপাচার্য, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, রায়গঞ্জ

ময়নাগুড়ি জনপথ ডুয়ার্সের প্রাচীন জনপদ। একদা চাপগড় পরগনাই ছিল ২৬টি তালুক, মূল কেন্দ্র ছিল কার্জিরবস। কোচবিহারের রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের প্রথমা পত্নী কামেশ্বরী দেবী ছিলেন চাপগড় রাজবংশের বজ্রধর কার্জির কন্যা। ১৭১৫ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত ময়নাগুড়ি দুয়ার ছিল ভুটান রাজার শাসনাধীন। ১৮৬৪ সালের ১২ নভেম্বর থেকে ১৮৬৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ময়নাগুড়ি পশ্চিম ডুয়ার্সের সদর কার্যালয়। ভুটানের রেকর্ডে ময়নাগুড়ি আদতে গিদো ময়নাগুড়ি। যা অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্যবহন করে। একদা জলপাইগুড়ি জেলার সদর ছিল ময়নাগুড়ি। ১৮৮২ সালে ১ সেপ্টেম্বর গঠিত হয় ময়নাগুড়ি থানা। তখন স্থানীয় জোতদারদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৫ সালে 'Bengal Tenancy act' অনুসারে ডুয়ার্স ছিল 'Non-Regulated area'। ১৮৯০ সালে গঠিত হয় জোতদার ইউনিয়ন ফান্ড। ক্রমশ জোতদাররা সংগঠিত হতে থাকে। জোতদারদের বিশ্রামের জন্য একটি টিনের ঘর ছিল ময়নাগুড়িতে। এখানে ১৯১১-তে তৈরি হয় জোতদার পার্ক, যা বর্তমানে ময়নাগুড়ি উদ্যান নামে পরিচিত। তহশিল অফিস এবং বর্তমান রাধিকা লাইব্রেরি সংলগ্ন অঞ্চলে ছিল জোতদারদের বিশ্রামস্থল। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় উঠে এসেছে 'মইনামাতা'র কথা, জোতদার অ্যাসোসিয়েশনের কথা। জোতদারদের মধ্যে অনেকেরই শখ ছিল বই পড়া। তহশিলদাররা নিয়মিত বসতেন ওখানে। জোতদারদের দেওয়া দানে ক্রমশ গড়ে ওঠে ময়নাগুড়ি পাবলিক লাইব্রেরি। যা বর্তমানে রাধিকা লাইব্রেরি। নন্দী ছিলেন অন্যতম তহশিলদার। তিনি মনীষী পঞ্চানন বর্মার সুপারিশ এবং সমর্থনে রংপুর সাহিত্য পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।

জল্লেশ্বর, জটিলেশ্বর, ধুমেশ্বর, বটেশ্বর, ভদ্রেশ্বর ও সোদোরখই ইত্যাদি মন্দিরের প্রেক্ষাপটে নিহিত আছে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের কালচক্রযানের ধারা। পেটকাটি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। সান্ডার্স সাহেব সার্ভে করতে গিয়ে ময়নাগুড়ির আশপাশে ঘুরেছেন। সমৃদ্ধ জনপদ ময়নাগুড়িতে তিস্তা-জলঢাকার মাঝখানে করলা-ধরলার প্রাচীন প্রবাহে পুষ্ট এই অঞ্চল। কিন্তু কালের চক্রে করলা নদী যেমন দূষণের কবলে, ঠিক তেমনি নানান সংস্কৃতিও বদলে গেছে নানাভাবে। বদলে গেছে এতদ অঞ্চলের আদিম অধিবাসী রাজবংশী ও নস্যশেখ মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক পরিচয়। সময়ের সঙ্গে বদলে গেছে মানুষের ভাবনাচিন্তা। কৃষিবলয় থেকে চা বাগানে রূপান্তরিত হয়েছে গ্রামীণ জীবন। এরূপ রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে জলপাইগুড়ি জেলার ৩৬তম বইমেলা নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু করলা যেভাবে শুকিয়ে গিয়েছে, করোনা পরবর্তী বইপড়ার অভ্যাসও সেভাবে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। নবাগত ছাত্রছাত্রীরা আজ ডিজিটাল বইয়ের দ্বারা বেশি আকৃষ্ট। কালো অক্ষরের প্রিন্ট বইয়ের থেকে ডিজিটাল বই বেশি পছন্দ করে। এরূপ কৃত্রিমতা আমাদেরকে ক্রমশ গ্রাস করছে। ফলে বইমেলার মেলা থাকছে, কিন্তু মানুষের মনোজগতে বই আর সেভাবে থাকছে না।

বই নিয়ে হইচই হচ্ছে ঠিকই, যেন মেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। প্রয়াত তারকবন্ধু রায়, নিত্যানন্দ অধিকারী, বাচ্চামোহন রায়, প্রিয়কুসুম চক্রবর্তী, চিত্ত চক্রবর্তী, নীতিন সেনগুপ্ত, হেলেন নু-ই আজাদ- এদের ভাবনার কথা, অন্তরের কথা আছে বইমেলায়। বই ও বইমেলার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত এই প্রজন্মের কাছে সেই ভাবনাগুলি যেন ক্ষয়িষ্ণুতায় পর্যবসিত। সামগ্রিকভাবে একটি অবক্ষয়, সঙ্গে গ্রামীণ লাইব্রেরিগুলির অবস্থা তো তথৈবচ। বইমেলার মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করা প্রয়োজন কীভাবে ডিজিটাল দুনিয়ার যুগে বইকে আপন করা যায়, পড়ুয়াদেরকে আকৃষ্ট করা যায় নবকলেবরে, সাংস্কৃতিক সংকট থেকে উত্তরণ ঘটানো যায়।

জমি নিয়ে বিতর্ক

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : সরকারি জলাজমিতে পুরসভার তরফে হাউজিং ফর অল প্রকল্পের ঘরের অনুমোদন ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিপাড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ ছিল, করলা নদীর পাশে জলাভূমিটি সরকারি জমি হিসেবে চিহ্নিত। এটা কখনোই ব্যক্তিমালিকানাধীন হতে পারে না। বেআইনিভাবে সেখানে বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। এই অভিযোগকে সামনে রেখে সোমবার ওই এলাকার সাধারণ মানুষ ওয়ার্ডের কাউন্সিলার, পুরসভা এবং জেলা শাসকের কাছে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর মাসে ওই জমিটিকে নিজেদের জমি বলে দাবি করে নির্মাণের চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ আনেন এলাকার মানুষ। সেসময়ও পুরসভাকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন স্থানীয়রা।

তখন বাসিন্দাদের রোষের মুখে কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হন রবীন্দ্রনাথ রায় এবং তাঁর পরিবার।

দু'মাস পর ফের একই অভিযোগ ওঠায় ওই পরিবারের সদস্য বীণা রায় বলেন, 'ওই জমি আমাদেরই। মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা এই জমির পাট্টা পেয়েছি। কাগজও রয়েছে আমাদের কাছে। এলাকার মানুষের আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা পুনরায় সরকারি জমিতে নির্মাণকাজের অভিযোগ করেন ওই পরিবারের বিরুদ্ধে।

এই বিষয়ে ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পৌষালি দাস বলেন, 'শান্তিপাড়া কালীবাড়ি সংলগ্ন একটা সরকারি জমিকে নিজেদের জমি বলে দাবি করছে একটি পরিবার-এই মর্মে এলাকার বাসিন্দাদের স্বাক্ষরিত এক স্মারকলিপি আমাকে দেওয়া হয়েছে পুরসভা এবং জেলা শাসকের কাছে জমা দেওয়ার জন্য। আমরা পুরসভার সঙ্গে যোগাযোগ করে জমির কাগজপত্র খতিয়ে দেখার ব্যবস্থা করছি।'

জরুরি তথ্য
ব্লাড ব্যাংক
(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

- **জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক**
  - এ পজিটিভ – ২
  - এ নেগেটিভ – ০
  - বি পজিটিভ – ৩
  - বি নেগেটিভ – ০
  - এবি পজিটিভ – ২
  - এবি নেগেটিভ – ০
  - ও পজিটিভ – ২
- **মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল রক্তশূন্য**
- **পিআরবিসি**
  - এ পজিটিভ – ৫
  - এ নেগেটিভ – ১
  - বি পজিটিভ – ৮
  - ও পজিটিভ – ৭
  - ও নেগেটিভ – ০
  - এবি পজিটিভ – ১২

কুশপুত্তলিকা দাহ

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : সোমবার আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামল সিপিএমের বিভিন্ন সংগঠন। এদিন সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ির কদমতলায় সিপিএমের গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, এসএফআই এবং গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের তরফে প্রধানমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়।

বইমেলা নেই, খেলাও নেই

মালবাজারে মন ভার টুবাই, বিট্টুদের

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১৬ ডিসেম্বর : ডিসেম্বর মানেই বড়দিন। সঙ্গে বাড়তি পাওনা বইমেলা ও নৈশ ফুটবল। যেখানে 'পড়ুয়া থেকে খেলোয়াড় অপেক্ষা সবার'। মাল পুরসভার তরফে এবছর বইমেলা অথবা নৈশ ফুটবলের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত টুবাই দাস, বিট্টুদের তাই মন ভার। তাঁদের কথায়, নৈশকালীন ফুটবল প্রতিযোগিতা এবার হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না।

আমরা যারা খেলতে ভালোবাসি, খেলার প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়াতে ভালোবাসি, তারা অপেক্ষায় থাকি ডিসেম্বরের। শরতের অপেক্ষায় থাকি। পিকে ব্যানার্জি থেকে বাইচুং ভুটিয়া, অংশ নিয়েছেন অতিথি হিসেবে। মাঠে নেমেছেন বল নিয়ে। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ইস্টবেঙ্গল জুনিয়ার, রেলওয়ের মতো ক্লাব খেলে গিয়েছে যেখানে সেখানে এ বছর কোনও খবর নেই, মন খারাপ আমাদের।

এবিষয়ে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'দাবি আছে এটা সত্যি। কিন্তু বইমেলা করার মতো এ বছর কোনও আলোচনা হয়নি। কিন্তু পুরসভা ওয়ার্ড ফুটবল লিগ নিয়ে আমরা উদ্যোগ নিতে পারি। এটা নিয়ে আলোচনা করব।'

ছোট-বড় নৈশ ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা হত শহরের বুকে। যেখানে পুরসভা সহযোগিতা করত। কাতারে কাতারে মানুষ স্টেডিয়ামের মতো পরিবেশ তৈরি করত রেলওয়ের মাঠে।

অন্যদিকে, আদর্শ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ সেজে উঠত বইপ্রেমীদের উৎসবে। শুধুমাত্র শহর নয়, পার্শ্ববর্তী গ্রামের থেকে গাড়িভাড়া করে খেলা দেখতে ভিড় করতেন অনেকে। সংস্কৃতি জগতের পক্ষ থেকে মীনাক্ষী ঘোষ, সুকান্ত দাস, সব্যসাচী ঘোষেরা বলছেন, শহরের বইপ্রেমীদের উৎসাহ দেখ পুরসভার সহযোগিতায় ২০১৭ সাল থেকে শহরে বছরে একটি করে বইমেলার আয়োজন করা হত।

মানুষদের বই কিনতে-উপহার দিতে আপ্রাণ উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এবছর হবে কি হবে না, এটা নিয়ে আমরাও ধন্দে আছি। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, মমতাশংকর, ভূমি থেকে রাঘব প্রমুখ কত কবি এবং সংস্কৃতি জগতের মানুষের পায়ের ধুলো পড়েছিল।

সঙ্গে আলোচনা সভা, প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে ছাত্র-যুবদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। জানি না এ বছর কী হবে? নতুন প্রজন্মদের উৎসাহিত করার জন্য ভালো উদ্যোগ ছিল এগুলো।

দেবম ভৌমিক, ভাস্কর চক্রবর্তীর মতো পড়ুয়ারা বলছেন, শহরের দুর্গাপুজো, শ্যামাপুজো ছাড়া বড় মাপের অনুষ্ঠান আগে হত না বললেই চলে। কিন্তু ২০১৭ সালের পর মাল শহরে ধীরে ধীরে বইমেলা ও নৈশ ফুটবলে জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। বিগতদিনে আমাদের কলেজ স্ট্রিট, অথবা অন্য শহরের বইমেলার উপর নির্ভর করতে হত।

পছন্দের বইগুলো কেনার জন্য। এবার জানি না কী হবে। শহরের আলোচনার বিষয় কেমন জানি বিগতদিনের ডিসেম্বরগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। পিছিয়ে যাচ্ছি আমরা, পিছিয়ে যাচ্ছে শহর।

থমকে ভবন সংস্কার

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাটিয়া ভবন সংলগ্ন সিপিএমের উদ্বাস্তু সংগঠনের ভবনটি ভগ্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

সিপিএম নেতৃত্ব অর্থাভাবে ভবনটি সংস্কার করতে পারছেন না। ভাটিয়া ভবনের কাছেই সিপিএমের বলরাম ভবন।

এই ভবনটি জলপাইগুড়ি পুরসভা ভাঙার চেষ্টা করেছিল। সিপিএম নেতা-কর্মীরা ভবনটি ভাঙায় রুখে দাঁড়ান। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। ভবনের কর্তৃত্ব সিপিএমের উদ্বাস্তু সংগঠনেরই।

ভবন ভাঙা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। সিপিএম নেতা-কর্মীরা বলরাম ভবন সংস্কারের চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছেন।

নেশা এড়াতে আলোচনা

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : নেশামুক্ত জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাস গড়তে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা হল সোমবার। মেডিকেল কলেজে নবনির্মিত ক্যাম্পাসের লেকচার থিয়েটার হলে এই আলোচনা সভাটি হয়।

ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষক, চিকিৎসকরা এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তব্য রাখেন চিকিৎসক শচীন পারব। নেশার ক্ষতিকর দিকগুলো ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরেন তিনি।

নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ুয়ারা কীভাবে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ছে সেবিষয়ে তিনি বক্তব্য রাখেন। একই বিষয়ের ওপর জেলা শাসকের দপ্তরেও এদিন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : স্টুডেন্টস হেলথ হোম জলপাইগুড়ি কেন্দ্রের উদ্যোগে সোমবার সাংস্কৃতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়।

পড়ুয়াদের মানসিক, শারীরিক বিকাশের লক্ষ্যে জলপাইগুড়ি কদমতলা উচ্চবিদ্যালয়ে ওই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন, স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সভাপতি ডাঃ পান্থ দাশগুপ্ত, লোকসংস্কৃতির গবেষক দিলীপ বর্মা প্রমুখ।

হোমের সম্পাদক সুমন সরকার জানিয়েছেন, ৮২০ জন পড়ুয়া এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

সাইবার ক্রাইম নিয়ে ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শুরু হল ছয়দিনব্যাপী একটি ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। সোমবার ওই অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। ১৬ থেকে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানটি চলবে অনলাইনে। অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিকাল এডুকেশন (এআইসিটিই) এবিষয়ে আর্থিক সাহায্য করেছে।

এই অনুষ্ঠানে স্মার্ট কম্পিউটিং অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্লিকেশন ইন সাইবার ডিফেন্স অ্যান্ড ডিজিটাল ফরেন্সিক বিষয়ের উপর আলোচনা করা হবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৩ জন বিশেষজ্ঞ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর থেকে সাতজন এবং অ্যাকাডেমিক্স থেকে ছয়জন উপস্থিত থাকবেন অনলাইনে। তিনজন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞও থাকবেন।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে সাইবার সিকিউরিটি, কারেন্ট ট্রেন্ডস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডিমান্ড নিয়ে আলোচনা করেন পুনের ইমার্সন ইনোভেশন সেন্টারের ডঃ গৌরাং পাঞ্চাল। তিনি বোঝান কীভাবে এখন হ্যাকাররা বিভিন্ন পদ্ধতিতে ইন্ডাস্ট্রিগুলিতে হ্যাক করে সিস্টেমের ব্যাঘাত ঘটায় বা তথ্য চুরি করে।

বাড়িতে ব্যবহৃত কম্পিউটার কিংবা মোবাইল থেকেও এই ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে। হ্যাকারদের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে আছে ব্ল্যাক হ্যাক, ওয়াইট হ্যাক, সুইসাইড হ্যাকার ইত্যাদি। এগুলি আটকাতে দরকার স্ট্রং সিকিউরিটি, কোড রিভিউ, সফটওয়্যার টেস্টিং ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি। অন্যদিকে, ইউএসএ থেকে সমিত মজুমদার মেশিন লাইনিং ডিমিস্টিফায়েড বিষয়ে আলোচনা করেন। এর অর্থ একটি মেশিন কীভাবে মানুষের মতো কাজ করতে পারে তার ট্রেনিং দেওয়া।

এবিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভাগীয় প্রধান ডঃ সুভাষ বর্মন বলেন, 'এআইসিটিই-র ফান্ডের জন্য আবেদন করা ৫০০০ কলেজের মধ্যে ৫০০টি নির্বাচিত হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের কলেজও রয়েছে যা অত্যন্ত গর্বের ও আনন্দের। বর্তমানে যেভাবে নিজেদের অজান্তেই আমরা সাইবার ক্রাইমে জড়িয়ে পড়ছি তা অত্যন্ত চিন্তার।'

অন্যদিকে, এই অনুষ্ঠানের কোঅর্ডিনেটর অধ্যাপিকা ঝুমা দত্ত বলেন, 'ইঞ্জিনিয়ারিং সাইবার ক্রাইম রুখতে চিন্তিত এক্সপার্ট ও গবেষকরা। অনেক কিছু জানতে পেরে ভালো লাগল।' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন কোকা কোলা রানিনগর প্ল্যান্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণগোপাল মণ্ডল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমিতাভ রায় প্রমুখ।

জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সেমিনার চলছে।

রাস্তা দখলমুক্তের উদ্যোগ

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : দিনবাজারে শুরু হবে পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরির কাজ। তার আগে সোমবার দিনবাজারে রাস্তা দখল করে বসে থাকা ব্যবসায়ীদের সরে যেতে নির্দেশ দিল পুরসভা। সেই সঙ্গে নতুন মার্কেট কমপ্লেক্সে দোকানঘর পাওয়া দোকানদারদেরও সেখানে চলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। টেন্ডার হয়ে যাওয়ার পরেও নির্মাণকারী সংস্থা রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করতে পারছে না। তাই এদিন ফের একবার বাজার কমিটিকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তা দখলমুক্ত করতে দিনবাজার পরিদর্শন করেন চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল। তিনি বলেন, 'আগের দিনের নির্দেশের পরে অনেকেই রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করছেন। কিছু মানুষ এখনও রয়েছেন। তাঁদের জন্য আমরা বিকল্প জায়গার কথা ভাবছি।'

হাতির ভিডিও ভাইরাল

চালসা, ১৬ ডিসেম্বর : জাতীয় সড়ক পার করছে শাবক সহ হাতির দল। উত্তরবঙ্গের এই ছবি বেশ পরিচিত। এবার মোবাইল ফোনে তোলা সেই দৃশ্যের ভিডিওই ভাইরাল হল সোশ্যাল মিডিয়ায়। সোমবার দুপুরে জেলা পরিষদের সদস্যা তথা তৃণমূলের মাটিয়ালি ব্লক সভানেত্রী স্নোমিতা কালান্দি লাটাগুড়ি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে জলপাইগুড়ি যাচ্ছিলেন। পথে মহাকালধাম সংলগ্ন এলাকায় তাঁর গাড়ির চালক দেখতে পান যে শাবক সমেত কয়েকটি হাতি জাতীয় সড়ক পার করছে। গাড়ি থামিয়ে তখন সেই দৃশ্য মোবাইলবন্দি করেন তাঁরা। কিছুক্ষণের মধ্যে হাতির দলটি জঙ্গলে চলে যায়। মুহূর্তে ভাইরাল হয় ওই ভিডিও। স্নোমিতা বলেন, 'আগে ওই রাস্তায় বহুবার হাতি দেখলেও এইভাবে শাবক সহ হাতির দলকে সড়ক পার হতে প্রথম দেখলাম।'

ডিজে বাজানোয় বাধা

প্রথম পাতার পর

ঠিক কী হয়েছিল, তা জানি না। তবে পুলিশ ডিজে মেশিন বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গিয়েছে। এদিকে, ঘটনায় এখনও লিখিত অভিযোগ দায়ের না হওয়ায় কাউকেই গ্রেপ্তার করা যায়নি।

পুলিশের গাড়ির চালক হিসেবে ছিল একজন সিভিক ভলান্টিয়ার। যখন উত্তেজনা ছড়ায় তখন অফিসারের সঙ্গে ঝামেলা দেখেই পুলিশভ্যান থেকে সকলে নেমে আসে এবং পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ভ্যানের চাবি ছিনতাই করে কয়েকজন মদ্যপ তরুণ বলে অভিযোগ। তবে কয়েকজন তরুণের সহায়তায় পুলিশভ্যানের চাবি খুঁজে পাওয়া যায়। এভাবে সামান্য ডিজে নিয়ে ঝামেলা যে এতদূর গড়াবে বিয়েবাড়ির কেউই বুঝতে পারেননি। তবে শহর এবং গ্রামজুড়ে চারটি জায়গায় পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, সকালে জানতে পারি বিয়েবাড়িতে ঝামেলা হয়েছে। কিন্তু কী নিয়ে ঝামেলার সূত্রপাত তা বুঝিনি।

রিপোর্ট সিবিআই-কে

প্রথম পাতার পর

আরও বাড়ল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মালবাজার শহর সংলগ্ন এলাকায় সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকটি ঘাঁটি রয়েছে। একারণেই ভিনদেশিরা এই এলাকাকে টার্গেট করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পাসপোর্ট দুর্নীতি সংক্রান্ত খবর ছড়ানোর পর এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বিরোধীরা তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত মাল পুরসভার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'এভাবে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার বিষয়টি কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না।' কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সৈকত দাসের বক্তব্য, 'যার নির্দেশে ১১টি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে, সিবিআই আগে তাকে গ্রেপ্তার করুক।' দ্রুত ঘটনার কিনারা করার দাবি জোরালো হয়েছে।

উদ্বেগ জেলা ভলিবল সংস্থার

খেলায় বাধা দিতে মেয়েদের বিয়ের পিঁড়িতে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : মালঞ্চা গ্রামের ১৮ বছরের লক্ষ্মী বর্মন এ' বছর রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকস্তরে ভর্তি হয়েছে। সদ্য তারুণ্য ছোঁয়া মেয়েটি একজন ভলিবল খেলোয়াড়। বছর খানেক আগে বাবা-মা বিয়ে দিতে উঠেপড়ে লাগে। বেঁকে বসে লক্ষ্মী। জানিয়ে দেয়, ওর জীবনের লক্ষ্য ভালো ভলিবল খেলোয়াড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানো। কোনওভাবেই বিয়ে করবে না।

খবর কানে যায় জেলা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের কাছে। সংগঠনের সদস্যরা লক্ষ্মীর বাড়িতে পৌঁছে বাবা-মাকে বোঝালে তাঁরা বিয়ে বন্ধ করতে রাজি হন। সে এখন পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত ভলিবল প্র্যাকটিশ করে। এরকম অনেক লক্ষ্মী রায়গঞ্জ মহকুমায় ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের মাঠমুখী করতে বিভিন্ন ক্লাব কয়েক বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের নিয়ে তারা তৈরি করছে ফুটবল ও ভলিবল টিম।

এহেন উদ্যোগে বাবা-মায়েদের একাংশ বেশ আশঙ্কায় আছেন। কারণ, বিয়ে না করে তারা খেলোয়াড় হওয়ার জেদ ধরে বসে। তাই মেয়েদের ১৮ হতে না হতেই তাদের বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দিচ্ছেন। গ্রামাঞ্চলের ফুটবল ও ভলিবল টিম টিকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

রবিবার জেলা ভলি ও বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আন্তঃক্লাব (মহিলা ও পুরুষ) ভলিবল টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে আক্ষেপের সুরে এমনটাই জানান ভলিবলের সংগঠকেরা। বাঘন সন্ধান স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তন্ময় দে-র কথায়, '২০১৭ থেকে আমরা ছেলে ও মেয়েদের ফ্রি ভলিবল কোচিং করাচ্ছি। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে কোচিং ক্যাম্পে মেয়েদের ধরে রাখা যাচ্ছে না। অভিভাবকেরা ১৮ হতে না হতেই বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে।'

একই অভিযোগ অরুপ ঘোষেরও। বলেন, 'অধিকাংশ মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। অথচ ওদের মধ্যে অনেকেই ভালো খেলোয়াড় হওয়ার প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে।'

মালঞ্চা হাইস্কুলের ছাত্রী প্রিয়াঙ্কা বর্মন, নীলা বর্মন ভলিবল খেলত। কিন্তু তাদের বাবা ও মা বিয়ে দিয়ে দেয়। প্রিয়াঙ্কার বাবা রতন বর্মন জানান,'ভালো ছেলে পেলাম, তাই বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। মেয়ে চাকরি করলে পরে বিয়ে দিতাম।' উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই বিয়ে হয়ে যায় নীলা বর্মনের। স্কুলের হয়ে ভালো ভলিবল খেলত। বোন লক্ষ্মীও ভালো ভলিবল খেলে। এখনই বাড়ি থেকে আর খেলতে দিতে নারাজ। বাবা ধনেশ্বর বর্মন জানান, 'খেলাধুলা করলে যদি চাকরি পেত তাহলে চিন্তা করতাম না। চাকরি তো হচ্ছে না, তাই বাধ্য হয়ে বিয়ে দিতে হচ্ছে।'

মালঞ্চা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অজয়কুমার রায় জানান, 'প্রতিবার মেয়েদের ভলিবল টিম তৈরি করতে হয়। কারণ, ১৬ হতে না হতেই বিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

মেশিনে ধান কাটা, ঝাড়াইয়ে আগ্রহ বাড়ছে

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : রাজগঞ্জ এলাকায় যতটা আমন ধানের চাষ হয়েছে সেই তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা খুব কম। তবে ইতিমধ্যেই এলাকার কৃষকরা আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে ধান কাটা এবং জমিতে ধান ঝাড়াইয়ের দিকে ঝুঁকছেন। গ্রামের প্রচুর তরুণ কাজের তাগিদে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিলেও তাঁদের অভাব পূরণ করতে এবার প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াচ্ছেন স্থানীয় কৃষকরা।

বর্তমানে রাসায়নিক সার এবং যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে আমন ধানের বিঘা প্রতি ফলন অনেকটাই বেড়েছে। কৃষকদের আধুনিক যন্ত্রপাতির ক্রয়ের ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কৃষি দপ্তর। কীটনাশক স্প্রে মেশিন থেকে শুরু করে সেচের জন্য পাম্পসেট থেকে শুরু করে চাষের জন্য ট্র্যাক্টর এবং ধান কাটা ও ঝাড়াই মেশিনের জন্য সরকারি ভরতুকিও মিলছে।

অগ্রহায়ণ মাসে জমিতে ধান পেকে রয়েছে কৃষকদের। এই সময় আমন ধান কাটা থেকে শুরু করে মাড়াইয়ের জন্য অনেক শ্রমিক প্রয়োজন। তবে প্রযুক্তির সাহায্যে একদিকে যেমন শ্রমিক সমস্যার সমাধান হচ্ছে তেমনি টাকাও সাশ্রয় হচ্ছে বলে জানিয়েছেন রাজগঞ্জ এলাকার বিভিন্ন গ্রামের কৃষকরা। রাজগঞ্জের সাউদাভিটা কৃষক আলিয়ার রহমান জানান, এক বিঘা জমির ধান কাস্তে দিয়ে কাটতে শ্রমিকদের ১০০০ টাকার মতো মজুরি দিতে হয়। সেখানে মেশিন দিয়ে ধান কাটলে লাগে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা।

এছাড়াও কাস্তে দিয়ে এক বিঘা ধান কাটতে দু'দিন সময় লেগে যায়। সেই জায়গায় মেশিন এক থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে এক বিঘা জমির ধান কেটে ফেলে।

জমিদারপাড়া গ্রামের কৃষক নিরঞ্জন পাল বলেন, 'ধান ঝাড়াইয়ের মেশিনে ১২০০ টাকা খরচ করে তিন-চার বিঘা জমির ধান দেড় ঘণ্টার মধ্যে ঝাড়াই করা সম্ভব হয়। এই কাজ শ্রমিকদের দিয়ে করতে গেলে বিঘা প্রতি ধান ছাড়াইয়ে প্রায় ১ হাজার টাকা খরচ হয় এবং সময় অনেক বেশি লাগে।'

ভরতুকির আশায় চা শিল্প

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৬ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের আশ্বাসের পর চা বাগানগুলির প্রাপ্য বকেয়া ভরতুকি প্রদানে কেন্দ্র যথাযথ পদক্ষেপ করবে বলে টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (টিপা) আশাবাদী। সোমবার ওই চা বণিকসভার তরফে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। সেখানে টি বোর্ডের কাছে এই মর্মে কেন্দ্র যথাযথ নির্দেশিকা পাঠাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি টিপা দেশের খাদ্য সুরক্ষার নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এফএসএসএআই) তরফে চা শিল্পের জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক নিষিদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলি যাতে চা বাগান বা ক্ষুদ্র চা চাষিদের কাছে কেউ বিক্রি না করে তার জন্য আর্জি জানানো হয়। টিপা-র চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসাল বলেন, 'গত ৩০ নভেম্বর অসমের দিসপুরে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী চা শিল্পের সঙ্গে জড়িত সমস্ত মহলকে নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে আরও নানা ইস্যুর পাশাপাশি বকেয়া ভরতুকির বিষয়টি উঠে এলে তিনি এব্যাপারে পদক্ষেপের আশ্বাস দেন। মন্ত্রীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা স্বাগত জানাই। আশা করছি

গত ৩০ নভেম্বর অসমের দিসপুরে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী চা শিল্পের সঙ্গে জড়িত সমস্ত মহলকে নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে আরও নানা ইস্যুর পাশাপাশি বকেয়া ভরতুকির বিষয়টি উঠে এলে তিনি এব্যাপারে পদক্ষেপের আশ্বাস দেন। মন্ত্রীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা স্বাগত জানাই।

মহেন্দ্র বনসাল
চেয়ারম্যান, টিপা

ভরতুকির জন্য আগে আবেদন করে রাখা চা বাগানগুলিতে গিয়ে সরেজমিনে সবকিছু খতিয়ে দেখার নির্দেশিকা দ্রুত টি বোর্ডের কাছে এসে পৌঁছাবে।'

টিপা সূত্রে খবর, চা বাগানগুলিতে পুরোনো গাছ উপড়ে ফেলে নতুন গাছ রোপণ, ফ্যাক্টরির আধুনিকীকরণের মতো আরও একাধিক খাতে টি বোর্ডের কাছ থেকে এক সময় ভরতুকি মিলত। তা বেশ কয়েক বছর ধরে বন্ধ আছে। বাগানগুলি বকেয়া চেয়ে আবেদন করলেও তা মেলেনি। সেটা নিয়ে ৩০ নভেম্বরের বৈঠকে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি পদক্ষেপের আশ্বাস দেন। এদিনের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ওই চা বণিকসভার তরফে স্বাস্থ্যবান্ধব চা তৈরির যে সরকারি গাইডলাইন তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা ও সেইসঙ্গে কড়া নজরদারির জন্য সওয়াল করেছে। যারা চা বর্জ্য ব্যবহার করে নিকৃষ্টমানের চা তৈরি করে তাদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও জানানো হয়েছে। চা বর্জ্যের মাধ্যমে দেশে অন্তত দুই শতাংশ নিকৃষ্টমানের চা তৈরি হয় বলে টিপা-র মূল্যায়ন। এটা রুখতে পারলে বাড়তি জোগানের সমস্যা কিছুটা হলেও আটকানো সম্ভব হবে বলে টিপা-র আশা।

উদ্যোগ

- বাগানগুলিতে পুরোনো গাছ উপড়ে নতুন গাছ রোপণের মতো একাধিক খাতে ভরতুকি মিলত
- তা বেশ কয়েক বছর ধরে বন্ধ আছে
- বাগানগুলি বকেয়া চেয়ে আবেদন করলেও তা মেলেনি
- ৩০ নভেম্বরের বৈঠকে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি পদক্ষেপের আশ্বাস দেন

প্রচারে বিএসএফ

মানিকগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : বিজয় দিবসে ভারতকে ফের হুঁশিয়ারি দিল বাংলাদেশ। এই পরিস্থিতিতে উন্মুক্ত সীমান্তের বাসিন্দাদের নিয়ে সমন্বয় বৈঠক করল ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী। উদ্যোক্তা বিএসএফের ৯৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট মনোজ কুমার।

বাহিনী সূত্রে খবর, জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকায় নজরদারির দায়িত্বে রয়েছে ৯৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের আওতাভুক্ত চাণক্য সীমান্ত চৌকি। এদিন এই গ্রাম পঞ্চায়েতের জমাদারপাড়া গ্রামের বাসিন্দাদের নিয়ে জরুরি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সীমান্ত বাহিনী সূত্রে আরও খবর, বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে যাতে কোনও গ্রামবাসী চোরাচালানে যুক্ত না হয় কিংবা সীমান্তের কাঁটাতার কেটে কেউ যাতে এদেশে ঢুকতে না পারে। এমনকি সীমান্তবাসীরা যেন কোনও বাংলাদেশিকে আশ্রয় না দেন- এ বিষয়ে তাঁদের সচেতনতায় প্রচার চালানো হয়। মূল সীমান্ত থেকে ৫০০ মিটার এলাকা পর্যন্ত বেশকিছু বিধিনিষেধ কার্যকর রয়েছে। এখন থেকে সেই নিয়ম আরও কঠোরভাবে বিএসএফ পালন করবে বলে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট জানান।

গোটা পরিবারের সলিলসমাধি

প্রথম পাতার পর

পারেন পুকুরে নিশ্চয়ই কোনও গাড়ি পড়েছে। এরপরে তাঁরাও পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁদের চিৎকারে আরও কিছু লোকজন জড়ো হন। এরপর সকলে মিলে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। বাঁশ ও দড়ি দিয়ে গাড়িটি কিছুটা পাড়ে আনা হয়। কিন্তু ততক্ষণে যে সব শেষ। গাড়ির একটি জানলার কাচ ভাঙতেই প্রথমে একটি শিশুকন্যার দেহ উদ্ধার হয়। একটু পরে শিশুপুত্র এবং তাদের বাবা-মায়ের দেহ উদ্ধার করেন তাঁরা।

শীতের রাতে অধিকাংশ দুর্ঘটনা কুয়াশার কারণে ঘটে থাকে। তাই কুয়াশার কারণে দুর্ঘটনাটি হতে পারে বলে পুলিশের অনুমান। কিন্তু স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওইদিন রাতে তেমন কুয়াশা ছিল না। তাছাড়া রাস্তাটি হেরিটেজ রোড হওয়ায় যথেষ্ট চওড়া। সেখানে কোনও মোড়ও ছিল না। তবে রাস্তাটির একাধিক জায়গায় ভাঙা ছিল। ঘটনাস্থলের কাছেই একটি কালভার্ট ছিল। পুকুরটির গভীরতা বেশি ছিল। হেরিটেজ রোড নির্মাণের সময় পুকুরপাড়ে বোল্ডার দিয়ে গার্ডওয়াল দেওয়া হয়। তবে তা রাস্তা থেকে অনেকটা নীচুতে হওয়ায় তার ওপর দিয়েই গাড়িটি পুকুরে পড়ে যায়।

খাসি চুরি

ময়নাগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : রাস্তার ধারে আপন মনে ঘাস খাচ্ছিল একটি খাসি। হঠাৎ একটি চার চাকা গাড়ি এসে খাসিটিকে তুলে নিয়ে চম্পট দেয়। সোমবার সকালে ময়নাগুড়ি ভোটপট্টি সার্ক রোডে শহর লাগোয়া বটেশ্বরের ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শী একজনের কথায়, 'একটি চার চাকা গাড়ি ভোটপট্টির দিক থেকে এসে বটেশ্বর এলাকায় দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে একজন নেমে খাসিটিকে জোর করে তুলে নিয়ে ময়নাগুড়ির দিকে চম্পট দেয়। চিৎকার করলেও কোনও লাভ হয়নি।' খাসির মালিক মিনতি রায় বললেন, 'খাসিটির ওজন ১৬-১৭ কিলো হবে। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।' অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সীমান্তে 'সোনার বাংলা' গান

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : মেখলিগঞ্জের তিনবিঘা করিডর। যেখান দিয়ে মিলেমিশে গিয়েছে ভারত ও বাংলাদেশ। সেখানেই সোমবার বাংলাদেশের বিজয় দিবসে জনাকয়েক ভারতীয় শিল্পী হারমোনিয়াম, ঢোল, দোতারা নিয়ে কাঁটাতার ঘেঁষা এলাকায় গাইলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সেদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' অন্যান্য দিনের মতোই এদিনও ভারতীয় পর্যটকরা যেমন এসেছেন ঘুরতে, তেমনি বাংলাদেশের বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ছুটির দিনে সেদেশের অনেকেই ঘুরতে এসেছেন তিনবিঘায়। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত শুনে ভারতীয় পর্যটকরা যেমন দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান, তেমনি খানিকটা দূরে বাংলাদেশিদের কানে পৌঁছে

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত গাইছেন ভারতীয়রা। সোমবার তিনবিঘায়।

গিয়েছিল গানটি। তাঁরাও গানটিতে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান।

সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদলের পর সেদেশে কবিগুরুর লেখা জাতীয় সংগীত বদলানো নিয়ে সরব হয়েছেন অনেকে। তাঁরা চান রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা গানটির' পরিবর্তে অন্য কোনও জাতীয় সংগীত। এটা সাধারণ একাংশ বাংলাদেশির দাবি নয়, বর্তমান তদারকি সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টার মুখে শোনা গিয়েছে। তারই প্রতিবাদে একেবারে বাংলাদেশের কোলে গিয়েই কুচলিবাড়ির শিল্পী মলিন রায়, শ্রেয়া সরকার, শম্পা সরকার, স্বপন রায়, ভানু সরকারের মতো শিল্পীরা প্রতীকী প্রতিবাদ জানালেন এদিন। শম্পার বক্তব্য, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমার সোনার বাংলার গানটি বাঙালি জাতির মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে।' বাংলাদেশ সরকার বাঙালির আবেগের কথা ভেবে জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা যাতে না করে তা নিয়ে সরব হন মলিন রায়। তিনি বলেন, 'এত সুন্দর গান কেন যে পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা করছে বাংলাদেশ সেটাই বুঝছি না।' শ্রেয়ার দাবি, তারা জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করলেও করতে পারে। তাঁর দাবি, 'আমরা যতদিন বেঁচে থাকব এই গান গাইব।'

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের ভাবনাচিন্তার মধ্য দিয়ে এদিন বাংলাদেশের বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। বিজিবি'র পক্ষ থেকেও সীমান্তে এই দিনটি পালন করা হয়। সেখানে অবশ্যই 'আমার সোনার বাংলা গানটি গাওয়া হয়।'

কাঁটাতারের বেড়ার ওপারেও একই সুর এপারেও একই সুর ভারতীয়দের গলায়। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত অবশ্য পালটাতে চান না সাধারণ বাংলাদেশি পর্যটকরা।'

শৈশব।। *কোচবিহার শহরে অর্পণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।*

রাজনীতি ডিবেটিং ক্লাব নয়, ভোট চাই

প্রথম পাতার পর

কেউই আসন ছেড়ে বদান্যতায় রাজি নয়। প্রথমে হরিয়ানা, তারপর মহারাষ্ট্রের রেজাল্ট বলতে গেলে মাটিতে বসিয়ে দিয়েছে তাদের। লোকসভা ভোটের অঙ্কে যতটুকু এগিয়েছিল তারা, ততটুকুই পিছিয়ে পড়েছে।

এই অবস্থায় তাদের মাতব্বরি মানবে কে? জোটের মুখ হিসেবে যেমন কংগ্রেসের তরফে তুলে আনা হচ্ছিল রাহুলকে, তেমনই সে কাজটা যে নেহাত সহজ হবে না একইসঙ্গে বোঝা যাচ্ছিল সেটাও।

উত্তরপ্রদেশের বিধানসভার উপনির্বাচনে কংগ্রেসকে একটা আসনও ছাড়েনি অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি। তারা লড়েছে একা। পঞ্জাব, দিল্লিতে একাই লড়বে আম আদমি পার্টি। মহা গোলমাল মহারাষ্ট্রের জোটে।

সমাজবাদী পার্টি বেরিয়ে এসেছে মহারাষ্ট্র বিকাশ আঘাড়ি থেকে। উদ্ধব কী করবেন বোঝা মুশকিল।

শারদ পাওয়ার রাজনৈতিক জীবনের শেষপ্রান্তে এসে হীনবল, তাঁর ভূমিকা ধৃতরাষ্ট্রের। ভাইপো অজিত শুধু যে খুল্লতাতের শুধু দল ভাঙিয়ে ক্ষমতায় তাই নয়, নিজেকে ওয়াশিং মেশিনে ধোলাই করে ধবধবে হয়ে গিয়েছেন।

রাহুল গান্ধির পদযাত্রার উজ্জীবিত কংগ্রেস এখন স্পষ্টত কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই অবস্থায় তাদের রীতিমতো বেকায়দায় ফেলে দিয়েছেন মমতা। তিনি যে ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব দিতে আদৌ পিছপা নন, এটা খোলাখুলি জানিয়ে দেওয়ার পর দেখা যাচ্ছে বড় পার্টির মাতব্বরিতে ক্ষুব্ধ জোট শরিকরা দাঁড়াচ্ছে মমতার পাশেই। তাঁকে জোটের নেতা মানতে যে আপত্তি নেই, তা জানিয়ে দিয়েছে সমাজবাদী পার্টি, আম আদমি পার্টি, উদ্ধবের শিবসেনা। সায় রয়েছে শারদ পাওয়ারের। লালুপ্রসাদও খোলাখুলি মমতার পাশে।

লোকসভা ভোটের পর বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভা ভোটে শরিকদের গুরুত্বই দিতে চায়নি কংগ্রেস, অভিযোগ এমনটাই।

তার উপর সংসদে যেভাবে শুধুমাত্র আদানি ইস্যুতে দিনের পর দিন সংসদ অচল করে দেওয়ার লাইন ধরেছে কংগ্রেস তাতেও আপত্তি আছে অন্যদের।

তারা নিজেদের আলাদা আলাদা ইস্যু সংসদে তুলতে চায়। তৃণমূল, সপা, আপ তাদের আপত্তি জানিয়ে দিয়েছে পরিষ্কার। তৃণমূল তো কংগ্রেসের ডাকা মিটিং বয়কট করে চলেছে। বলতে গেলে জোটের মধ্যেই বেশ একঘরে সোনিয়ার দল। একমাত্র সংসদের অধিবেশন চললেই কখনো-সখনো যা কিছু বোঝাপড়া চোখে পড়ে।

এই অবস্থায় কোনদিকে বাঁক নেবে ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ তা কে বলতে পারে।

মমতাকে নেত্রী মানতে বড় মাপের ঢোঁক গিলতে হবে কংগ্রেসকে। মমতাকে মেনে জোটে থাকতে হলে নিজেদের দলেই গোলমাল বাধবে।

জোট ভাঙলে কংগ্রেসের সঙ্গে ক'টা শরিক থাকবে তাও বলা মুশকিল। দক্ষিণে ডিএমকে, মহারাষ্ট্রে এমভিএ, বিহারে মহাগঠবন্ধন, ঝাড়খণ্ডে শিবু সোরেনরা ছাড়া সেই অর্থে রাজ্য স্তরের কংগ্রেস জোটে আছেই বা কোথায়!

যেখানে যেখানে তারা বিজেপির সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ে সেসব জায়গায় মুখ লুকোতে হচ্ছে তাদের। আর জোটের কথা মাথাচাড়া দেয় তো কেবল ভোটের আগে। সারা বছর তা নিয়ে শরিকদের কোনও মাথাব্যথা নেই।

এ অবস্থায় কংগ্রেসের ওপর ভরসা বিশেষ না থাকারই কথা। ইন্ডিয়া জোটকে জোরদার করতে যদি নেতা বদল করতে হয়, তবে মমতার দাবি বেশ শক্তপোক্ত। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁর সাফল্যের হার অন্যদের থেকে অনেকটাই বেশি।

একেবারে হালের উপনির্বাচনের রেজাল্ট সে দাবিকে জোরালো করেছে আরও। আবার কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে জোটের মধ্যে জোট হতে চলেছে কি না, সেদিকেও নজর রাখতে হবে আমাদের।

নিস্তব্ধ ছন্দের সেই দুই হাত

প্রথম পাতার পর

জাকিরকে 'ভারতের সর্বকালের সেরা সংগীতজ্ঞদের একজন' বলেছেন গায়ক-সুরকার রিকি কেজ।

১৯৫১ সালে মুম্বইয়ে জন্ম জাকিরের। তাঁর বাবা ওস্তাদ আল্লা রাখাও ছিলেন প্রখ্যাত তবলাবাদক। নিজেকে কখনও মহিমামণ্ডিত করতে চাননি জাকির। ব্যক্তিগত সব সাফল্যের কৃতিত্ব দিয়েছেন সহশিল্পীদের। নিজের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বলতেন, 'এটা নিছক সংগীতের প্রতি আকর্ষণ, আমার প্রতি নয়। সংগীতকে উপস্থাপন করা ছাড়া আমার আর কোনও ভূমিকা নেই।'

তবলাবাদকের আকস্মিক মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতিক্রিয়া, 'তিনি বিরল প্রতিভা, যিনি ভারতীয় ধ্রুপদি সংগীতে বিপ্লব এনেছেন।'

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি জাকিরের মৃত্যুকে 'সংগীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি' বলে উল্লেখ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'দেশের এবং তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুরাগীর চরম ক্ষতি হল।'

কলকাতায় ঠিক এই সময়ে আসার কথা ছিল জাকিরের। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য বাতিল হয় তাঁর অনুষ্ঠান।

এরপর কলকাতা কেন, আর কোনও মঞ্চেই তাঁকে আর কখনও দেখা যাবে না।

ছিলেন হৃদয়ের কাছাকাছি

প্রথম পাতার পর

তিনি যে কোনও সময় এবং যখনই প্রয়োজন, অপ্রয়োজনে তাঁদের যন্ত্র বহন করতে তৈরি থাকতেন। এমন ছবি আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন সম্পূর্ণ সর্বদিক পরিপূর্ণ সংগীতজ্ঞ, মানবিক, ভদ্র-নম্র-বিনয়ী মানুষ। এখন আমি তাঁকে অন্তহীন মিস করব। আমার শুধু একটাই প্রার্থনা, তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর আত্মা চিরশান্তিতে থাকুক। তিনি স্বর্গেও শাস্ত্রীয় সংগীতের আমেজে ভরিয়ে রাখবেন।

(প্রখ্যাত সরোদিয়া এই লেখা লিখেছেন তাঁর ফেসবুক পোস্টে)

নাই বা হল শুভদৃষ্টি, মিলল চার হাত

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : অপেক্ষার অবসান এভাবেও সম্ভব! অন্তরের আলোয় চার হাত এক হল নবদম্পতির।

দু'জনেই জন্মান্ধ। রবিবার রাতে দুই প্রাণ এক হওয়ার শপথ নিলেন রায়গঞ্জে বিবাহের ছাদনাতলায়। রীতি মেনে টোপর পরে মালাবদল হল। সাতপাক ঘুরে মন্ত্রোচ্চারণ করে শপথ নিলেন নবদম্পতি। তবে শুধু হল না শুভদৃষ্টি, কারণ দু'জনেই জন্মান্ধ।

সোমবার ভোরে কুয়াশার চাদর সরিয়ে দৃষ্টিহারা কৃষ্ণ দাস আর পুতুল মাহাতো পরস্পর হাতে হাত ধরে কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে হুগলির পাণ্ডুয়ায় শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে নতুন সংসারের পথে রওনা দিলেন।

বছর একুশের কৃষ্ণ দাস। জন্ম থেকেই চোখের দৃষ্টি হারালেও হতাশার মধ্যে জীবন কাটেনি। উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করার পরেই হকারিকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন কৃষ্ণ। প্রতিদিন পাণ্ডুয়া স্টেশন থেকে ব্যান্ডেল স্টেশন পর্যন্ত ট্রেনেই হকারি করেন। এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ এবং বিয়ের আয়োজন করেছেন দাদা। রায়গঞ্জ বন্দর শ্মশান কলোনির বাসিন্দা পুতুল মাহাতোর সঙ্গে হল মালাবদল।

পুতুলের বয়স ২১। সেও জন্মান্ধ। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত পড়াশোনা করলেও পারিবারিক আর্থিক অভাবে মাঝপথে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে বাড়িতেই থাকতেন পুতুল। মাসখানেক আগে এক বান্ধবীর মাধ্যমে হুগলির পাণ্ডুয়ার বাসিন্দা কৃষ্ণ দাসের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। পুতুলের বাবা দীপক মাহাতো এবং মা সুমিত্রা মাহাতো প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচনার পর পাত্রের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপরেই সকলের সহযোগিতায় বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়।

এগিয়ে আসেন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, স্থানীয় কোঅর্ডিনেটর তপন দাসরা। রবিবার সন্ধ্যায় কুলিক নদীর পাশে শ্মশান কলোনিতে বসে বিয়ের আসর। কৃষ্ণ ও পুতুলের বিবাহবন্ধনের সাক্ষী থাকলেন প্রতিবেশীরা। আয়োজনে কোনও কার্পণ্য দেখাননি তাঁরা। এদিন সকালে রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনে করে রওনা দেন নবদম্পতি।

রায়গঞ্জ রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণবাবু জানালেন, মাসখানেক আগে তিনিই প্রথম মনের কথা মুখ ফুটে বলেছিলেন। সায় দিয়েছিল পুতুল এবং ওর পরিবার। সকলের সহযোগিতায় তাঁদের নতুন জীবন শুরু হল।

অন্যদিকে, পুতুল জানান, 'প্রিয় মানুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছি। তাই এর চেয়ে আনন্দের কিছু হয় না।' তাঁর কথায়, তিনি কোনওদিন ভাবতে পারেননি তাঁর বিয়ে হবে।এদিন স্টেশনে নববিবাহ দম্পতিকে ট্রেনে তুলতে এসেছিলেন বাবা দীপক মাহাতো। দীপকবাবু কেটারিংয়ে লেবারের কাজ করেন। তিনি জানান, তাঁর দুই মেয়ে ও এক ছেলে। পুতুল বড়। সকলের সহযোগিতায় পুতুলকে বিয়ে দিতে পেরে ভালো লাগছে। পুতুলের বিয়ে হওয়ায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দা নিমাই কুণ্ড। তিনি জানান, 'গত রবিবার সন্ধ্যায় ২২ নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ পুতুলের বিয়ের সাক্ষী ছিলেন। চার হাত মিলিয়ে দিতে পেরে ভীষণ খুশি আমরা।'

ছাঁদনাতলায় কৃষ্ণ আর পুতুল। কুলিক নদীর পাশে বিয়ের আসরে।

অফস্টাম্প-হারাকিরি বিরাটের

ম্যাচ বাঁচাতে বৃষ্টিই ভরসা ভারতের

অস্ট্রেলিয়া-৪৪৫ ভারত-৫১/৪

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বর : ভুল শুধরে দিতে মিনিট পাঁচেক যথেষ্ট। বিরাট কোহলির অফস্টাম্প সমস্যা নিয়ে একদা বলেছিলেন সুনীল গাভাসকার। এরপর বেশ কয়েকমাস কেটে গিয়েছে। তবে কোহলি কিংবদন্তি পূর্বসূরির ক্লাসে গিয়েছেন, এমন কোনও খবর নেই। ইগো নাকি অন্য কিছু? উত্তর জানা নেই। উলটে দুইজনের মধ্যে সম্পর্ক মাঝেমধ্যেই উত্তাপ ছড়িয়েছে।

গাভাসকারের প্রস্তাবকে যেখানে পাত্তা দেননি, সেখানে ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ার ক্লাস নেবেন কিং কোহলির? গৌতম গম্ভীরের পক্ষেই বা কতটা উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব? অফস্টাম্পের বাইরের লাইনে বারবার খোঁচা মেরে বিরাটের আউটের পর এই রকম হাজারো প্রশ্ন উঠছে।

প্রাক্তনদের অনেকের মতে, বিরাটের মূল সমস্যা ইগোর। তাই ভুলগুলি শুধরোতে পারছে না কারওর সাহায্য নিয়ে। চেতেশ্বর পূজারার কথায়, কোহলির সমস্যা মানসিক। কোন বলটা খেলব আর কোন বলটা ছাড়ব, দোটানায় উইকেট খোয়াচ্ছেন। বৃষ্টিবিঘ্নিত তৃতীয় দিনে জোশ হ্যাজেলউডের ফাঁদে ঠিক সেভাবেই পা দিলেন। সপ্তম স্টাম্প লাইনের বল খেলতে গিয়ে খোঁচা। অফস্টাম্প লাইনের ভুলভুলাইয়াতে আরও একবার পথভ্রষ্ট বিরাট (১৬ বলে ৩)।

শুধু বিরাট নন, বাকিদের হালও তথৈবচ। কখনও উইকেট উপহার দিলেন যশস্বী জয়সওয়াল (৪), কখনও শুভমান গিল (১)। নিজের ব্রিসবেন কাহিনিতে নয়া অধ্যায় সংযোজনের সুযোগ এদিন মাঠে ফেলে আসেন ঋষভ পন্থও (৯)। নিট ফল, বৃষ্টিবিঘ্নিত তৃতীয় দিনের শেষে ভারত ৫১/৪। ক্রিজে লোকেশ রাহুলের (৩৩) সঙ্গে রোহিত শর্মা।

২০২১ সালে প্রথম ইনিংসে টপ অর্ডারের ব্যর্থতা ঢেকে দিয়েছিল পূজারা-শার্দূল ঠাকুরের লড়াই। রোহিত-রাহুল কী পারবেন আগামীকাল সেই রকম কিছু করে দেখাতে? কাজটা কঠিন। এখনও ৩৯৪ রান পিছিয়ে।

ফলোঅন বাঁচাতেই দরকার আরও ১৯৫। জয় দূরের কথা, এখান থেকে ভারতকে বাঁচাতে পারে বৃষ্টি। প্রথম তিনদিনে ১৩৪.১ ওভার খেলা হয়েছে। নষ্ট তার চেয়ে বেশি ১৩৫.৫ ওভার। আগামী দুইদিনেও বৃষ্টির পূর্বাভাস। ভারতীয় সমর্থকদের প্রার্থনাও বোধহয় সেটাই। হয়তো গোটা দলেরও।

শুরুটা প্রথম ওভারে মিচেল স্টার্কের শিকার হয়ে যশস্বীর (৪) ফেরা দিয়ে। প্রথম বল কানায় লেগে স্লিপ কর্ডনের মধ্যে দিয়ে সীমানা পার। পরের বলে শট খেলার ছটফটানিতে ফ্লিক করতে গিয়ে সোজা ফরোয়ার্ড শর্টলেগে দাঁড়িয়ে থাকা মিচেল মার্শের হাতে।

পারথে ১৬১ করার পথে স্টার্ককে স্লেজিং করে যশস্বী বলেছিলেন, 'বল আস্তে আসছে।' পরের তিন ইনিংসে স্টার্ক দেখিয়ে দিচ্ছেন জবাব কাকে বলে। শুভমানও একই পথের পথিক। লোকেশ উলটো প্রান্ত থেকে দেখাচ্ছে গাব্বার বাউন্সি পিচে নতুন বল কীভাবে সামলাতে হয়, তখন ধৈর্যচ্যুতিতে উইকেট উপহার শুভমানের। সবে ক্রিজে এসেছেন। মাত্র তৃতীয় বল। স্টার্কের অনেকটা বাইরের বল তাড়া করে ফেরেন শুভমান (১)। গালিতে বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে দুরন্ত ক্যাচ নেন মার্শ।

ভারত ৬/২। তৃতীয় ওভারেই ক্রিজে কোহলি। যা এড়াতে চাইছিল থিংকট্যাংক। চলতি টেস্টে অজি টপ অর্ডারও বড় রান পায়নি। কিন্তু বলের পালিশ তোলার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলে ট্রাভিস হেড, স্টিভ স্মিথের জন্য মঞ্চ বেঁধে দেন নাথান ম্যাকসুইনি (৪৯ বলে ৯ রান), উসমান খোয়াজা (৫৪ বলে ২১), মার্নাস লাবুশেনরা (৫৫ বলে ১২)।

সমস্যা বাড়িয়ে হাজির থেকে থেকে বৃষ্টি। ৭-৮ বারের বেশি খেলা বন্ধ হয়। এদিন খেলা হয় মাত্র ৩৩.১ ওভার। তার মধ্যেই হারের আতঙ্ক ভারতীয় শিবিরে। ব্রিসবেনে পা দেওয়ার পর নেটে অফস্টাম্পের বাইরের বল ছাড়ার দিকে বেশি নজর দিয়েছিলেন বিরাট। যদিও ম্যাচ পরিস্থিতিতে উলটপুরাণ। ফের খোঁচা, উইকেটকিপারের হাতে সহজ ক্যাচ।

বিরাট-শিকারের পর উচ্ছ্বাসও ছিল দেখার মতো। কেন্দ্রবিন্দুতে স্টার্ক! আগের বলেই লোকেশের শট আটকে তিন রান বাঁচান। ফলে লোকেশের বদলে স্ট্রাইকে আসেন বিরাট। স্টার্কের যে প্রচেষ্টার সফল রূপায়ণ হ্যাজেলউডের বিরাট-বধে! ঋষভ পন্থ (৯) তুলনায় ভালো বলের শিকার।

এর আগে ৪০৫/৭ স্কোর থেকে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয় ৪৪৫-এ। অ্যালেক্স ক্যারি করেন ৭০। জসপ্রীত বুমরাহর ঝোলায় ৭৬ রানে হাফডজন উইকেট। সিরাজ দুইটি, নীতীশ, আকাশ দীপ একটা করে উইকেট নিলেও বুমরাহর যোগ্য পার্টনার হয়ে উঠতে ব্যর্থ। ব্যাটিং ব্যর্থতার সঙ্গে যা গম্ভীর-মরনি মর্কেলদের কপালে ভাঁজ ফেলার জন্য যথেষ্ট।

> এবার সময় হয়েছে ব্যাটিং কোচের ভূমিকা খতিয়ে দেখার। কারণ, বেশ কিছু ব্যাটারের একই সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে থেকেই যাচ্ছে। সমাধান কিছু দেখছি না।
>
> -সঞ্জয় মঞ্জরেকার

> আজ যে বলে বিরাট আউট হয়েছে, তা অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারত। সেরা ফর্মে থাকলে হয়তো সেটাই দেখতে পেতাম ওর থেকে।
>
> -অ্যালান বর্ডার

জোশ হ্যাজেলউডের সপ্তম স্টাম্পের বলে খোঁচা দিয়ে ফিরছেন বিরাট কোহলি।

ব্যাটিং কোচ কী করছে, প্রশ্ন মঞ্জরেকার

বিরাট নিজেও হতাশ হবে, দাবি সানির

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বর : একটা করে ম্যাচ যাচ্ছে। বদলাচ্ছে মঞ্চ। যদিও আউটের ধরনে পরিবর্তন নেই। অ্যাডিলেডের পর আজ ব্রিসবেন। আবারও অফস্টাম্প লাইনের গোলকধাঁধায় আটকে বিরাট কোহলি। ভারতীয় রান মেশিনের যে ভুলের পুনরাবৃত্তিতে দিনভর সরগরম ক্রিকেটমহল। একই সঙ্গে সমালোচনার মুখে বিরাটও।

সুনীল গাভাসকার যেমন এদিনের শট নির্বাচন নিয়ে বিরাটকে কার্যত কাঠগড়ায় তুললেন। বলেছেন, 'যদি চতুর্থ স্টাম্পে বল হত, বুঝতাম। কিন্তু ওটা অনেক বাইরে ছিল। সাত-আট নম্বর স্টাম্পে। খেলার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। ও নিজেও হতাশ হবে। ওর আউটের পরই বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়। কিছুটা ধৈর্য দেখালে লোকেশ রাহুলের সঙ্গে অপরাজিত থেকে ফিরত।'

যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিলও সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাননি। গাভাসকারের যুক্তি, ক্রিজে নেমে একজন ব্যাটারের উচিত ধৈর্য দেখানো। থিতু হওয়ার পরই শট খেলার প্রশ্ন। যে ধৈর্যটুকু দেখাতে ব্যর্থ দুজনে। যশস্বীর উদ্দেশে গাভাসকার বলেছেন, 'মোটেই ঠিক শট নয়। ৪৪৫ রান তাড়া করছ। ক্রিজে থিতু হওয়া গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হাফভলিও ছিল না। সেটাই ফ্লিক করতে গিয়ে সহজ ক্যাচ দিয়ে বসে। প্যাট কামিন্সও দারুণ জায়গায় ফিল্ডার রেখেছিল। দারুণ নেতৃত্ব।'

শুভমানকে নিয়ে গাভাসকার বলেছেন, 'ইনিংসের শুরুতে ওটা বিপজ্জনক শট। ক্রিজে নেমে মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় দিতে হয়। পিচ কীরকম আচরণ করছে আন্দাজ পাওয়ার পর এরকম শট খেলা উচিত। শটগুলিকে পকেটে পুরে রেখে আগে অন্তত ৩০-৪০টা বল খেলতে হবে।'

সঞ্জয় মঞ্জরেকার আবার টপ অর্ডারের ক্রমাগত যে ভুলের জন্য আঙুল তুলছেন ব্যাটিং কোচ, টিম ম্যানেজমেন্টের দিকেও। প্রাক্তনের মতে, এবার সময় হয়েছে ব্যাটিং কোচের ভূমিকা খতিয়ে দেখার। কারণ, বেশ কিছু ব্যাটারের একই সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে থেকেই যাচ্ছে। সমাধান কিছু দেখছি না।

বিরাটের টানা ব্যর্থতা নিয়ে অবাক অ্যালান বর্ডারও। অজি কিংবদন্তি বলেছেন, 'আজ যে বলে বিরাট আউট হয়েছে, তা অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারত। সেরা ফর্মে থাকলে হয়তো সেটাই দেখতে পেতাম ওর থেকে।' মাইকেল ভনের গলাতেও একই সুর। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের মতে, চলতি সিরিজে যেসব বলে আউট হয়েছে, তা অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারত।

বাসিত আলি প্রশ্ন তুলছেন, রোহিত শর্মা-গৌতম গম্ভীরের জুটির রসায়ন নিয়ে। দাবি, শ্রীলঙ্কায় ওডিআই সিরিজ, বাংলাদেশ সিরিজের পর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট দ্বৈরথে ভারতের ফলাফলে যার প্রতিফলন পরিষ্কার। রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে রোহিতের যে বন্ডিং ছিল, তা নেই গম্ভীরের সঙ্গে। তিন টেস্টে তিন স্পিনার খেলানোর সিদ্ধান্তে অবাক বাসিত বলেন, 'তিন ম্যাচে আলাদা তিনজন স্পিনার! অজি দলে তিনজন বাঁ-হাতি ব্যাটার। দুই অফস্পিনার ওয়াশিংটন সুন্দর ও রবিচন্দ্রন অশ্বীনের মধ্যে একজনকে খেলানো উচিত ছিল। সেখানে রবীন্দ্র জাদেজা!'

জোশ হ্যাজেলউডের সপ্তম স্টাম্পের বলে খোঁচা দিয়ে ফিরছেন বিরাট কোহলি।

গুগলে দেখে নিন, পালটা সাংবাদিককে

ব্যর্থ সিরাজদের পাশে বুমরাহ

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বর : ৭৬ রান দিয়ে হাফডজন শিকার।

চলতি সিরিজে দুই দলের মধ্যে সবাধিক ১৮ উইকেট পকেটে। যদিও জসপ্রীত বুমরাহর আগুনে বোলিংয়ের পরও হারের ভ্রূকুটি ভারতীয় শিবিরে। ম্যাচ বাঁচাতে বাকি দুইদিন অ্যাসিড টেস্ট রোহিত শর্মা ব্রিগেডের সামনে। প্রবল সমালোচনার মুখে দলের ব্যাটিং, বাকি বোলারদের ব্যর্থতা।

মাঠের বাইরেও জসপ্রীত বুমরাহকে দেখা গেল ব্যর্থ সতীর্থদের উদ্দেশে ধেয়ে আসা বাউন্সার সামলাতে। যুক্তি, দল 'পালাবদলের' মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। একঝাঁক নতুন মুখ, যাঁদের প্রথম অস্ট্রেলিয়া সফর। ধৈর্য রাখতে হবে।

সাংবাদিককে বাউন্সার

আকর্ষণীয় প্রশ্ন (আপনি ব্যাটার নন। সেক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যাটিং ভরাডুবি নিয়ে প্রশ্ন করা কতটা যুক্তিসংগত হবে আপনাকে)। তবে আপনি আমার ব্যাটিং দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। গুগলে দেখে নিন, টেস্টে এক ওভারে সবাধিক রান কার। (ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২০২২ বার্মিংহাম টেস্টে স্টুয়ার্ট ব্রডের এক ওভারে সবাধিক ৩৫ রান নেন বুমরাহ)।'

পালাবদলের পর্ব

পরস্পরের দিকে আঙুল তোলার পক্ষপাতী নই আমরা। সেই মানসিকতাও নেই দলের কারও। বর্তমানে দল পালাবদলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। একঝাঁক নতুন খেলোয়াড় দলে এসেছে। আর অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের জন্য সহজ মঞ্চ নয়। এখানকার ভিন্নধর্মী পরিবেশ, পিচ, আবহাওয়ায় আলাদা চ্যালেঞ্জ।

বোলিং ব্যর্থতা

বোলিংয়েও অনেকে নতুন। সিনিয়ার হিসেবে ওদের পাশে থাকার চেষ্টা করি। তবে খেলতে খেলতেই ওরা শিখবে। কেউ অভিজ্ঞতা নিয়ে জন্মায় না, সমস্ত স্কিল নিয়ে পৃথিবীতে আসে না। অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেরাই ঠিক রাস্তা খুঁজে নেবে। তাছাড়া স্কোরবোর্ডে বেশি রান না থাকাও বোলারদের চাপ বাড়াচ্ছে।

মহম্মদ সিরাজ

পারথের পর গত অ্যাডিলেড টেস্ট, দারুণ মেজাজেই ছিল। ভালো বোলিং করেছে। বেশ কিছু উইকেট নিয়েছে। এই ম্যাচে হালকা চোটের পরও যেভাবে বল করছে, কৃতিত্ব দেব ওকে। সমস্যা নিয়েও মাঠে থাকছে বল করার জন্য। এই লড়াকু মানসিকতার জন্য ওকে দলের সবাই ভালোবাসে। আর আমি আলাদা কিছু করছি না। যেদিন আমি উইকেট পাব না, সেদিন বাকিরা সামলাবে। এটাই টিমগেম।

অজি চ্যালেঞ্জ

পারথের উইকেট একরকম ছিল। অ্যাডিলেডে গোলাপি বলে টেস্ট। উইকেট, বল অন্যরকম আচরণ করে। ব্রিসবেনের অন্যরকম পরিস্থিতি। ভারতে এরকম উইকেটে খেলি না। অস্ট্রেলিয়া সফর মানেই তাই চ্যালেঞ্জ। যার উত্তর খোঁজা উপভোগ করি। পৃথক পৃথক পরিস্থিতি, পরিবেশ, পরীক্ষার মুখে সমাধান সূত্র বের করার অনুভূতিই আলাদা। কে কী বলে, তা না ভেবে নিজের ওপর ফোকাস রাখি। যেভাবে বল করছি, আমি খুশি। আরও বেশি করে অবদান রাখতে চাই।

হেড ফ্যাক্টর

কোকাবুরা বল একটু পুরোনো হয়ে গেলে ব্যাটিং তুলনামূলক সহজ। বিশেষ করে যখন উইকেট থেকে সাহায্য মেলে না। তখন ব্যাটারদের রান আটকানোর রাস্তা খুঁজে নিতে হয়। ঠিকঠাক ফিল্ডিং সাজানোও গুরুত্বপূর্ণ। বল যখন নড়াচড়া কম করে, তখন কিছুটা রক্ষণাত্মক হতেই হয়। ব্যাটারদেরও কৃতিত্ব দিতে হয় অনেক সময়। ঋষভ পন্থের মধ্যেও একই (হেডের মতো) ক্ষমতা রয়েছে।

প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট নিয়ে ড্রেসিংরুমে ফিরছেন জসপ্রীত বুমরাহ।

দলকে সাহসী হওয়ার নির্দেশ কোচ অস্কারের

নতুন পজিশনে খেলতে পারেন আনোয়ার

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : টানা হারে বিপর্যস্ত ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের বীজ রোপণ করেছিলেন অস্কার ব্রুজোঁ। কিন্তু প্রথম একাদশ সাজানো যেখানে চ্যালেঞ্জ, সেখানে আত্মবিশ্বাস আদৌ কাজে লাগবে কি না সেটাই বড় প্রশ্ন। এই পরিস্থিতিতে দলকে আরও সাহসী হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন স্প্যানিশ কোচ। মাঝমাঠের তিন নির্ভরযোগ্য ফুটবলারকে ছাড়াই মঙ্গলবার পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে নামতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। হেক্টর ইউস্তেকে ঝুঁকি নিয়েই মাঠে নামানোর প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে চোট নিয়ে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসকে মাঠে নামানোর মতো দুঃসাহস হয়তো লাল-হলুদ থিংকট্যাংক দেখাবে না। যদিও কাদের পাওয়া যাবে, আর কাদের পাওয়া যাবে না, তা নিয়ে ধোঁয়াশাই রেখে দিলেন অস্কার। তবে প্রথম একাদশ সাজানো নিয়ে তিনি যে চাপে আছেন, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। পাঞ্জাব ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে অস্কার বলেই দেন, 'আমাদের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। এই কঠিন পরিস্থিতিতে সামনে দুইটি পথ। হয় দলে বদল আনার ভাবনা ভেবে রাতের ঘুম নষ্ট করা, নয়তো ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা। সাহসী ফুটবল খেলা।' দ্বিতীয়টি যে বেশি প্রয়োজন তাও স্পষ্ট করে দেন ব্রুজোঁ।

পাঞ্জাব এবার বেশ ভালো ফুটবল খেলছে। জামশেদপুর এফসি-র কাছে হারের আগে পর্যন্ত লিগ শীর্ষে থাকা মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও বেঙ্গালুরু এফসি-র ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছিল। লাল-হলুদ কোচও স্বীকার করে নেন, 'পাঞ্জাব সব বিভাগেই শক্তিশালী। ওরা প্রমাণ করেছে আইএসএলের সেরা দলগুলিকে হারানোর ক্ষমতা ওদের মধ্যে আছে।' তবে ইস্টবেঙ্গল এখন যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাতে এই ম্যাচই দলের আসল পরীক্ষা বলে মনে করছেন অস্কার।

বেড়ে চলা চোট-আঘাতে নতুন ছক ভাবতে হচ্ছে অস্কার ব্রুজোঁকে।

আইএসএলে আজ

ইস্টবেঙ্গল বনাম পাঞ্জাব এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমা

এদিন অনুশীলন দেখে যা ইঙ্গিত মিলল তাতে রক্ষণে দুই বিদেশিকে রেখেই দল সাজাতে পারেন লাল-হলুদ কোচ। মাঠে ফিরেছেন নীশু কুমার। ওডিশা এফসি-র বিরুদ্ধে অল্প সময় নেমে ভালোই খেলেছেন। তাঁকেও তৈরি রাখা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আনোয়ার আলির পজিশনে বদল আসতে পারে। তাঁকে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডে খেলাতে পারেন অস্কার। ফলে সৌভিক চক্রবর্তীর সঙ্গে জুটি বাঁধতে পারেন আনোয়ার। দিয়ামান্তাকোস না নামলে আক্রমণে ক্লেইটন সিলভার সঙ্গে কে জুটি বাঁধবেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। উলটোদিকে ইস্টবেঙ্গল সমস্যায় থাকলেও তাদের সমীহই করছেন পাঞ্জাব কোচ প্যানাজিওটিস দিলেমপ্রিস। বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল কোচের মানসিকতাই দলের আসল শক্তি।' চোটের কারণে পাঞ্জাব এই ম্যাচে পাবে না আক্রমণভাগের ফুটবলার ফিলিপ মিজলজ্যাককে।

পেনাল্টি থেকে গোল করার পর ব্রুনো ফার্নান্ডেজ।

ম্যাজিকের মতো জয় : অ্যামোরিম

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৬ ডিসেম্বর : দুই মিনিটও নয়। ১ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডের ঝড়ে ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন ইউনাইটেডের। তাও কি না একেবারে অন্তিম লগ্নে। অথচ ৮৮ মিনিটে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রথম গোলের আগে একবারও মনে হয়নি ম্যাচটা তারা জিততে পারে। লাল ম্যাঞ্চেস্টারের পর্তুগিজ কোচ রুবেন অ্যামোরিমও মানছেন, 'এই জয় অবিশ্বাস্য।' উলটোদিকে ঘরের মাঠে এমনভাবে ডার্বি হেরে হতাশ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা।

ইংল্যান্ডে প্রথম ডার্বি জয়টা নিশ্চিতভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে অ্যামোরিমের কাছে। এতিহাদ স্টেডিয়ামে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে তিনি বলেছেন, 'এই জয় আমাদের প্রয়োজন ছিল। স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসন জমানার মতো শেষ মুহূর্তে

ব্যর্থতার দায় নিচ্ছেন হতাশ পেপ

ম্যাচে ফিরেছি। ম্যাজিকের মতো। দিনটা আমাদের ছিল।' তবে এদিন দলের অন্যতম দুই সেরা ফুটবলার মার্কাস র‍্যাশফোর্ড ও আলেহান্দ্রো গারনাচোকে খেলাননি অ্যামোরিম। সেই বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট মন্তব্য, 'শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কিছু নয়। ফুটবলাররা অনুশীলনে কেমন পারফর্ম করছে, আমার দলে সেটা গুরুত্বপূর্ণ।' যদিও অ্যামোরিমের বিশ্বাস, র‍্যাশফোর্ডের যা প্রতিভা তা কাজে লাগালে ঠিকই দলে জায়গা পাবেন।

ম্যাঞ্চেস্টারের লাল অংশ যখন আলোর বন্যায় ভাসছে, তখন নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যান সিটি শিবিরে আঁধার। দলের আত্মবিশ্বাস তলানিতে। কোচ গুয়ার্দিওলারও। ম্যাচের পর তাঁকে বলতে শোনা যায়, '১১টা ম্যাচের মধ্যে ৮টা হার। কোনও কিছুই ঠিকঠাক হচ্ছে না। কোনও অজুহাত দিয়েই এর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।' দলের ব্যর্থতার দায়ও নিজের কাঁধে নিয়ে পেপ বলেছেন, 'সমাধান আমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। যেটা আমি পারছি না।'

সাহসী মহিলা : শাস্ত্রী

বাঁদর বিতর্কে ক্ষমাপ্রার্থী ঈশা

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বর : ভুল স্বীকার করে জসপ্রীত বুমরাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন ঈশা গুহ। ব্রিসবেন টেস্টে ধারাভাষ্যের ফাঁকে বুমরাহকে 'এমভিপি' বলেছিলেন গতকাল। পরে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্রাইমেট' বলে বসেন। প্রাইমেট অর্থাৎ বাঁদর শ্রেণির প্রাণী। শোরগোল পড়ে যায়।

> অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে বরাবর গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। পুরো বক্তব্য শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন ভারতের অন্যতম সেরা প্লেয়ারের সর্বোচ্চ প্রশংসা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। ভুল শব্দচয়নের জন্য দুঃখিত।
>
> ঈশা গুহ

ইংল্যান্ডের মহিলা দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার ঈশা ভুল স্বীকার করে এদিন বলেছেন, 'গতকাল কমেন্ট্রির সময় একটা শব্দ ব্যবহার করেছিলাম। যে শব্দটা নানাভাবে ব্যবহার করা যায়। যে ভুলের জন্য ভুল স্বীকার করছি আমি। অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে বরাবর গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। পুরো বক্তব্য শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন ভারতের অন্যতম সেরা প্লেয়ারের সর্বোচ্চ প্রশংসা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। ভুল শব্দচয়নের জন্য দুঃখিত।'

ঈশা পরিবারের সঙ্গে কলকাতার যোগ রয়েছে। বাবা কলকাতা থেকে ইংল্যান্ডে গিয়ে স্থায়ী হন। সেই প্রসঙ্গও টেনে আনেন। ঈশা আরও বলেছেন, 'বরাবরই সাম্যের ওপর জোর দিয়েছি। ক্রিকেটার হিসেবে ওকে সম্মানও করি। মূলত ওর সাফল্য, প্রাপ্তির দিকটাই তুলে ধরার চেষ্টা করতে চেয়েছি। তা করতে গিয়েই ভুল শব্দ প্রয়োগ। পূর্বপুরুষ সূত্রে আমিও দক্ষিণ এশীয়। সবাই বুঝবেন, কাউকে ছোট করার জন্য আমি এটা বলিনি। আশা করি এর কোনও প্রভাব পড়বে না চলতি টেস্টে। ভুলটা মেনে নিয়ে আমিও সামনের দিকে তাকাতে চাই।'

ঈশার ভুল স্বীকারকে স্বাগত জানিয়েছেন রবি শাস্ত্রী। 'সাহসী মহিলা' আখ্যা দিয়ে শাস্ত্রী বলেছেন, 'সম্প্রচারের সময় এভাবে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া- সাহসী মহিলা। ও নিজেই যখন বিষয়টি ব্যাখ্যা করে ভুল মেনে নিয়েছে, তখন এখানেই বিতর্কে ইতি পড়া উচিত। মানুষ মাত্রই ভুল করে। উত্তেজনার বশে ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে। মাইক্রোফোন হাতে থাকলে এরকম ঘটে। চলুন বিতর্ক পিছনে এগোনো যাক।'

ফলোঅন করানোর ভাবনা শুরু স্টার্কদের

ব্রিসবেন, ১৬ ডিসেম্বর : বৃষ্টিভেজা গাব্বা। বরুণদেবতার কল্যাণে সোমবার সারাদিনে খেলা হল মাত্র ৩৩.১ ওভার। বৃষ্টির জন্য ম্যাচ থামল সাত-আটবার। তারমধ্যেই ১৭ ওভার বোলিং করার ফাঁকে টিম ইন্ডিয়ার বহুচর্চিত ব্যাটিংয়ের কঙ্কালসার চেহারা আরও একবার প্রকাশ্যে এনে দিয়েছেন মিচেল স্টার্ক (২৫/২), প্যাট কামিন্সরা (৭/১)। স্থানীয় আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি তৃতীয় টেস্টের চতুর্থ ও পঞ্চমদিনেও ভালোরকম বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ব্রিসবেনে। যার জন্যই প্রথম ইনিংসে ভারতের বাকি ছয় উইকেট তুলে নিয়ে রোহিত শর্মার ব্রিগেডকে ফলোঅন করানোর ভাবনাও অজি শিবিরে শুরু হয়ে গিয়েছে।

পারথের দ্বিতীয় ইনিংস বাদ দিলে চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। এদিনও স্টার্ক, কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডদের সামনে টেস্ট ক্রিকেটে ব্যাটিংয়ের বেসিকটাই ভুলে গেলেন যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল, ঋষভ পন্থরা। নিটফল, অজিদের ৪৪৫-এর জবাবে তৃতীয়দিনের শেষে ৫১/৪ স্কোরে ধুঁকছে ভারত। চলতি সিরিজে চার ইনিংসে তৃতীয়বার যশস্বীকে আউট করার উচ্ছ্বাস নিয়ে স্টার্ক বলেছেন, 'আমাদের হাতে ওদের চেয়ে বেশি তাস রয়েছে। আগামীকালের সকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। আমরা যদি বলটা সঠিক জায়গায় রেখে শুরুতে বেশকিছু উইকেট তুলে নিতে পারি তাহলে ফলোঅনের ভাবনা ভাবা যেতেই পারে। যখন আপনি বোর্ডে ৪৫০ রান তুলে ফেলবেন এবং বিপক্ষের ৫০ রানে ৪ উইকেট পড়ে যায় তখন বেশকিছু বিকল্প এমনিতেই তৈরি হয়। এখন দেখা যাক, মঙ্গলবার প্রথম সেশন কেমন কাটে।'

অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে কামিন্স এখনও পর্যন্ত ছয়বার বিপক্ষ শিবিরকে ফলোঅন করানোর সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু ২০২২-'২৩ সালে বোলারদের বিশ্রাম দিতে একবারই তিনি সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেই টেস্ট ড্র হয়। অজি অলরাউন্ডার মিচেল মার্শের গলায়ও ফলোঅন করানোর ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। বলেছেন, 'আমাদের আগে বাকি ছয় উইকেট তুলতে হবে। আমরা জানি ম্যাচ জিততে বিপক্ষের ২০ উইকেট দরকার। যা মাথায় রেখেই আমরা পরিকল্পনা করব। বৃষ্টির বিষয়টিও আমাদের মাথায় রয়েছে। আগামীকাল সকালের সেশনের উপর ফলোঅন করানোর বিষয়টি নির্ভর করছে।'

২০০১ সালে ইডেন গার্ডেন্সে অজিদের বিরুদ্ধে ফলোঅন করতে নেমে ভিভিএস লক্ষ্মণ-রাহুল দ্রাবিড়ের মহাকাব্যিক ব্যাটিংয়ে ভর করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের টিম ইন্ডিয়ার দুরন্ত জয় ভারতীয় ক্রিকেট সমাজে অমর হয়ে রয়েছে। চলতি টেস্টেও যদি ভারতকে ফলোঅনের মুখে পড়তে হয়, সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বর্তমান টিম ইন্ডিয়ার কেউ লক্ষ্মণ-দ্রাবিড় হয়ে উঠতে পারেন কিনা, সেটাই দেখার।

দ্বিতীয় বলেই যশস্বী জয়সওয়ালকে ফিরিয়ে উচ্ছ্বাস মিচেল স্টার্কের।

‘আঠারোতে আঠারো’ গাড়িতে বাড়িতে গুকেশ

নরওয়ে দাবায় মুখোমুখি হবেন কার্লসেনের

বিশ্ব জয় করে বিশেষ ডিজাইনের গাড়ি চড়ে বাড়ি ফিরছেন বছর আঠারোর ডোম্মারাজু গুকেশ। চেন্নাইয়ে সোমবার পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

> চেন্নাইয়ে ফিরে এসে আমি খুব খুশি। আপনাদের পাগলামি দেখতে পাচ্ছি। ভারতের জন্য এই সাফল্য কতখানি গর্বের সেটাও অনুভব করছি। আপনাদের সমর্থনই আমাকে শক্তি জোগায়।
>
> -ডোম্মারাজু গুকেশ

চেন্নাই, ১৬ ডিসেম্বর : ডোম্মারাজু গুকেশ সোমবার সকালে চেন্নাই বিমানবন্দরে নামার পরই তাঁকে ঘিরে ধরলেন হাজারখানেক সমর্থক। চলল গুকেশের নামে জয়ধ্বনি। সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি। বাড়ি ফিরতে নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের জন্য তৈরি ছিল বিশেষ ডিজাইনের গাড়ি। যা সাজানো গুকেশের ছবি দিয়ে। সঙ্গে ট্যাগলাইন ‘আঠারোতে আঠারো’। ইঙ্গিত ১৮ বছরে গুকেশের ১৮তম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দিকে। ভক্তদের উন্মাদনা দেখে গুকেশ বলেছেন, ‘চেন্নাইয়ে ফিরে এসে আমি খুব খুশি। আপনাদের পাগলামি দেখতে পাচ্ছি। ভারতের জন্য এই সাফল্য কতখানি গর্বের সেটাও অনুভব করছি। আপনাদের সমর্থনই আমাকে শক্তি জোগায়।’

পরে গুকেশের স্কুল ভিলাম্মাল নেক্সাসের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয় কনিষ্ঠতম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে।

এদিনই গুকেশের এক অজানা কাহিনী তুলে ধরলেন তাঁর বাবা-মা। বাবা রজনীকান্ত ও মা পদ্মকুমারী দুইজনেই ডাক্তার। রজনীকান্তের মন্তব্য, ‘আমাদের কোনও বিশেষ পরিকল্পনা ছিল না গুকেশকে দাবা শেখানোর। স্কুলে গরমের ছুটিতে বিশেষ কাজ না থাকায় ওকে দাবাতে ভর্তি করাই। এর ফলে গুকেশকে নিশ্চিন্তে রেখে আমরা কাজে যেতে পারতাম। একবার যখন ও দাবা ভালোবেসে ফেলল, তখন আর ফিরে তাকাতে হয়নি। ও দাবা খেলতে লাগল আর আমরা ওকে সবরকম সাহায্য করতে লাগলাম।’ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সময় গুকেশ বারবার বলেছেন তিনি দাবা খেলতে ভালোবাসেন, ফলাফল নিয়ে বেশি ভাবেন না। একই কথা বললেন রজনীকান্তও, ‘নিয়মিত খেলেই ও শিখেছে। বেশিরভাগ বাচ্চারা একটা প্রতিযোগিতার পর বিশ্রাম নেয়। কিন্তু গুকেশ বিশ্রাম ছাড়াই টানা তিন-চারটে প্রতিযোগিতায় খেলত। তারপরও থামতে চাইত না।’

> আমাদের কোনও বিশেষ পরিকল্পনা ছিল না গুকেশকে দাবা শেখানোর। স্কুলে গরমের ছুটিতে বিশেষ কাজ না থাকায় ওকে দাবাতে ভর্তি করাই। এর ফলে গুকেশকে নিশ্চিন্তে রেখে আমরা কাজে যেতে পারতাম।
>
> **রজনীকান্ত** (গুকেশের বাবা)

অন্যদিকে, সোমবারই নরওয়ে দাবা প্রতিযোগিতার তরফে ঘোষণা করা হল ২০২৫ সালের আসরে অংশ নেবেন গুকেশ। সেখানে ম্যাগনাস কার্লসেনের বিরুদ্ধে নামতে দেখা যাবে চেন্নাইয়ের তরুণকে। আগামী বছরের ২৬ মে-৬ জুন পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চলবে। ২০২৩ সালে নরওয়ে দাবায় গুকেশ তৃতীয় হয়েছিলেন।

অন্যদিকে, গুকেশের জেতা অর্থ পুরস্কার ও ট্যাক্স নিয়ে মজার আলোচনা শুরু হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে গুকেশ সবমিলিয়ে প্রায় ১১ কোটিরও বেশি টাকা জিতেছেন। তার মধ্যে ট্যাক্স হিসেবে তাঁকে দিতে হবে প্রায় ৪.৭ কোটি টাকা। যা নিয়ে এক নেটিজেন সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ‘ভারতীয় আয়কর দপ্তরকে অভিনন্দন দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ৫ কোটি পুরস্কার জেতার জন্য।’

সুযোগ নষ্ট করে হার বার্সেলোনার

বার্সেলোনা, ১৬ ডিসেম্বর : ম্যাচে ৮০ শতাংশ সময় বলের দখল ছিল বার্সেলোনার ফুটবলারদের পায়ে। গোল লক্ষ্য করে শট নিয়েছে ২০টি। তারপরও লা লিগায় ঘরের মাঠ অলিম্পিক স্টেডিয়ামে টানা দ্বিতীয় ম্যাচ হেরে ফিরতে হল বার্সেলোনাকে। রবিবার লেগানেসের বিরুদ্ধে ০-১ গোলে তাদের হেরে ফিরতে হল। ৪ মিনিটে সের্জিও গঞ্জালেসের লেগানেস এগিয়ে যায়। এর ৬ মিনিট পরই গোলশোধের সুযোগ পেয়েছিল বার্সা। রাফিনহার ক্রস থেকে রবার্ট লেওয়ানডস্কির শট ভালো সেভ করেন লেগানেসের গোলরক্ষক মার্কো দিমিত্রোভিচ। ৩৩ মিনিটে রাফিনহার শট মিত্রোভিচের হাত থেকে বেরিয়েও ক্রসবারে লাগে। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে লামিনে ইয়ামালে বাইরে মেরে একটি সুযোগ নষ্ট করেন। এই হারের পরও ১৮ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট বার্সা শীর্ষস্থান ধরে রাখল। এক ম্যাচ কম খেলে রিয়াল মাদ্রিদ ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে।

বাঁদর বিতর্কে ক্ষমাপ্রার্থী ঈশা
-খবর এগারোর পাতায়

মহমেডানে চূড়ান্ত মেহরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : আন্দ্রেই চেরনিশভের ওপর চাপ বাড়াল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যানেজমেন্ট। মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু ফিরলেন সাদা-কালো ব্রিগেডে। সহকারী কোচ হিসাবে প্রত্যাবর্তন হল তাঁর।

আপাতত সহকারী

‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’ আগেই জানিয়ে ছিল মেহরাজউদ্দিনকে ফেরাচ্ছে মহমেডান। তাঁকে প্রথমে হেড কোচ হওয়ার প্রস্তাবই দেওয়া হয়। আসলে চেরনিশভের ওপর আর আস্থা রাখতে পারছে না ম্যানেজমেন্ট। এদিকে তাঁকে ছাঁটাই করলে বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ গুনতে হবে। কাজেই আপাতত মেহরাজকে সহকারীর দায়িত্ব দিয়ে রুশ কোচের ওপর চাপ বাড়ানো হল। সোমবার রাতে মেহরাজের সহকারী কোচ হওয়ার খবরে সিলমোহর পড়ে। এই মুহূর্তে তিনি সন্তোষ ট্রফিতে জম্মু ও কাশ্মীর দলের দায়িত্বে আছেন। টুর্নামেন্ট শেষ হলেই যোগ দেবেন মহমেডানে। এই দলের অধিকাংশ ফুটবলারের সঙ্গেও মেহরাজের সুসম্পর্ক রয়েছে। ফলে তিনি ফিরলে দলের সাজঘরেও তার প্রভাব পড়বে বলে আশা করা যায়।

দাপুটে জয় বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বে টানা দ্বিতীয় জয় বাংলার। দাপটের সঙ্গে তেলেঙ্গানাকে ৩-০ গোলে হারাল সঞ্জয় সেনের দল। প্রথম গোল ৩৯ মিনিটে। বিপক্ষ গোলরক্ষকের ভুল কাজে লাগিয়ে দলকে এগিয়ে দেন রবি হাঁসদা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ডানপ্রান্ত থেকে ভেসে আসা বলে মাথা ছুঁইয়ে গোল নরহরি শ্রেষ্ঠার। ৫৬ মিনিটে রবিলালের থ্রু ধরে ঠান্ডা মাথায় ব্যবধান বাড়ান তিনিই। দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার রক্ষণকে অবশ্য কড়া চ্যালেঞ্জ সামলাতে হয়।

সম্ভবত দুই সপ্তাহ মাঠের বাইরে স্টুয়ার্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : মোহনবাগানের সুখী পরিবারে আশঙ্কার কালো মেঘ গ্রেগ স্টুয়ার্টকে ঘিরে।

পরপর চার ম্যাচে জয় এবং টানা সাত ম্যাচ অপরাজিত। যেন এক স্বপ্নের দৌড়ে মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ইতিমধ্যেই ১১ ম্যাচ খেলে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে রয়েছে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল। কিন্তু এসবের মধ্যেই কাঁটার মতো খচখচ করছে দলের এক নম্বর গেম মেকার স্টুয়ার্টের চোট। মাঝে চেন্নাইয়ান এফসি-র বিপক্ষে ৮৪ মিনিটে মাঠে নেমে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার পর ফের তাঁর সমস্যা শুরু হয়। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে

তাঁকে স্কোয়াডেই রাখেননি মোলিনা। এই পরিস্থিতিতে স্টুয়ার্টকে নিয়ে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। তিনি নাকি দেশে ফিরতে চাইছেন বলে শোনা যাচ্ছে। এদিন অনুশীলনে এলেও সূত্রের খবর, সপ্তাহ দুয়েক লাগবে তাঁর ফিট হতে। অর্থাৎ এফসি গোয়া এবং পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে নেই তিনি। সবুজ-মেরুনের সুখী পরিবারে যে স্টুয়ার্ট কাঁটাই এখন সবথেকে বেশি বিঁধছে, সেটা নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশই নেই।

এদিকে, মোহনবাগানের কাছে হারের পর সহকারীদের নিয়ে সরে গেলেন কেরালা ব্লাস্টার্সের কোচ মাইকেল স্ত্রারে। তাঁর জায়গায় আপাতত মোহনবাগানে কিবু ভিকুনার সহকারী হিসাবে কাজ করে যাওয়া কেরালার রিজার্ভ দলের কোচ টমাস চর্জকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রাক্তন মুম্বই সিটি এফসি কোচ দেস বাকিংহামের নাম শোনা যাচ্ছে পরবর্তী কোচ হিসাবে।

PUBLIC NOTICE

NATIONAL CONSUMER DISPUTE REDRESSAL COMMISSION

Under the Consumer Protection Act, 2019

Telephone No. : 011-24608801-04
Fax No. : 011-24651505
Email : ncdrc[at]nic(dot)in
Website : www.ncdrc.nic.in

Upbhokta Nyay Bhawan
'F' – Block,
General Pool Office Complex,
INA, NEW DELHI - 110023

Revision Petition No. 2452/2023

(Against an order dated 30th June, 2023 in Appeal Number A/40/2021 of the State Commission West Bengal)

NISSAN MOTOR INDIA PRIVATE LIMITED ...Petitioner/ Appellant

Versus

ANUPAMA AGGARWAL & ANOTHER ...Opposite Parties/ Respondent(s)

MLA AUTO INDIA (P) LIMITED.,
OPPOSITE POWER HOUSE GODOWN,
SEVOKE ROAD, SILIGURI, P.O. & P.S. – BHAKTINAGAR,
SILIGURI, WEST BENGAL – 734001 (R-2)

NOTICE

WHEREAS NISSAN MOTOR INDIA PRIVATE LIMITED., Vs. ANUPAMA AGGARWAL & ANOTHER., has filed a Revision Petition No. 2452 of 2023 against the order dated 30.06.2023 in Appeal No. 40 of 2021 of the State Commission, West Bengal. The abovementioned Revision Petition is pending before the National Commission, New Delhi, wherein you have been arrayed as Respondent.

Whereas this Commission has ordered vide order dated 21.10.2024 to effect service upon you by this Publication returnable on 14.01.2025.

NOW, THEREFORE, TAKE NOTICE that you are hereby directed to appear before this Commission in person or through your counsel / authorised representative on 14.01.2025 at 10:30 a.m.; failing which the Petition will be disposed of ex-parte on merits.

Dated **08th of November, 2024**

Sd/-
SECTION OFFICER